শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয় সংস্করণ।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।

কলিকাতা।

১৩৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে
ও ৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ আর্য্যমিশন
ইন্‌ষ্টিটিউশনে প্রাপ্তব্য।

৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট আর্য্যমিশন ইন্‌ষ্টিটিউশন
হইতে প্রকাশিত

সংবৎ [illegible]

মূল্য।০ চারি আনা [illegible]

কলিকাতা ৫৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, মেট্‌কাফ্ যন্ত্রে
শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার গীতা মাহাত্ম্য ও তদনুবাদ ইহাতে সংযোজিত হইল। ইহার স্থানে স্থানে অন্তর্লক্ষ্যের কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে আরম্ভ-মুখে ঐরূপ আভাস দিবার কোন কল্পনাই ছিল না। তজ্জন্য ১ম অধ্যায় হইতে ৩য় অধ্যায় পর্য্যন্ত অন্তর্লক্ষ্যের কোন কথা আদৌ বলা হয় নাই। পরে কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে ৪র্থ অধ্যায় হইতে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ আভাস দেওয়া গিয়াছে।

যদিও পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণে অধিক পাঠ্য বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তথাপি যাহাতে ইহার আকার ও মূল্য বৃদ্ধি না হয় তদ্বিষয়ে

যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করা গিয়াছে। প্রথম সংস্করণে দুই রকম বাঁধান ছিল, এক রকম কাগজে বাঁধা,—মূল্য ।০ আনা ও অপর রকম কাপড়ে বাঁধা,—মূল্য ।৴০ আনা। এই সংস্করণেও সেইরূপ করা হইল। ইতি—

আর্য্যমিশন্ ইনষ্টিটিউশন, কলিকাতা,
চোরবাগান,
৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
ভাদ্র, সন ১২৯৯ সাল।

প্রকাশকস্য।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৮	দগ্ধে	দগ্ধৌ
১১	১৭	মুথ	মুখ
১৪	১২	পাপাম্	পাপম্
২১	২	ভোক্তং	ভোক্তুং
২২	৫	যচ্ছ্রেরঃ	যচ্ছ্রেয়ঃ
৩৬	১২	কর্ম্ম	কর্ম্ম
১০৪	১৬	[অতএব] বুধঃ	[অতএব]হে কৌন্তেয়! বুধঃ
”	১৯	এজন্য	হে কৌন্তেয়! এজন্য
১২৩	৭	যোগ সুথ	যোগ সুখং
১২৯	১	ছেত্ত	ছেত্তু
১৩২	১	প্রযত্নাদ্যতমানস্ত	প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত
১৩৪	৩	সমগ্র	সমগ্রং
১৩৭	১০	পরম করণং	পরমকারণং
১৪০	১৬	কিমতি	কিমিতি
১৪২	১২	ভোগ সাধনভূত	ভোগসাধনভূত
১৪৪	১১	সেই সেই সেই	সেই সেই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬১	১৫	ইতার্থঃ	ইত্যর্থঃ]
১৬৪	১৬	মাগৌ	মার্গে৷
১৬৭	৩	মায়া	ময়া
১৭০	৩	অবজান্তি	অবজানন্তি
১৭১	৬	ভূতাদিম	ভূতাদিম্
”	”	জগৎকারণম	জগৎকারণম্
১৭৪	১৬	তাঁহার	তাঁহারা
১৭৫	৭	স্বগ	স্বর্গ
১৭৬	৫	যোগ ক্ষেম	যোগ ক্ষেম
১৭৯	৪	ম মে	ন মে
১৮৫	২	সেঽবিকম্পেন	সোঽবিকম্পেন
১৮৬	১৯	১০১১	১০।১১
২০২	১৩	মহাত্মা	মাহাত্মা
২০৬	১৮	মুখ বিশিষ্টম্	মুখবিশিষ্টম্)
২১৯	১০	শত্র	শক্র
২২০	৯	শত্র	শক্র
২২১	১২	ইতিষৎ	ইতিযৎ
২২৯	৫	প্রাতমনাঃ	প্রীতমনাঃ
২৩৩	৫	(ইন্দ্রিয়েষু)	[ইন্দ্রিয়েষু]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩১	৬	আত্মশাম্বা	আত্মশ্লাঘা
২৫৫	৯	জ্ঞানীর	— (জ্ঞানীর
২৫৬	৪	গুণাং কৈ্শ্চব	গুণাংশ্চৈব
২৩৮	৯	পুরু	পুরুষ
২৬৫	৪	বিষয়কানাং	বিষয়কাণাং
২৭০	৫	জ্ঞানাত্মতঃ	জ্ঞানাত্মকঃ
২৭	১৬	নির্ব্বাণোদ্যম	নির্ম্মাণোদ্যম
২৮০	২০	কর্ম্মানূবন্ধি	কর্ম্মানুবন্ধি
২৮৬	৫	প্রযতমনাঃ	প্রযতমানাঃ
২৯০	২	পুরুযোত্তমঃ	পুরুষোত্তমঃ
৩০৩	৮	শাস্ত্রের	* শাস্ত্রের
৩০৭	১৮	অতি ক্রুর	অতি ক্রূর
৩১৯	১১	এই রূপ ত্যাগকে	এই শেষোক্ত রূপ ত্যাগের অবস্থাকে
৩২০	১৮	মূক্ত	মুক্ত
৩৩৮	১	দাক্ষ্যং	দাক্ষ্যং
৩৩৯	১২	আরূঢাণি	আরূঢানি

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনির্গতা ॥

ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

—:○:—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ। হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছবঃ) মামকাঃ (মৎপক্ষীয়াঃ) পাণ্ডবাশ্চ এব সমবেতাঃ (মিলিতাঃ) [সন্তঃ] কিম্ অকুর্ব্বত ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন। হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী মৎপক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন ॥ ১॥

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

সঞ্জয়ঃ উবাচ। পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবসৈন্যং) ব্যূঢ়ং (ব্যূহ-রচনয়া ব্যবস্থিতং) দৃষ্ট্বা তু তদা রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যম্ (দ্রোণম্) উপসংগম্য বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন। পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহিত দেখিয়া তখন রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্য সমীপে গমন করিয়া কহিলেন ॥ ২ ॥

হে আচার্য্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ (ধৃষ্টদ্যুম্নেন) ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য ॥ ৩

হে গুরো, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রকর্ত্তৃক ব্যূহিত পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা অবলোকন করুন ॥ ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥ ৬

অত্র (সেনায়াং) শূরাঃ মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধরাঃ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমাঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ), বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশিরাজশ্চ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ) শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যুঃ) দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীতনয়াশ্চ) (এতে) সর্ব্বে এব মহারথাঃ* ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬

এই সেনাদলে মহাবলশালী, মহাধনুর্দ্ধর, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনতুল্য যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, সৌভদ্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীতনয়গণ—ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬

---

* একোদশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ। অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথীত্বেকেন যো যুধ্যেৎ তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথো মতঃ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈবচ ॥ ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

হে দ্বিজোত্তম, অস্মাকন্তু যে বিশিষ্টাঃ (প্রধানাঃ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ, তান্ নিবোধ (অবগচ্ছ) তে (তব) সংজ্ঞার্থং (সম্যক্ জ্ঞানার্থং) তান্ ব্রবীমি ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম, আমাদের দলে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক (নেতা) তাঁহাদিগকে অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য বলিতেছি ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ (যুদ্ধজেতা) কৃপশ্চ অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ তথৈবচ সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তপুত্রঃ ভূরিশ্রবাঃ) ॥ ৮

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ, (মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতাঃ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ, অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ [সন্তি] [তে] সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়, নানাশস্ত্রধারী আরো অনেক বীর আছেন ; তাঁহারা সকলেই রণপণ্ডিত ॥ ৯ ॥

তৎ (তাদৃশবীরযুক্তমপি) ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং বলম্ অপর্য্যাপ্তং (বিপক্ষসৈন্যং প্রতি যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি) ; ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং তু এতেষাং (পাণ্ডবানাং) বলং পর্য্যাপ্তম্ (সমর্থম্) ॥১০

[তাদৃশবীরযুক্ত হইলেও] ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদের এই সৈন্যগণ (বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে) অসমর্থ ; কিন্তু ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত এই ইহাদের (পাণ্ডবদিগের) সৈন্যগণ সমর্থ ॥ ১০ ॥

সর্ব্বেষু অয়নেষু (ব্যূহপ্রবেশদ্বারেষু) যথাভাগম্ (বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য) অবস্থিতাঃ [সন্তঃ] সর্ব্বে এব ভবন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু ॥ ১১ ॥

ব্যূহ প্রবেশ দ্বারে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া ভীষ্মকেই রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্মঃ) তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ (মহান্তং) সিংহনাদং বিনদ্য (কৃত্বা) শংখং দধ্মৌ (বাদিতবান্) ॥ ১২॥

প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) তাঁহার (দুর্য্যোধনের) আনন্দ জন্মাইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শংখ বাজাইলেন ॥১২॥

ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা (তৎক্ষণাৎ) এব অভ্যহন্যন্ত (বাদিতাঃ) স শব্দঃ তুমুলঃ (মহান্) অভবৎ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল), আনক (পটহ), গোমুখ (শৃঙ্গ প্রভৃতি) সকল সহসা বাদিত হইল; সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ (ঘোটকৈঃ) যুক্তে মহতি স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চ এব দিব্যৌ শংখৌ প্রদধ্মতুঃ (বাদয়ামাসতুঃ) ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য দুইটী শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৪ ॥

হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশংখং পৌণ্ড্রং, কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং দধ্মৌ; নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ [দধ্মতুঃ], পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্ধরঃ) কাশ্যশ্চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটশ্চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ, দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ— হে পৃথিবীপতে, সর্ব্বশঃ (সর্ব্বে এব) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ ॥১৫॥১৬॥ ১৭॥১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ এবং ভীমকর্ম্মা

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোব্যনুনাদয়ন্॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০

বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহা শঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। আর মহাধনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্রগণ ও মহাবাহু সুভদ্রাতনয়,—হে পৃথিবীপতে, ইঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন॥ ১৫॥ ১৬॥ ১৭॥ ১৮॥

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব ব্যনুনাদয়ন্ তুমুলঃ সঃ ঘোষঃ (শঙ্খনাদঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ॥ ১৯॥

আকাশ এবং পৃথিবীকে বিশেষরূপে ধ্বনিত করিয়া সেই তুমুল শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল॥ ১৯॥

হে মহীপতে, অথ শস্ত্রসংপাতে প্রবৃত্তে [সতি] কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্) দৃষ্ট্বা ধনুঃ উদ্যম্য (উত্তোল্য) তদা হৃষীকেশম্ ইদং বাক্যম্ আহ॥ ২০॥

হে রাজন্, শস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইলে, কপিধ্বজ অর্জ্জুন তখন

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যুদ্ধোদ্যোগে ব্যবস্থিত দেখিয়া ধনুঃ উত্তোলন পুরঃ-সর শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥ ২০।

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে অচ্যুত, যাবৎ অহম্ অবস্থিতান্ যোদ্ধু-কামান্ এতান্ নিরীক্ষে, অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ : যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে অত্র সমাগতাঃ (তান্) যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে (তাবৎ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয় ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে অচ্যুত, যাবৎ আমি, যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধে কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, [এবং] যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া যাহারা এই স্থানে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিগণকে অবলোকন করি, তাবৎ তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্সখীংস্তথা।

সঞ্জয়ঃ উবাচ। হে ভারত, গুড়াকেশেন (গুড়াকা নিদ্রা, তস্যাঃ ঈশেন, জিতনিদ্রেণ) [অর্জ্জুনেন] এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং [রাজ্ঞাং] [সম্মুখে] রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা "হে পার্থ, এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য" ইতি উবাচ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন।—হে ভারত, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয়সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সমুদায় রাজগণের সম্মুখে [সেই] উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া, "হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর" ইহা কহিলেন। ২৪ ॥ ২৫ ॥

অথ পার্থঃ তত্র স্থিতান্ উভয়োরপি সেনয়োঃ পিতৄন্ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্, শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চ এব অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

অনন্তর পার্থ সেই স্থানে অবস্থিত উভয় সেনারই পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, সখি এবং সুহৃদ্‌গণকেও অবলোকন করিলেন ॥ ২৬ ॥

সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ [সন্] ইদম্ অব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সেই কুন্তীপুত্র রণস্থলে অবস্থিত সেই সকল বন্ধুগণকে দেখিয়া অতিশয় কৃপাবিষ্ট ও অবসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ, যুযুৎসূন ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অর্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ, যুদ্ধেচ্ছু এই স্বজনগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

মে (মম) শরীরে বেপথুশ্চ (কম্পশ্চ) রোমহর্ষশ্চ (রোমাঞ্চশ্চ) জায়তে; হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে (নিপততি) ত্বক্‌চ পরিদহ্যতে এব ॥ ২৯ ॥

আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে. এবং চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

হে কেশব, অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি, মে মনশ্চ ভ্রমতি ইব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

হে কেশব, আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছিনা. আমার মন যেন ঘুরিতেছে, আর আমি বিপরীত লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি ॥ ৩০ ॥

আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা শ্রেয়শ্চ ন অনুপশ্যামি; হে কৃষ্ণ [অহং] বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন [কাঙ্ক্ষে] ॥ ৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেনগোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছিনা, হে কৃষ্ণ আমি জয় চাহিনা, রাজ্য ও সুখ চাহিনা ॥ ৩১ ॥

হে গোবিন্দ, যেষাম্ অর্থে নঃ (অস্মাকম্) রাজ্যং, ভোগাঃ সুখানিচ কাঙ্ক্ষিতম্, আচার্য্যাঃ, পিতরঃ,পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ, তথা সম্বন্ধিনঃ, তে ইমে প্রাণান্ ধনানিচ ত্যক্ত্বা (ত্যাগমঙ্গীকৃত্য,) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ; (অতএব) নঃ (অস্মাকম্) রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? হে মধুসূদন, মহীকৃতে কিং নু, ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি ঘ্নতঃ (অস্মান্ মারয়তঃ) অপি এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি; হে জনার্দ্দন, ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ (অস্মাকং) কা প্রীতিঃ স্যাৎ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

হে গোবিন্দ, যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, ও সুখকামনা আমাদের কাঙ্ক্ষিত, সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর. পৌত্র, শ্যালা এবং কুটুম্বগণ ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধে অবস্থিত; অতএব আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই বা কাজ কি? হে মধুসূদন, ইহারা আমাদিগকে মারিলেও আমি, পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্যও ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না; ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে নিহত করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪। ৩৫ ॥

আততায়িনঃ* এতান্ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ তস্মাৎ বয়ং স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ, হি (যতঃ) হে মাধব, স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম (ভবেম) ॥ ৩৬ ॥

এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে; অতএব আমরা স্ববান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিতে পারি না; যেহেতু—হে মাধব, স্বজন বধ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব? ৩৬ ॥

* অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯

যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহেচ পাতকং ন পশ্যন্তি ; হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ ? ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

যদিও লোভে হতজ্ঞান হইয়া ইহারা কুলক্ষয়কৃত দোষ ও মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছে না, (কিন্তু) হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য জ্ঞান কেন না হইবে ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ (পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি ; ধর্ম্মে নষ্টে (সতি) অধর্ম্মঃ কৃৎস্নম্ উত (অপি) কুলং অভিভবতি (ব্যাপ্নোতি) ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় ; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম (অবশিষ্ট) সমুদায় কুলকে অভিভূত করে ॥ ৩৯ ॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২

হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি ; হে বার্ষ্ণেয়, (বৃষ্ণিবংশোদ্ভব) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মাভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয় ; হে বার্ষ্ণেয়, (বৃষ্ণিবংশোদ্ভব) স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। ৪০ ॥

সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্করঃ) কুলঘ্নানাং কুলস্যচ নরকায় এব (ভবতি) ; এষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে) পিতরঃ পতন্তি হি ॥ ৪১ ॥

বর্ণসঙ্কর কুলঘ্নদিগের এবং কুলের নরকের নিমিত্তই হয়, ইহাদের লুপ্তপিণ্ডোদক পিতৃগণ নিশ্চয় পতিত হয় ॥ ৪১।

কুলঘ্নানাম্ এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ (বর্ণধর্ম্মাঃ) কুলধর্ম্মাশ্চ (চকারাৎ আশ্রমধর্ম্মাদয়ঃ অপি) উৎসাদ্যন্তে (লুপ্যন্তে) ॥ ৪২ ॥

কুলঘ্নদিগের এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষে সনাতন বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায় ॥ ৪২ ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

হে জনার্দ্দন, উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম (শ্রুতবন্তো বয়ম্) ॥ ৪৩ ॥

হে জনার্দ্দন, যাহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয় সেই সকল মনুষ্যগণের নিয়ত নরকে বাস হয় ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৪৩ ॥

অহোবত, (কষ্টম্) বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ ; যৎ (যস্মাৎ) রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

হায়, আমরা মহৎপাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি ; যেহেতু রাজ্যসুখলোভে আমরা স্বজন বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

যদি অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ (হনিষ্যন্তি) তৎ মে ক্ষেমতরং (অত্যন্তহিতং) ভবেৎ ॥ ৪৫ ।

যদি শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, প্রতিহিংসাপরাঙ্মুখ ও অশস্ত্র আমাকে যুদ্ধে বিনাশ করে,তাহাও আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলকর হইবে ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬

অর্জ্জুনবিষাদযোগঃ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ। অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং বিসৃজ্য, শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাকুলচিত্তঃ) [সন্] রথোপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ॥ ৪৬॥

সঞ্জয় কহিলেন। অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধস্থলে সশর ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুলচিত্ত হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন॥ ৪৬॥

ইতি অর্জ্জুন বিষাদযোগ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

—ঃ০ঃ—

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২

সঞ্জয়ঃ উবাচ। মধুসূদনঃ, তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ (অর্জ্জুনম্) ইদং বাক্যম্ উবাচ॥ ১॥

সঞ্জয় কহিলেন। মধুসূদন তাদৃশ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত তাঁহাকে (অর্জ্জুনকে) এই কথা বলিলেন॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অর্জ্জুন, বিষমে (এতাদৃশসঙ্কটে) কুতঃ ইদম্ অনার্য্যজুষ্টম্ (অনার্য্যসেবিতম্) অস্বর্গ্যম্ (অধর্ম্ম্যম্) অকীর্ত্তিকরং (অযশস্করং) কশ্মলং (মোহঃ) ত্বা (ত্বাং) সমুপস্থিতম্? ২॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অর্জ্জুন (এতাদৃশ) সঙ্কটে কোথা হইতে এই অনার্য্যসেবিত, অধর্ম্ম্য ও অকীর্ত্তিকর মোহ তোমাতে উপস্থিত হইল ? ॥ ২ ॥

হে পার্থ, ক্লৈব্যং (কাতর্য্যং) মাস্ম গমঃ ; এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (যোগ্যং ভবতি) ; হে পরন্তপ, ক্ষুদ্রং (তুচ্ছং) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং (কাতর্য্যং) ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ ॥ ৩ ॥

হে পার্থ, কাতরতা প্রাপ্ত হইও না ; ইহা তোমাতে (তোমার) উপযুক্ত নহে ; হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে অরিসূদন (শত্রুবিমর্দ্দন) মধুসূদন, কথম্ অহং সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ প্রতি ইষুভিঃ (বাণৈঃ) যোৎস্যামি ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে শত্রুবিমর্দ্দন মধুসূদন, কিরূপে আমি যুদ্ধে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি বাণসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করিব ?৪॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।

মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা হি ইহ লোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ ; গুরূন্ হত্বা তু ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়॥ ৫ ॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও নিশ্চয় শ্রেয়ঃ (বোধ করি) ; কিন্তু গুরুদিগকে বধ করিয়া ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থকামাত্মক ভোগ সকল উপভোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ ইহলোকেই নরক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে॥ ৫ ॥

নঃ (অস্মাকম্) কতরৎ গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্মঃ ; যৎ বা জয়েম যদি বা (অথবা) নঃ (অস্মান্) জয়েয়ুঃ। যান্ হত্বা নৈব জিজীবিষামঃ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ॥ ৬॥

আমরা জয়ী হই কিংবা আমাদিগকে জয় করুক ; এই দুয়ের মধ্যে আমাদের কোন্টা গুরুতর (প্রার্থনীয়) ইহাও বুঝিতে

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

পারিতেছি না, যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতেই ইচ্ছা করি না সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্যং*, [কুলক্ষয়কৃতঃ] দোষশ্চ তাভ্যামুপহতঃ স্বভাবো যস্য সঃ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি, যৎ মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি, অহং তে শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি ॥ ৭ ॥

চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয়কৃত দোষে অভিভূতস্বভাব এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত আমি তোমারে জিজ্ঞাসা করি, যাহা আমার শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত আমাকে শিক্ষা দাও ॥ ৭ ॥

---

* যঃ স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণ ইতি আনন্দগিরিঃ। যিনি সামান্য ক্ষতিও সহিতে পারেন না তিনি কৃপণ।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

ভূমৌ (পৃথিব্যাম্) অসপত্নম্ (নিষ্কণ্টকম্) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধং) রাজ্যং (তথা) সুরাণামপি আধিপত্যঞ্চ অবাপ্য যৎ (কর্ম্ম) মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং (অতিশোষণকরং) শোকম্ অপনুদ্যাৎ (অপনয়েৎ) (তৎ) নহি প্রপশ্যামি ॥ ৮ ॥

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য, এমন কি সুরগণের আধিপত্য পাইলেও, যাহাতে আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক অপনয়ন করিতে পারে এতাদৃশ কিছুই দেখিতেছিনা ॥ ৮ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ। পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশম্ এবম্ উক্ত্বা [অহং] ন যোৎস্যে ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব। ৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন। শত্রুবিজয়ী গুড়াকেশ (অর্জ্জুন) হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, "আমি যুদ্ধ করিব না" এই কথা গোবিন্দকে বলিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

হে ভারত, হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব (প্রসন্নমুখঃ সন্) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ ইদং বচঃ উবাচ ॥ ১০ ॥

হে ভারত, হৃষীকেশ যেন প্রসন্নমুখ হইয়া (হাসিতে হাসিতে) উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপ্রাপ্ত অর্জ্জুনকে এই কথা কহিলেন ॥১০॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ (প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্) ভাষসে চ; পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ (গতপ্রাণান্) অগতাসূন্ (জীবতঃ) চ (বন্ধূন্) ন অনুশোচন্তি ॥১১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাহাদের জন্য শোক করিতেছ এবং বিজ্ঞের (ন্যায়) কথা কহিতেছ। বিবেকীরা মৃত বা জীবিতদিগের জন্য শোক করেন না ॥ ১১ ॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

অহং জাতু ন আসম্ ইতি তু নৈব [তথা] ত্বং ন [আসীঃ ইতি ন] [তথা] ইমে জনাধিপাঃ ন [আসন্ ইতি ন]; অতঃপরং সর্ব্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ [ইতি] চ ন এব ॥ ১২ ॥

আমি যে কখনও ছিলাম না এমন নয়; সেইরূপ তুমি ছিলে না এমন নয়; এই রাজগণও ছিলেন না এমন নয়; ইহার পরে আমরা সকলে থাকিব না এমন নয় ॥ ১২ ॥

যথা দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ তথা, তত্র ধীরঃ ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ (অবস্থাভেদ মাত্র); অতএব পণ্ডিত লোক তাহাতে মোহিত হন না ॥ ১৩ ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

(হে) কৌন্তেয়, মাত্রাস্পর্শাস্তু * শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ; [তে] আগমাপায়িনঃ (অতএব) অনিত্যাঃ ; হে ভারত, তান্ তিতি-ক্ষস্ব ॥ ১৪ ॥

হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং তাহাদের সহিত ইন্দ্রিয়বিষয় সকলের সংযোগই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখপ্রদ ; সে সকল আগমা-পায়ী (উৎপত্তি-নাশবিশিষ্ট) অতএব অনিত্য ; হে ভারত সে সকল সহ্য কর অর্থাৎ হর্ষবিষাদাদির বশীভূত হইও না। ॥ ১৪ ॥

হে পুরুষর্ষভ ! এতে সমদুঃখসুখং ধীরং যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সঃ অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ এই সকল (মাত্রাস্পর্শ), সুখ দুঃখে সমভাব যে ধীর ব্যক্তিকে ব্যথা না দেয়, তিনি মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

---

* মীয়ন্তে বিষয়া আভিঃ ইতি মাত্রাঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮

অসতঃ ভাবঃ নবিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে; তত্ত্ব-দর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ॥ ১৬॥

অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ আত্মাতে সত্তা নাই; নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই; কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের অন্ত (পরিণাম) দেখিয়াছেন (অর্থাৎ আত্মা নিত্য আর সমুদায় অনিত্য)॥ ১৬॥

যেন ইদং সর্ব্বং ততং (ব্যাপ্তং) তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি; কশ্চিৎ অব্যয়স্য অস্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি॥ ১৭॥

যিনি (উৎপত্তিনাশশীল) এই সকল (দেহাদি) ব্যাপিয়া আছেন (আত্মস্বরূপ) তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই সেই অব্যয়ের (উৎপত্তিনাশশূন্য আত্মার) বিনাশ করিতে পারে না।॥ ১৭॥

নিত্যস্য (সর্ব্বদৈকরূপস্য) অনাশিনঃ, অপ্রমেয়স্য (প্রত্যক্ষা-

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

দেয়তীতস্য) শরীরিণঃ (আত্মনঃ) ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ (নশ্বরাঃ) উক্তাঃ ; (হে) ভারত, তস্মাৎ যুধ্যস্ব ॥ ১৮ ॥

নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই দেহ সকল নশ্বর (বলিয়া) কথিত হয় ; (অতএব) হে ভারত, যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

যঃ এনং হন্তারং বেত্তি যশ্চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ ; অয়ং ন হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি ইহাকে (আত্মাকে) হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে তাহারা উভয়েই জানে না ; (যেহেতু) ইনি হত্যা করেন না এবং হতও হয়েন না ॥ ১৯ ॥

অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে বা ম্রিয়তে, ভূত্বা বা ভূয়ঃ ন ভবিতা ; অয়ম্‌ অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ ; শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে ॥ ২০ ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না; অথবা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইবেন না। ইনি জন্মরহিত, নিত্য (হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য) শাশ্বত (অপক্ষয় শূন্য) এবং পুরাণ (পরিণামশূন্য) শরীরের বিনাশ হইলেও ইনি হত হন না ॥ ২০ ॥

হে পার্থ, যঃ এনম্ অজম্ অব্যয়ং (অক্ষয়ং) নিত্যং (বৃদ্ধিশূন্যং) অবিনাশিনং বেদ, সঃ পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি, কং হন্তি ॥ ২১ ॥

হে পার্থ, যিনি ইহাকে অজ, অব্যয় (ক্ষয়শূন্য) নিত্য (বৃদ্ধি শূন্য) এবং অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনি কিরূপে কাহাকে হনন করান কাহাকেই বা হনন করেন ॥ ২১ ॥

যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্লাতি তথা দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে ॥ ২২ ॥

শস্ত্রাণি এনং ন ছিন্দন্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি, আপঃ এনং ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতশ্চ (এনং) ন শোষয়তি ॥ ২৩ ॥

শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অয়ম্ অক্লেদ্যঃ, অশোষ্যশ্চ এব, অয়ং নিত্যঃ, সর্ব্বগতঃ, স্থাণুঃ (স্থিরস্বভাবঃ), অচলঃ (পূর্ব্ব-রূপা পরিত্যাগী), সনাতনঃ (অনাদিঃ) (চ) ॥ ২৪ ॥

ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য এবং অশোষ্য ; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিরস্বভাব, সদা একরূপ এবং অনাদি ॥২৪॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭

অয়ম্ অব্যক্তঃ (চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ) অয়ম্ অচিন্ত্যঃ (মনসোঽপি অবিষয়ঃ) অয়ম্ অবিকার্য্যঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপি অবিষয়ঃ) উচ্যতে ; তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং ন অর্হসি ॥ ২৫ ॥

এই আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, ইনি মনেরও অগোচর, ইনি কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর [বলিয়া] কথিত হন ; অতএব ইহাঁকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচনা করিতে পার না ॥২৫॥

অথ চ এনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে, হে মহাবাহো, তথাপি ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি ॥ ২৬ ॥

আর যদি ইহাকে নিত্যজাত অথবা নিত্যমৃত মনে কর, হে মহাবাহো, তথাপি তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না ॥ ২৬ ॥

হি (যতঃ) জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্ ; তস্মাৎ

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮ ৷

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯

অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবিনি) অর্থে (বিষয়ে) শোচিতুং ন অর্হসি ॥ ২৭ ॥

যেহেতু জাতমাত্রের মরণ নিশ্চিত, এবং মৃতের জন্ম নিশ্চিত; অতএব তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিতে পার না ॥ ২৭ ॥

হে ভারত, ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি [তথা] অব্যক্ত-নিধনানি এব, তত্র পরিদেবনা (শোকনিমিত্তবিলাপঃ) কা ? ॥২৮॥

হে ভারত, ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত (চক্ষুরাদির অগোচর) [কেবল] মধ্যে ব্যক্ত (প্রকাশিত) এবং নিধনেও অব্যক্ত; অতএব তাহাতে আবার শোক বিলাপ কি ? ॥ ২৮ ॥

কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্যশ্চ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, শ্রুত্বা অপি চ কশ্চিৎ এনং নৈব বেদ ॥ ২৯ ॥

কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, সেইরূপ কেহ ইহাকে

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

আশ্চর্য্যবৎ বলেন। অন্য কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনেন আর কেহ শুনিয়াও ইহাকে জানেন না ॥২৯॥

হে ভারত, অবধ্যঃ অয়ং দেহী (আত্মা) নিত্যং সর্ব্বস্য দেহে [ভবতি] তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি ॥৩০॥

হে ভারত, অবধ্য এই আত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহে আছেন; অতএব তুমি ভূত সকলের জন্য শোক করিতে পার না ॥৩০॥

অপিচ স্বধর্ম্মম্ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ন অর্হসি, হি (যতঃ); ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে ॥৩১॥

পরন্তু, স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নহে; যেহেতু ধর্ম্ম্যযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই শ্রেয়ঃ নাই ॥৩১॥

হে পার্থ, যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্ অপাবৃতং (মুক্তং) স্বর্গদ্বারম্ [ইব] ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে ॥৩২॥

অথচেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫

হে পার্থ আপনা হইতে উপস্থিত, মুক্তস্বর্গদ্বারের ন্যায় ঈদৃশ যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকে ॥৩২॥

অথচেৎ, ত্বম্ ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি ॥৩৩॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করায় পাপ প্রাপ্ত হইবে ॥৩৩॥

অপিচ ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিঞ্চ কথয়িষ্যন্তি; সম্ভাবিতস্য (বহুমতস্য) চ অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

পরন্তু, লোকে তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; মানী ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক হয় ॥৩৪॥

মহারথাশ্চ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং (নিবৃত্তং) মংস্যন্তে

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

(মংস্যেরন্) যেষাং চ ত্বং বহুমতঃ (সম্মানিতঃ) ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি ॥৩৫॥

মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবেন; যাহাদের নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে এখন তাহাদের নিকট লাঘব প্রাপ্ত হইবে ॥৩৫॥

তব অহিতাঃ (শত্রবঃ) তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ (কথনাযোগ্যশব্দান্) বদিষ্যন্তি চ; ততঃ দুঃখতরং কিং নু ॥৩৬॥

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্য নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য কথা বলিবে; তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখকর আর কি (আছে)? ॥৩৬॥

হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে তস্মাৎ হে কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ [সন্] উত্তিষ্ঠ ॥৩৭॥

যদি হত হও স্বর্গ পাইবে, যদি জয়ী হও পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও ॥৩৭॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ [সমৌ কৃত্বা] ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব, এবং [সতি] পাপং ন অবাপ্স্যসি ॥৩৮॥

সুখ দুঃখ লাভালাভ এবং জয় পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও; তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না ॥৩৮॥

সাংখ্যে (আত্মতত্ত্বে) এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা, যোগেতু (কর্ম্মযোগেতু) ইমাং [বুদ্ধিং] শৃণু; হে পার্থ, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

আত্মতত্ত্বে তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইল; কর্ম্মযোগে ইহা (যাহা বলিতেছি) শ্রবণ কর; হে পার্থ, যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধ ত্যাগ করিতে পারিবে ॥৩৯॥

ইহ (নিষ্কামকর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (প্রারব্ধস্য নাশঃ)

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২

নাস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে, অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ (সংসারাৎ) ত্রায়তে ॥৪০॥

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রারম্ভের বিফলতা নাই; প্রত্যবায় (বিঘ্ন) নাই; এই ধর্ম্মের অল্পমাত্রও মহাভয় (সংসার) হইতে ত্রাণ করে ॥৪০॥

হে কুরুনন্দন, ইহ (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (পরমেশ্বর-ভক্ত্যাএব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ একা; অব্যব-সায়িনাং (কামিনাং) বুদ্ধয়ঃ বহুশাখাঃ অনন্তাশ্চ ॥৪১॥

হে কুরুনন্দন, এই কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে, কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের (কামীদিগের) বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত ॥৪১॥

হে পার্থ, [যে] অবিপশ্চিতঃ (মূঢ়াঃ) বেদবাদরতাঃ অন্যৎ (অতঃপরম্ অন্যৎ ঈশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং) নাস্তি ইতি বাদিনঃ [অত-এব] কামাত্মানঃ (কামনাকুলিতচিত্তাঃ) স্বর্গপরাঃ, জন্মকর্ম্মফল-

কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

প্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া (পুষ্পিতয়া বাচা) অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (তেষাং) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ (যোগে) ন বিধীয়তে (উৎপদ্যতে) ॥৪২॥৪৩॥৪৪॥

হে পার্থ, বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট, "ইহা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাপ্য আর কিছুই নাই" এইরূপ বাদী, কামাত্মা স্বর্গপরায়ণ যে মূঢ়গণ জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত [যজ্ঞাদি] ক্রিয়াবিশেষবহুল এই যে পুষ্পিত [বিষলতাবৎ আপাততঃ রমণীয়] বাক্য (স্বর্গাদিফলশ্রুতি) বলিয়া থাকে, সেই পুষ্পিত বাক্যে অপহৃতচিত্ত এবং ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত তাহাদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে (যোগে) নিবিষ্ট হয় না ॥৪২॥৪৩॥৪৪॥

হে অর্জ্জুন, বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকাঃ)

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭

[ত্বং] নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (কর্ম্মফলসম্বন্ধরহিতঃ নিষ্কাম ইতি যাবৎ) ভব, [তত্র উপায়মাহ] নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণসুখাদিদ্বন্দ্বরহিতঃ) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্যং কূটস্থে স্থিতঃ) নির্যোগক্ষেমঃ (অপ্রাপ্ত-স্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমঃ, তদ্রহিতঃ) আত্মবান্ (অপ্রমত্তঃ) [ভব] ॥ ৪৫ ॥

হে অর্জ্জুন, বেদ সকল (সকাম ব্যক্তিগণের) কর্ম্মফলপ্রতিপাদক, তুমি নিষ্কাম হও। তুমি শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত হও, নিত্য কূটস্থাশ্রিত হও। অলব্ধ বস্তু লাভে ও লব্ধবস্তু রক্ষায় যত্নশূন্য হও এবং অপ্রমত্ত অর্থাৎ অনাসক্ত হও ॥৪৫॥

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে [সতি] উদপানে (ক্ষুদ্রজলাশয়ে) যাবান্ অর্থঃ, বিজানতঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠস্য) ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্ অর্থঃ [ন প্রয়োজনমিতিভাবঃ] ॥৪৬॥

সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যতটুকু প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে ততটুকু প্রয়োজন ॥৪৬॥

কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ, কদাচন ফলেষু মা [অস্তু]

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯

কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ, অকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) তে সঙ্গঃ মা অস্তু ।।৪৭।।

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে কদাচ না হউক ; তুমি কর্ম্মফলহেতু (ফলার্থী) হইও না ; কর্ম্ম না করিতে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭।।

হে ধনঞ্জয়, সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং) ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা যোগস্থঃ (পরমেশ্বরৈকপরায়ণঃ) [সন্] কর্ম্মাণি কুরু ; সমত্বং যোগঃ উচ্যতে ।।৪৮।।

হে ধনঞ্জয়, কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া, যোগে (ঈশ্বরৈকপরতায়) অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম কর ; সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয় ।।৪৮।।

হে ধনঞ্জয়, হি (যস্মাৎ) বুদ্ধিযোগাৎ (বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগঃ তস্মাৎ) [অন্যৎ কাম্যং] কর্ম্ম দূরেণ অবরম্ (অত্যন্তম্ অপকৃষ্টম্) ; [অতএব] বুদ্ধৌ (জ্ঞানে) শরণম্

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১

(আশ্রয়ং কর্ম্মযোগং) অন্বিচ্ছ (অনুতিষ্ঠ) ; ফলহেতবঃ (সকামাঃ মানবাঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ, নিকৃষ্টাঃ) ।।৪৯।।

হে ধনঞ্জয়, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা কৃত কর্ম্মযোগ অপেক্ষা অন্যান্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট ; অতএব তুমি জ্ঞান আশ্রয় কর অর্থাৎ (তদুপায়ভূত) কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর ; ফলকামী মানবেরা কৃপণ অর্থাৎ হেয় ।।৪৯।।

বুদ্ধিযুক্তঃ (ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ) ইহ (ইহৈব জন্মনি) উভে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি (ত্যজতি) ; তস্মাৎ যোগায় (কর্ম্ম-যোগায়) যুজ্যস্ব ; কর্ম্মসু কৌশলং যোগঃ ॥৫০॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য পাপ) উভয়ই ত্যাগ করেন ; অতএব তুমি যোগে যুক্ত হও। নিষ্কাম কর্ম্মে কুশলতাই যোগ ।।৫০।।

বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ (পণ্ডিতাঃ) হি (নিশ্চিতং) কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (সন্তঃ) অনাময়ং (সর্ব্বোপদ্রবরহিতং) পদং (বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং) গচ্ছন্তি ।।৫১।।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩

বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই কর্ম্মজ ফলত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন ॥৫১॥

যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং (দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং) ব্যতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (অর্থস্য) নির্বেদং (বৈরাগ্যং) গন্তা অসি ॥৫২॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ॥৫২॥

যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (শ্রুতিভিঃ ওঙ্কারধ্বনিশ্রবণৈঃ বিশেষেণ প্রতিপন্না নিশ্চিতা) তে (তব) বুদ্ধিঃ সমাধৌ (সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্ ইতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ তস্মিন্) নিশ্চলা (বিষয়ান্তরৈঃ অনাকৃষ্টা) [অতএব] অচলা (অভ্যাসপটুত্বেন তত্রৈব স্থিরা) স্থাস্যতি তদা যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞানম্) অবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

যখন ওঙ্কারধ্বনি শ্রবণে তোমার বুদ্ধি অবিচলিত হইয়া পরমেশ্বরে নিশ্চল ও অভ্যাসপটুতা বশতঃ স্থির থাকিবে তখন তুমি যোগ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত হইবে ॥৫৩॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কেশব সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্বাভাবিকযোগস্থিতস্য স্থিরবুদ্ধেঃ) কা ভাষা (কিং লক্ষণং) ? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) কিং প্রভাষেত ? কিম্ আসীত ? কিং ব্রজেত ? ॥৫৪॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে কেশব, যোগে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? স্থিতধী ব্যক্তি কি কহেন ? কিরূপ থাকেন ? কিরূপ চলেন ? ॥৫৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ, আত্মনি এব (পরমানন্দরূপে) আত্মনা (স্বয়মেব) তুষ্টঃ (যোগী) যদা মনোগতান্ সর্ব্বান্ কামান্ প্রজহাতি [আত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ ত্যজতি ইত্যর্থঃ] তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে ॥৫৫॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ, পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া যখন যোগী মনোগত সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করেন তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন ॥৫৫॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে ॥৫৬॥

দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্য মুনিকে স্থিতধী বলে ॥৫৬॥

যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ (স্নেহ-শূন্যঃ) তত্তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

যিনি সকল বিষয়েই মমতা শূন্য এবং সেই সেই শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত বা বিষাদিত হন না তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥৫৭॥

যদাচ অয়ং (যোগী) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি, কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব (কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈব অঙ্গানি আকর্ষতি তদ্বৎ) সর্ব্বশঃ সংহরতে তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

যখন ইনি ইন্দ্রিয়বিষয় সকল হইতে, কচ্ছপাঙ্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বথা প্রত্যাহৃত করেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় ॥৫৮॥

(ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণম্ আহারঃ) নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়গ্রহণম্ অকুর্ব্বতঃ) দেহিনঃ (দেহাভিমানিনঃ অজ্ঞস্য) বিষয়াঃ (তদনুভবাঃ) রসবর্জম্ (রসঃ রাগঃ অভিলাষস্তদ্বর্জং) বিনিবর্ত্তন্তে [অভিলাষস্তু ন নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ]; অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞস্য) রসঃ (রাগঃ) অপি পরং (পরমাত্মানং) দৃষ্ট্বা [স্বতঃ] নিবর্ত্ততে (নশ্যতি) ॥৫৯॥

ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না এমন (আতুরাদি) দেহাভিমানী অজ্ঞব্যক্তির বিষয়ানুভব নিবৃত্তি পায় কিন্তু ভোগাভিলাষ নিবৃত্তি পায় না, (অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি থাকে) ; পরন্তু পরমাত্মাকে দেখিয়া ইঁহার (স্থিতপ্রজ্ঞের) অভিলাষ স্বতঃ নিবৃত্তি পায় ॥৫৯॥

হে কৌন্তেয়, যততঃ (মোক্ষে প্রযতমানস্য) অপি, বিপশ্চিতঃ

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২

(বিবেকিনঃ) পুরুষস্য, প্রমাথীনি (প্রক্ষোভকানি, প্রমথনশীলানি) ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং (বলাৎ) মনঃ হরন্তি ॥৬০॥

[ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতিরেকে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না অতএব সাধকাবস্থায় এবিষয়ে মহান্ প্রযত্ন কর্ত্তব্য ; কেন না] প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষে যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে ॥৬০॥

যুক্তঃ (যোগী) তানি সর্ব্বাণি (ইন্দ্রিয়াণি) সংযম্য মৎপরঃ [সন্] আসীত ; হি (যতঃ) যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে (বশবর্ত্তীনি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

যোগী সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। [কিমাসীত এই প্রশ্নের উত্তর] ॥৬১॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপজায়তে ; সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে ; কামাৎ [যেন কেনচিৎ প্রতিহতত্বাৎ] ক্রোধঃ অভিজায়তে ॥৬২॥

বিষয়চিন্তারত পুরুষের সেই সকলে (বিষয়ে) আসক্তি

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

জন্মে ; আসক্তি হইতে কামনা জন্মে ; কামনা হইতে (কোন কারণে কামনা প্রতিহত হইলে) ক্রোধ উৎপন্ন হয় ॥৬২॥

ক্রোধাৎ সংমোহঃ (কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ) ভবতি, সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (আচার্য্যোপদিষ্টার্থস্য বিচলনম্) ; স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (চেতনানাশঃ) ; বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (মৃততুল্যো ভবতি) ॥৬৩॥

ক্রোধ হইতে সংমোহ হয়, সংমোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে চেতনানাশ এবং চেতনানাশ হইতে মৃততুল্য (হইতে) হয় ॥৬৩॥

রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ (রাগদ্বেষরহিতৈঃ) আত্মবশ্যৈঃ (স্বাধীনৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ (ভুঞ্জানঃ) [অপি] বিধেয়াত্মা (বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনঃ যস্য সঃ) প্রসাদম্ (শান্তিম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥৬৪॥

রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন ॥ ["ব্রজেত কিম্" এই প্রশ্নোত্তর] ॥৬৪॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

প্রসাদে [সতি] অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে, প্রসন্নচেতসো হি বুদ্ধিঃ আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিতা ভবতি) ॥৬৫॥

চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে ইঁহার সর্ব্ব দুঃখের নাশ হয়; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয় ॥৬৫॥

অযুক্তস্য (অবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য) বুদ্ধিঃ (আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ) নাস্তি, অযুক্তস্য ভাবনা চ (ধ্যানং,—যেন বুদ্ধেঃ আত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি) ন [অস্তি]; অভাবয়তশ্চ (আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ) শান্তিঃ ন [অস্তি]; অশান্তস্য সুখং (মোক্ষানন্দঃ) কুতঃ? ॥৬৬॥

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির (আত্মবিষয়িণী) বুদ্ধি নাই; অজিতেন্দ্রিয়ের (আত্মবিষয়ক) ধ্যানও হয় না; আত্মধ্যানবিহীন ব্যক্তির শান্তি নাই, শান্তিহীনের (মোক্ষানন্দরূপ) সুখ কোথায়? ॥৬৬॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

হি (যতঃ) মনঃ [স্বৈরং বিষয়েষু] চরতাম্ [অবশীকৃতানাং] ইন্দ্রিয়াণাং [মধ্যে] যৎ (একমিন্দ্রিয়ম্) অনুবিধীয়তে (অনুগচ্ছতি) তৎ (অবশীকৃতম্ ইন্দ্রিয়ম্) বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব, (সমুদ্রে নাবং বায়ুর্যথা পরিভ্রাময়তি তদ্‌বৎ) অস্য (মনসঃ পুরুষস্য বা) প্রজ্ঞাং হরতি (বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি) ॥৬৭॥

যেহেতু, বায়ু যেমন (প্রমত্ত কর্ণধারের) নৌকাকে জলে বিক্ষিপ্ত করে সেইরূপ মন, বিষয়ে ভ্রমণশীল অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেটীর অনুগমন করে, সেইটীই তাহার (মনের বা পুরুষের) প্রজ্ঞাকে হরণ করে (অর্থাৎ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে) ॥৬৭॥

তস্মাৎ (হে) মহাবাহো যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়েভ্যঃ) সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

অতএব হে মহাবাহো, যাহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইতে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (জানিও) ॥৬৮॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥৬৯

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০

[অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতীনাং] সর্ব্বভূতানাং যা নিশা (নিশাইব আত্মনিষ্ঠা; তস্যাং তেষাং দর্শনাদিব্যবহারাভাবাৎ) সংযমী (জিতেন্দ্রিয়ঃ) তস্যাং (আত্মনিষ্ঠায়াং) জাগর্ত্তি (প্রবুধ্যতে); যস্যাং (বিষয়বুদ্ধ্যাং) ভূতানি জাগ্রতি (প্রবুধ্যন্তে) সা (বিষয়বুদ্ধিঃ) [আত্মতত্ত্বং] পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা (তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারঃ তস্য নাস্তি ইত্যর্থঃ)॥৬৯॥

(অজ্ঞানাচ্ছন্ন) সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা (আত্মনিষ্ঠা) নিশা-স্বরূপ, তাহাতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রবুদ্ধ থাকেন; যাহাতে (বিষয়বুদ্ধিতে) সর্ব্বভূত প্রবুদ্ধ থাকে তাহা (বিষয়নিষ্ঠা) আত্ম-তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশাস্বরূপ॥৬৯॥

যদ্বৎ [নানা নদীভিঃ] আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং (অনতিক্রান্তমর্য্যাদং) সমুদ্রম্ [অন্যাঃ] আপঃ প্রবিশন্তি, তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ (বিষয়াঃ) যং (মুনিং) প্রবিশন্তি সঃ শান্তিম্ (কৈবল্যম্) আপ্নোতি কামকামী তু ন॥৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

যেমন নানা নদীকর্ত্তৃক আপূর্য্যমাণ হইয়াও অচঞ্চল এতাদৃশ সমুদ্রে [অন্য] জল প্রবেশ করে (তাহাতেই মিশাইয়া যায়) সেইরূপ যাহাতে কামনা সকল প্রবেশ করে (লীন হয়) তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন, (অর্থাৎ কামভোগেও যিনি অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রভাবে অবিচলিত, তিনিই মোক্ষলাভ করেন) কিন্তু ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না ॥৭০॥

যঃ পুমান্ [প্রাপ্তান্] সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় (উপেক্ষ্য) [অপ্রাপ্তেষু] নিস্পৃহঃ, [যতঃ] নিরহঙ্কারঃ [অতএব তদ্ভোগসাধনেষু] নির্ম্মমঃ [সন্] চরতি (প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে, যত্র কুত্রাপি গচ্ছতিবা) সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥৭১॥

যে ব্যক্তি সমুদায় কাম্যবস্তু উপেক্ষা করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও ভোগ সাধনে মমতা শূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে ভোগাদি করেন অথবা যেখানে সেখানে ভ্রমণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন ॥৭১॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

সাংখ্যযোগঃ।

হে পার্থ, ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠা) এষা, এনাং (স্থিতিং) প্রাপ্য [ঈশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্] ন বিমুহ্যতি (সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি); অন্তকালে (মৃত্যুসময়ে) অপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (ব্রহ্মণি লয়ং) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥৭২॥

হে পার্থ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী, ইহা পাইয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ সংসার-মোহ প্রাপ্ত হন না; মৃত্যুকালেও ইহাতে অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় ॥৭২॥

ইতি সাংখ্যযোগ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

—:◡:—

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে জনার্দ্দন, হে কেশব, চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠতরা) তে (তব) মতা, তৎ (তর্হি) কিং (কথং) ঘোরে (হিংসাত্মকে) কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি ? ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে জনার্দ্দন, হে কেশব, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার অভিমত, তবে কেন হিংসাত্মক কর্ম্মে (যুদ্ধে) আমারে নিযুক্ত করিতেছ ? ॥১॥

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩

ব্যামিশ্রেণ (ক্বচিৎ কর্ম্ম-প্রশংসা ক্বচিৎ জ্ঞানপ্রশংসা ইত্যেবং সন্দেহপ্রতিপাদকেন) এব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব ; যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ তৎ একং নিশ্চিত্য বদ ॥২॥

কথনও কর্ম্মপ্রশংসা কখন বা জ্ঞানপ্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মোহিত করিতেছ ; যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি এমন একটি নিশ্চয় করিয়া বল ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অনঘ, অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) ময়া পুরা (পূর্ব্বাধ্যায়ে) প্রোক্তা ; জ্ঞানযোগেন (ধ্যানাদিনা) সাংখ্যানাং (শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং) [নিষ্ঠা] কর্ম্মযোগেন যোগিনাং (চিত্তশুদ্ধিকামানাং সাংখ্যভূমিকামারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্ম্মযোগাদিকারিণাম্) [নিষ্ঠা] ॥৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অনঘ এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) আমি পূর্ব্বে (পূর্ব্বাধ্যায়ে) কহিয়াছি। জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা [চিত্তশুদ্ধিকাম] যোগীদিগের নিষ্ঠা ॥৩॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬

পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠানাৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যং (জ্ঞানং) ন অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি); [চিত্তশুদ্ধিং বিনা] সন্ন্যসনাৎ এব সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; [চিত্তশুদ্ধিব্যতীত] কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ॥৪॥

জাতু (কস্যাঞ্চিৎ অবস্থায়াং) ক্ষণমপি কশ্চিৎ অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মাণি অকুর্ব্বাণঃ) নহি তিষ্ঠতি ; প্রকৃতিজৈঃ (স্বাভাবিকৈঃ) গুণৈঃ (রাগদ্বেষাদিভিঃ) সর্ব্বঃ (সর্ব্বোঽপি জনঃ) অবশঃ (অস্বতন্ত্রঃ) [সন্] কর্ম্ম কার্য্যতে ॥ ৫ ॥

কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না ; রাগদ্বেষাদি স্বাভাবিক গুণসকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায় ॥ ৫ ॥

[অজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি] যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮

(নিগৃহ্য) মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে, স বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ (কপটাচারঃ) উচ্যতে ॥ ৬ ॥

যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিয়া থাকেন, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায় ॥ ৬ ॥

[তদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ] হে অর্জ্জুন, যস্তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য (ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে (অনুতিষ্ঠতি) অসক্তঃ (ফলাভিলাষশূন্যঃ) সঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন, যিনি কিন্তু মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণদ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, ফলকামনাহীন তিনি বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসাযোগ্য হন ॥ ৭ ॥

ত্বং নিয়তং (নিত্যং, অবশ্যকর্ত্তব্যতয়াবিহিতং) কর্ম্ম কুরু, হি (যতঃ) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মাকরণাৎ সকাশাৎ) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠং); অকর্ম্মণঃ (সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য) চ তে (তব) শরীরযাত্রাপি ন প্রসিধ্যেৎ (ন ভবেৎ) ॥ ৮ ॥

তুমি অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্ম কর; যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০

কর্ম্ম করা ভাল; সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না॥ ৮॥

[সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপিকর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুঃ তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ] যজ্ঞার্থাৎ (যজ্ঞঃ অত্র বিষ্ণুঃ, তদারাধনার্থং) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (তদেকং বিনা) অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মভিঃ বধ্যতে ইত্যর্থঃ); হে কৌন্তেয় [অতঃ] তদর্থং (বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং) মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কামঃ) [সন্] কর্ম্ম সমাচর ॥৯॥

বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্যকর্ম্ম করিলে এই লোক কর্ম্মবন্ধন (কর্ম্মে বদ্ধ) হয়; অতএব হে কৌন্তেয়, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর ॥৯॥

পুরা (সর্গাদৌ) প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞেন সহ বর্ত্তমানাঃ) প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ, অনেন (যজ্ঞেন) প্রসবিষ্যধ্বম্ (উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিং লভধ্বম্) এষঃ (যজ্ঞঃ) বঃ (যুষ্মাকং) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদঃ) অস্তু ॥১০॥

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞসহ প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর; ইহা তোমাদের অভীষ্টভোগপ্রদ হউক ॥১০॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২

অনেন (যজ্ঞেন) [যূয়ং] দেবান্ ভাবয়ত (হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত) তে দেবাঃ বঃ (যুষ্মান্) [বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তি-দ্বারেণ] ভাবয়ন্তু; [এবং] পরস্পরং (অন্যোন্যং) ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ ॥১১॥

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিবে ॥১১॥

[কর্ম্মাকরণে দোষমাহ] হি (যতঃ) দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ [সন্তঃ] বো (যুষ্মভ্যং) ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে। তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) [পঞ্চযজ্ঞাদিভিঃ] অপ্রদায় (অদত্ত্বা) যঃ ভুঙ্‌ক্তে সঃ স্তেনঃ (চৌরঃ) এব ॥১২॥

যেহেতু, দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া (বৃষ্ট্যাদি দ্বারা) তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন; তাঁহাদিগের প্রদত্ত দ্রব্যাদি (পঞ্চযজ্ঞাদি দ্বারা) তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে সে চোরই ॥১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ)সন্তঃ (সাধবঃ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে। যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি, তে পাপাঃ (দুরাচারাঃ) অঘং (পাপম্) [এব] ভুঞ্জতে ॥১৩॥

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, কিন্তু যাহারা আপনার জন্য পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করে ॥১৩॥

ভূতানি [শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাৎ] অন্নাৎ ভবন্তি, পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টেঃ) অন্নসম্ভবঃ, পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি, যজ্ঞশ্চ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

ভূতসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে হয় এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয় ॥১৪॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (ব্রহ্ম বেদঃ তস্মাৎ প্রবৃত্তং) বিদ্ধি, ব্রহ্ম (বেদঃ) অক্ষরসমুদ্ভবং (পরব্রহ্মসমুদ্ভূতম্) তস্মাৎ সর্ব্বগতং

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭

ব্রহ্ম নিত্যং (সদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (যজ্ঞেন উপায়ভূতেন প্রাপ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥১৫॥

কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিও, বেদ পরব্রহ্ম হইতে জাত; অতএব সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী) পরব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥১৫॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং (পরমেশ্বরবাক্যভূতাৎ বেদাখ্যাৎ ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ, ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিঃ, ততঃ পর্জ্জন্যঃ, ত অন্নং, ততঃ ভূতানি, ভূতানাঞ্চ পুনঃ কর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ ইত্যেবম্) ইহ যঃ ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুতিষ্ঠতি) হে পার্থ, ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়-পরায়ণঃ) অঘায়ুঃ (অঘং পাপরূপম্ আয়ুঃ যস্য সঃ) সঃ মোঘং (ব্যর্থং) জীবতি ॥১৬॥

এই প্রকারে প্রবর্ত্তিত চক্র ইহলোকে যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপময়জীবন সেই (ব্যক্তি) বৃথা জীবিত থাকে ॥১৬॥

যস্তু মানবঃ আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ যস্য সঃ, আত্মনি প্রীতঃ) আত্মতৃপ্তঃ (স্বানন্দানুভবেন তৃপ্তঃ) এব চ, আত্মনি এব

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥১৯

সন্তুষ্টঃ (ভোগাপেক্ষারহিতঃ) চ স্যাৎ, তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে (কর্ত্তব্যং নাস্তি) ॥১৭॥

কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত,আত্মাতেই তৃপ্ত,আত্মাতেই (আনন্দানুভবে) পরিতোষ প্রাপ্ত, এবং (অন্য ভোগাপেক্ষা না করিয়া) আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই ॥১৭॥

ইহ (জগতি) কৃতেন [কর্ম্মণা] তস্য অর্থঃ (পুণ্যং) নৈব [অস্তি] [ন চ] অকৃতেন [কর্ম্মণা] কশ্চন [প্রত্যবায়ঃ অস্তি] সর্ব্বভূতেষু অস্য কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (মোক্ষে আশ্রয়ণীয়ঃ) ন [বিদ্যতে] ॥১৮॥

ইহলোকে কৃত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার পুণ্য ও হয় না, অকরণ হেতু কোন পাপও হয় না এবং সর্ব্বভূতে কেহ ইঁহার মোক্ষলাভ বিষয়ে আশ্রয়ণীয় নাই ॥১৮॥

তস্মাৎ অসক্তঃ (ফলাসঙ্গরহিতঃ) [সন্] সততং কার্য্যং (অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং) কর্ম্ম সমাচর (সম্যক্ আচর) হি (যতঃ) অসক্তঃ [সন্] কর্ম্ম আচরন্ পূরুষঃ পরং (মোক্ষং) প্রাপ্নোতি ॥১৯॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১

অতএব তুমি ফলাসক্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥১৯॥

জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা [শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ] এব হি সংসিদ্ধিম্ (সম্যক্‌জ্ঞানম্) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ; লোকসংগ্রহম্ (লোকস্য স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনম্) এব অপি সংপশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি ॥২০॥

জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই (শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া) সম্যক্‌জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন ; লোকসকলের স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া (তোমার) কর্ম্ম করা উচিত ॥২০॥

শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি, ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব [আচরতি] ; সঃ (শ্রেষ্ঠঃ) [কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা] যৎপ্রমাণং কুরুতে (মন্যতে) লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে ॥২১॥

[কেন না] শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকেও তাহা তাহা করে ; তিনি যাহা প্রমাণ করেন লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে ॥২১॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি॥ ২২

যদি হ্যহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩

হে পার্থ, মে (মম) কর্ত্তব্যং নাস্তি [যতঃ] ত্রিষু লোকেষু অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্তম্) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্যং) কিঞ্চন ন অস্তি; [তথাপি অহং] কর্ম্মণি বর্ত্তে (কর্ম্ম করোমি) এব চ॥২২॥

হে পার্থ, আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; (কেননা) ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্তই রহিয়াছি॥২২॥

হে পার্থ, যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ) [সন্] কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ম্ (কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ম্) [তর্হি] হি (নিশ্চিতং) মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম (মার্গং) সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে॥২৩॥

হে পার্থ, যদি আমি কদাচিৎ অনলস হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ আমার পথ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিবে॥২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্ [তর্হি] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ) [অহং] চ সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করস্য) কর্ত্তা স্যাম্ (ভবেয়ম্) [এবম্ অহমেব] ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ (মলিনীকুর্য্যাম্) ॥২৪॥

আমি যদি কর্ম্ম না করি তবে এই লোকসকল (ধর্ম্মলোপ-বশতঃ) বিনষ্ট হইবে এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব; এই-রূপে আমিই এই প্রজাগণকে মলিন করিব ॥২৪॥

হে ভারত, কর্ম্মণি সক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞাঃ) যথা [কর্ম্মাণি] কুর্ব্বন্তি, অসক্তঃ [সন্] লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকান্ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতুমিচ্ছুঃ) বিদ্বান্ তথা কুর্য্যাৎ ॥২৫॥

হে ভারত, কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেইরূপই করিবেন ॥২৫॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং (কর্ম্মাসক্তানাম্ অকর্ত্র্যাত্মোপদেশেন) বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ [অপিতু] বিদ্বান্ যুক্তঃ (অবহিতো ভূত্বা) সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ [অজ্ঞান্ কর্ম্মণি] যোজয়েৎ॥২৬॥

অজ্ঞান কর্ম্মাসক্তদিগের (কর্ম্মসকল নিষ্ফল ইত্যাদি বাক্যে) বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না (অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে অন্য দিকে বুদ্ধি বিচালিত করিবে না)। (বরং) পণ্ডিতব্যক্তি অবহিত হইয়া নিজে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া অজ্ঞদিগকে কর্ম্মে যুক্ত করিবেন॥২৬॥

প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিকার্য্যৈঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ) কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি; (কিন্তু) অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারেণ ইন্দ্রিয়াদিষু আত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্) "অহং কর্ত্তা" ইতি মন্যতে॥২৭॥

কর্ম্মসকল প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয়গণ) দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাদিত হয়; কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এই মনে করে॥২৭॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

তু (কিন্তু) হে মহাবাহো, গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ কর্ম্মভ্যশ্চ আত্মনো বিভাগঃ এতয়োঃ) তত্ত্ববিৎ (স্বরূপবেত্তা) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) গুণেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে [ন তু অহং] ইতি মত্বা ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি) ॥২৮॥

কিন্তু হে মহাবাহো, গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ এই দুয়ের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি "ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে [আমি নহি]" এই মনে করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না ॥২৮॥

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ) [যে জনাঃ] গুণকর্ম্মসু (গুণেষু ইন্দ্রিয়াদিষু তৎকর্ম্মসু চ) সজ্জন্তে, কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (অজ্ঞান্) মন্দান্ (মন্দমতীন্) ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণে মোহিত হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-কার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না ॥২৯॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (সমর্প্য) অধ্যাত্মচেতসা (অন্তর্য্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমি ইতি দৃষ্ট্যা) নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) ভূত্বা বিগতজ্বরঃ (ত্যক্তশোকঃ) [সন্] যুধ্যস্ব ॥৩০।

সমুদায় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া "আমি অন্তর্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি" এই মনে করিয়া নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া শোক ত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর ॥৩০॥

[মদ্‌বাক্যে] শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ (দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তি ইতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তঃ) যে মানবাঃ মে (মম) ইদং মতং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি [কর্ম্মকুর্ব্বাণাঃ] তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে ।।৩১॥

আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ এবং দোষদৃষ্টিবিহীন যে সকল মনুষ্য আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাও (কর্ম্মকারী হইয়াও) সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন ॥৩১॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়ো র্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪

যে তু অভ্যসূয়ন্তঃ (দোষদৃষ্টিং কুর্ব্বন্তঃ) মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি, অচেতসঃ (বিবেকশূন্যান্) তান্ সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥৩২ ॥

কিন্তু যাহারা দোষমাত্রদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, বিবেকহীন তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় ও নষ্ট বলিয়া জানিও। ৩২ ॥

জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ (স্বভাবস্য) সদৃশম্ (অনুরূপম্) চেষ্টতে [যস্মাৎ] ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি (অনুবর্ত্তন্তে) [অতঃ] নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) কিং করিষ্যতি। ৩৩ ।।

জ্ঞানবান্ও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করেন। প্রাণিগণ স্বভাবের অনুসরণ করে; অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে? ।।৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাম্) অর্থে (স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষঃ)

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬

ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবিনৌ) [তথাপি] তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ, তৌ হি অস্য (মুমুক্ষোঃ) পরিপন্থিনৌ (প্রতিপক্ষৌ) ।।৩৪।।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে (অনুকূলে) অনুরাগ ও (প্রতিকূলে) দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি ঐ উভয়ের বশীভূত হইবেনা ; কেননা তাহারা মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ ।।৩৪।।

স্বনুষ্ঠিতাৎ (সর্ব্বাঙ্গপূর্ত্ত্যা কৃতাৎ) পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ (অঙ্গহীনোপি) স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ ; স্বধর্ম্মে [প্রবর্ত্তমানস্য] নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ ।।৩৫।।

সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত পরমধর্ম্মাপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তির নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।।৩৫।।

অর্জ্জুনঃ উবাচ। অথ (প্রশ্নে) হে বার্ষ্ণেয় [পাপং কর্ত্তুং] অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পূরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (প্রেরিতঃ) বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি ।।৩৬।।

অর্জ্জুন কহিলেন। হে বার্ষ্ণেয়, পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও এই পুরুষ কাহাকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই, পাপ করে ? ।।৩৬।।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্‌মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌॥৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌॥৩৮

শ্রীভগবান্‌ উবাচ। রজোগুণসমুদ্ভবঃ, মহাশনঃ (মহৎ অশনং যস্য সঃ দুষ্পূরঃ) মহাপাপ্‌মা (অত্যুগ্রঃ) এষঃ কামঃ [যেন কেনচিৎ প্রতিহতত্বাৎ তস্মাৎ জাতঃ] এষঃ ক্রোধঃ ; ইহ (মোক্ষমার্গে) এনং (কামং) বৈরিণং বিদ্ধি। ৩৭॥

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন। ইহা রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং (উহা কোন রূপে প্রতিহত হইলে উহা হইতে উৎপন্ন) ক্রোধ। মোক্ষমার্গে ইহাকে (এই কামকে) বৈরী জানিও॥৩৭॥

যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, যথাচ দর্শঃ (দর্পণঃ) মলেন [আব্রিয়তে,] যথা গর্ভঃ উল্বেন (গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা) আবৃতঃ, তথা তেন (কামেন) ইদং (আত্মজ্ঞানম্‌) আবৃতম্‌॥৩৮॥

যেমন অগ্নি ধূম দ্বারা, দর্পণ মলদ্বারা, গর্ভ জরায়ু দ্বারা, আবৃত হয়, সেইরূপ ইহা (আত্মজ্ঞান) তাহা (কাম) দ্বারা আচ্ছন্ন॥৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেনচ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রুণা) এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ (অপূর্য্যমাণেন) অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্ ॥৩৯॥

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে ; এষঃ (কামঃ) এতৈঃ (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥৪০॥

ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হয়। এই কাম ইহাদিগের (ইন্দ্রিয়গণের) দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে ॥৪০॥

হেভরতর্ষভ, তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং (জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং তয়োঃ নাশনং) পাপ্মানম্ (পাপরূপম্) এনং প্রজহি ॥৪১॥

অতএব হে ভরতর্ষভ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩
কর্ম্মযোগঃ।

শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং ব্রহ্মবিষয়ক ধারা বাহিক চিন্তা জনিত জ্ঞান এই উভয়ের বিনাশক পাপরূপ এই কামকে নষ্ট কর ॥৪১॥

ইন্দ্রিয়াণি [দেহাদিভ্যঃ] পরাণি (শ্রেষ্ঠানি) আহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্; মনসস্তু বুদ্ধিঃ পরা; যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ [তৎসাক্ষিত্বেন অবস্থিতঃ] সঃ [এষ আত্মা] ॥৪২॥

ইন্দ্রিয়গণকে [দেহাদি অপেক্ষা] শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা; বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি পর (শ্রেষ্ঠ) তিনি সেই [আত্মা] ॥৪২॥

হে মহাবাহো, এবং বুদ্ধেঃ পরং [আত্মানং] বুদ্ধ্বা, আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং সংস্তভ্য (নিশ্চলং কৃত্বা) কামরূপং দুরাসদং (দুর্বিজ্ঞেয়ং) শত্রুং জহি ॥৪৩॥

হে মহাবাহো, এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া আত্মা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) দ্বারা আত্মাকে (মনকে) নিশ্চল করিয়া, কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে জয় কর ॥৪৩॥

ইতি কর্ম্মযোগ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

—ঃ⁐ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১

শ্রীভগবান্ উবাচ। অহং বিবস্বতে (সূর্য্যায়) ইমম্ [অব্যয়-ফলত্বাৎ] অব্যয়ং (অক্ষয়ং) যোগং প্রোক্তবান্; বিবস্বান্ [স্বপুত্রায়] মনবে প্রাহ; মনুঃ [স্বপুত্রায়] ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। আমি সূর্য্যকে এই অক্ষয় যোগ বলিয়াছিলাম, সূর্য্য স্বপুত্র মনুকে কহিয়াছিলেন; মনু স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে কহিয়াছিলেন ॥১॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হেতদুত্তমম্ ॥৩

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং যোগং রাজর্ষয়ঃ (অন্যেঽপি নিমি-প্রমুখাঃ রাজর্ষয়ঃ) বিদুঃ (জানন্তিস্ম); হে পরন্তপ ইহ [লোকে] স যোগঃ মহতা কালেন (কালবশাৎ) নষ্টঃ বিচ্ছিন্নঃ ॥২॥

[নিমি প্রভৃতি] রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরা প্রাপ্ত এই যোগ জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ ইহলোকে সেই যোগ কাল-বশে নষ্ট হইয়াছে ॥২॥

[ত্বং] মে (মম) ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি [হেতোঃ] অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে (তুভ্যং) এব প্রোক্তঃ; হি (যতঃ) এতৎ রহস্যম্ উত্তমম্ ॥৩॥

তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এই জন্য এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমারে কহিলাম; যেহেতু এই গূঢ়তত্ত্ব উত্তম ॥৩॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ। ভবতঃ জন্ম অপরং (অর্ব্বাচীনং পরবর্ত্তি

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬

ইতি যাবৎ), বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্য) জন্ম পরং (প্রাক্কালীনং) [তস্মাৎ] ত্বম্ আদৌ [বিবস্বতে ইমং যোগং] প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্ (জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্) ॥৪॥

অর্জ্জুন কহিলেন। আপনার জন্ম পরবর্ত্তী; এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব আপনি অগ্রে সূর্য্যকে এই যোগ বলিয়াছেন ইহা আমি কিরূপে জানিব? ।৪।।

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন, মে (মম) তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি; অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ (বেদ্মি) ত্বং (অবিদ্যাবৃতত্বাৎ) ন বেত্থ (বেৎসি) ।।৫।।

শ্রীভগবান কহিলেন। হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সে সমুদায় জানি কিন্তু তুমি (অবিদ্যাবৃত বলিয়া) তাহা জান না ।।৫।।

অজঃ (জন্মরহিতঃ) সন্ অপি অব্যয়াত্মা (অবিনশ্বরস্বভাবঃ) সন্ অপি ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ (কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতঃ) সন্ অপি [অহং] স্বাং প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি ।। ৬ ।।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮

জন্মরহিত অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াবশতঃ প্রকাশিত হই ।৬॥

হে ভারত, যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্ম্মস্য চ অভ্যুত্থানং (আধিক্যং) ভবতি, তদা অহম্ আত্মানং সৃজামি (আবির্ভবামি) ॥৭॥

হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয় তখনই আমি আবির্ভূত হই ॥ ৬ ॥

সাধূনাং পরিত্রাণায় (সাধুবৃত্তিসংরক্ষণার্থায়) দুষ্কৃতাং বিনাশায় (দুষ্কর্ম্ম নাশায়) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং) যুগে যুগে সম্ভবামি ॥৮॥

সাধুবৃত্তিসংরক্ষার জন্য দুষ্কর্ম্মনাশের জন্য এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই * ।৮॥

---

* যেমন সূর্য্যের প্রকাশে অন্ধকারের নাশ হয়, অন্ধকারের আধার জগতের নাশ হয় না ; তদ্রূপ জ্ঞানের প্রকাশে দুষ্কৃতির নাশ হয় দুষ্কৃতির আধার দেহের নাশ হয় না। নতুবা ভগবান্ যে দুষ্কর্ম্মকারীদিগকে বধকরেন এরূপ নহে—দুষ্প্রবৃত্তির নাশ করেন

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০

হে অর্জ্জুন, যঃ মে এবং (স্বেচ্ছয়া কৃতং) জন্ম, দিব্যং (অলৌকিকং) কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি সঃ দেহং (দেহাভিমানং) ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি [কিন্তু] মামেব এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন, যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত জন্ম ও অলৌকিক কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ [অতএব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ] মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ) [ভূত্বা] মাম্ উপাশ্রিতাঃ [সন্তঃ] জ্ঞানতপসা পূতাঃ (আত্মজ্ঞান-স্বধর্ম্ম-পবিত্রাঃ) বহবঃ [সুকৃতিশালিনঃ] মদ্‌ভাবং (মৎসাযুজ্যং) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥১০॥

অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ শূন্য এবং মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া আত্মজ্ঞান ও স্বধর্ম্মে পবিত্র, অনেকে আমার ভাব (আমার সাযুজ্য) পাইয়াছেন ॥ ১০ ॥

মাত্র। কারণ তিনি সকলেরই পক্ষে সমান এবং তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহই নাই—। ৯ম অধ্যায় ২৯ শ শ্লোক দেখ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২

যে যথা (যেন প্রকারেণ, সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা) মাং প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) তান্ অহং তথৈব ভজামি। হে পার্থ মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে ॥ ১১ ॥

(সকামভাবেই হউক আর নিষ্কাম ভাবেই হউক) যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজন করে তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই ভজন করিয়া থাকি। হে পার্থ মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুবর্ত্তন করিতেছে ॥ ১১ ॥

[কাম্যানাং] কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ ইহ মানুষে লোকে [মাং বিহায়]দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্)যজন্তে [সিদ্ধিস্তু তেষামনিশ্চিতা] ; [পরন্তু] কর্ম্মজা (নিষ্কামকর্ম্মোৎপন্না) সিদ্ধিঃ (জ্ঞানং)হি নিশ্চিতমেব ক্ষিপ্রং ভবতি ॥১২॥

এই মনুষ্যলোকে কাম্যকর্ম্মের সিদ্ধিপ্রার্থীরা (আমাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রাদি) দেবতাদিগকে ভজনা করে ; (কিন্তু তাহাদের সিদ্ধি অনিশ্চিত) ; পরন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম জনিত সিদ্ধি (জ্ঞান) নিশ্চয়ই শীঘ্রই জন্মে ॥১২॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥১৪

ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈঃ) চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম্ [ইতি সত্যং তথাপ্যেবং] তস্য কর্ত্তার মপি [ফলতঃ] অব্যয়ং (আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদিরহিতং বা) অকর্ত্তার মেব মাং বিদ্ধি ॥১৩॥

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা * চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি [সত্য বটে কিন্তু] তাহার কর্ত্তা হইলেও (বস্তুতঃ) আমারে অব্যয় (আসক্তিশূন্যতাবশতঃ শ্রমরহিত) এবং অকর্ত্তা (নিষ্ক্রিয়) বলিয়াই জানিও ॥১৩॥

কর্ম্মাণি (বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি) মাং ন লিম্পন্তি (আসক্তং কুর্ব্বন্তি) কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন [অস্তি], ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে (নিরহঙ্কারত্বনিস্পৃহত্বাদিকং জানতঃ তস্যাপি অহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ) ॥১৪॥

(সৃষ্ট্যাদি) কর্ম্ম সকল আমারে আসক্ত করে না; কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই এই প্রকার যিনি আমারে জানেন তিনি কর্ম্মে বদ্ধ হন না। (নিরহঙ্কারতা নিস্পৃহতাদি জানায় তাঁহারও অহঙ্কারাদি শিথিল হয়) ॥১৪॥

সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদের কর্ম্ম শমদমাদি, সত্ত্বরজঃপ্রধান

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫
কিংকর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬

[অহঙ্কাররাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি] ইতি এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ (জনকাদিভিঃ) মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতং; তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং (যুগান্তরেষ্বপি) কৃতং কর্ম্ম এব কুরু ॥১৫॥

[অহঙ্কারাদিরহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধ হয় না] এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালীন জনকাদি মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব তুমিও পূর্ব্বতনগণকর্ত্তৃক পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগে কৃত কর্ম্মই কর ॥১৫॥

কিং কর্ম্ম, কিম্ অকর্ম্ম ইতি অত্র (অস্মিন্নর্থে) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) অপি মোহিতাঃ [অতঃ] যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ (সংসারাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি) তৎ কর্ম্ম তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি ॥১৬॥

কি কর্ম্ম আর কি অকর্ম্ম এই বিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন, অতএব যাহা জানিলে তুমি অশুভ (সংসার) হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম তোমারে বলিব ॥১৬॥

ক্ষত্রিয়, তাহাদের কর্ম্ম শৌর্য্যযুদ্ধাদি; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, তাহাদের কর্ম্ম কৃষিবাণিজ্যাদি এবং তমঃপ্রধান শূদ্র তাহাদের কর্ম্ম ত্রৈবর্ণিক শুশ্রূষা।

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ১৭
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥১৮

কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং [তত্ত্বম্ অস্তি] বিকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং [তত্ত্বম্ অস্তি] ; অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি] ; কর্ম্মণোগতিঃ গহনা (দুজ্ঞের্য়া) ॥১৭॥

(নিষ্কাম) কর্ম্মেরও বোদ্ধব্য [বিষয় আছে] বিকর্ম্মেরও বোদ্ধব্য [বিষয় আছে], আর অকর্ম্মেরও (সকামকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্য [আছে] ; কর্ম্মের গতি দুজ্ঞের্য় ॥১৭॥

যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম পশ্যেৎ, অকর্ম্মণিচ কর্ম্ম পশ্যেৎ, মনুষ্যেষু সঃ বুদ্ধিমান্ সঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ [অপি] যুক্তঃ (যোগী) ॥১৮॥

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন * জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী হইলেও তিনিই যুক্ত॥১৮॥

---

* অর্থাৎ যিনি নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম কিছুই নাই ; তিনি দুইই সমান দেখেন। ৩য় অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক ও ১৮ শ অধ্যায় ২য় শ্লোকের টীকা দেখ। আসক্তি না থাকায় সকল কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কিছুই করা হয় না। এইরূপ কর্ম্মত্যাগকেই অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা প্রাপ্ত লোকের কর্ম্মকেই বিকর্ম্ম কহে।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ (কর্ম্মাণি) কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ, বুধাঃ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতম্ আহুঃ ॥১৯॥

যাঁহার সমুদায় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পবিহীন, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাকে পণ্ডিত বলেন ॥১৯॥

সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ অতএব নিরাশ্রয়ঃ [সন্] কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি ॥২০॥

তিনি কর্ম্ম ও ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দপরিতৃপ্ত ও অবলম্বনিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না ॥২০

[কথং স কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদেব ন করোতি তত্র হেতুমাহ, যতঃ] শারীরং কেবলং (কেবলরূপং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ [পুরুষঃ] নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) যতচিত্তাত্মা, ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ [সন্] কিল্বিষং ন আপ্নোতি; [অপিচ] যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ পশ্যন্) [অতঃ] বিমৎসরঃ (নির্ব্বৈরঃ), সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ (হর্ষবিষাদরহিতঃ) [সন্] [কর্ম্ম] কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে (বন্ধনমাপ্নোতি) ॥২১।২২॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২

[তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও কেন কিছুই করেন না তাহার কারণ বলিতেছেন, যেহেতু] যিনি শরীরের দ্বারা কেবল নামক * কর্ম্ম করেন, তিনি নিষ্কাম যতচিত্তাত্মা ও ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ হইয়া পাপ প্রাপ্ত হন না এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, সর্ব্বত্র ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছু না দেখায় ভেদজ্ঞানশূন্য, অতএব শত্রুতাশূন্য ও সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদহীন হইয়া কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হন না ॥২১ ২২॥

* কেবল নামে কোন কর্ম্ম আছে, উহা সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য। ঐ কর্ম্ম করিলে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। নতুবা "শারীরং কেবলং কর্ম্ম"—বলিলে যদি "কেবলমাত্র দেহযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম বুঝায়, তাহা হইলে পশুপক্ষ্যাদিকেও মুক্তজীব বলা যায়। কারণ, মনুষ্য অপেক্ষা তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে কেবলমাত্র শরীর নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু মুক্তাত্মা ব্যক্তির দেহেতেও আসক্তি নাই, দেহ থাকিবে কি যাইবে তাহার প্রতি লক্ষ্যও নাই। এই 'কেবল' কর্ম্মদ্বারা যে পদলাভ হয় তাহাকে কৈবল্য বলে। এই 'কেবল' কর্ম্মকেই ভগবান্ ১৮শ অধ্যায় ৪৮শ শ্লোকে সহজ কর্ম্ম বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকের টীকা দেখ। স্বরোদয় তন্ত্রেও উক্ত আছে—

"পূরকং রেচকং ত্যক্ত্বা সহজং বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫

গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য) [রাগাদিভিঃ] মুক্তস্য, জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ, যজ্ঞায় (ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং) কর্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং (সবাসনং কর্ম্ম) প্রবিলীয়তে [বন্ধকত্বাভাবাৎ] ॥২৩॥

নিষ্কাম, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত এবং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সমুদায় কর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥২৩॥

অর্পণং (অর্প্যতে অনেন ইতি অর্পণং স্রুবাদি) ব্রহ্ম, হবিঃ (অর্প্যমাণং ঘৃতম্) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তস্মিন্) ব্রহ্মণা [কর্ত্রা] হুতং, তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (ব্রহ্ম এব কর্ম্ম তস্মিন্ সমাধিঃ যস্য তেন) ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ ॥২৪॥

অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম; (সমস্তই ব্রহ্ম যাঁহার এরূপ জ্ঞানহইয়াছে) তিনি সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিদ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন ॥২৪॥

অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে; অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপে অগ্নৌ) যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি ॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

অন্যযোগিগণ দৈবযজ্ঞই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন। কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায়দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ॥২৫॥

অন্যে সংযমাগ্নিষু (ইন্দ্রিয়সংযমরূপেষু অগ্নিষু) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি। অন্যে শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি (বিষয়ভোগসময়েঽপি অনাসক্তাঃ সন্তঃ অগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তি) ॥২৬॥

অন্য যোগীরা ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন (ইন্দ্রিয় সংযমপ্রধান হইয়া অবস্থান করেন)। অন্য কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকলকে নিক্ষেপ করেন, (অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করেন) ॥২৬॥

অপরে জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানেন প্রজ্বলিতে) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মনি সংযমঃ স এব যোগঃ স এব অগ্নিঃ তস্মিন্) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণিচ জুহ্বতি ২৭॥

কেহ কেহ জ্ঞানদ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমুদয় ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং প্রাণকর্ম্ম হোম করেন ॥২৭॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮

[কেচিৎ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ, (দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে) ; [কেচিৎ] তপোযজ্ঞাঃ *, (তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে) ; [কেচিৎ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ সএব যজ্ঞো যেষাং তে) ; তথা অপরে সংশিতব্রতাঃ (সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণী-কৃতং ব্রতং যেষাং তে) যতয়ঃ (প্রযত্নশীলাঃ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ (স্বাধ্যায়েন বেদপাঠেন * যৎ জ্ঞানং স এব যজ্ঞো যেষাং তে) ॥২৮॥

কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ; কেহবা তপোরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ; কেহবা যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী এবং অপর সংশিতব্রত যতিগণ বেদপাঠরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ॥২৮॥

---

* ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্র্হ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ ॥
নবেদঃ বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥
ন হোমং হোমমিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ॥
ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রম্।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩০

অপরে অপানং প্রাণে (পূরকেণ) তথা প্রাণম্ অপানে (রেচকেন) জুহ্বতি (এবং কৃতে কেবলকুম্ভকেন) প্রাণাপানগতী রুদ্ধা (প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (উপরমন্তে ইত্যর্থঃ); অপরে নিয়তাহারাঃ (নিয়তঃ সংযতঃ আহারঃ ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং যেষাং তে) (কেবলকুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ সন্তঃ) প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি (গুরূপদিষ্টং ক্রিয়াবিশেষং ওঙ্কাররূপং কুর্ব্বন্তি) ॥২৯॥

অপর কেহ কেহ (পূরক দ্বারা) অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং (রেচককালে) প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হোম করেন (এইরূপ করিতে করিতে কেবল নামক কুম্ভকের দ্বারা প্রাণাপানের উর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রোধ হওয়ায়) প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ (কেবল নামক কুম্ভকের দ্বারা প্রাণ এবং অপানের উর্দ্ধাধোগতি রহিত হওয়ায় প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া) ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সংযম করিয়া প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন (গুরূপদিষ্ট ওঙ্কাররূপ ক্রিয়া করেন) ॥২৯॥

যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞেন ক্ষয়িতং কল্মষং যেষাং তে

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২

যজ্ঞক্ষয়িতপাপাঃ) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (যজ্ঞাবশিষ্টমমৃতং ভুঞ্জতঃ) এতে সর্ব্বেঽপি যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্তে ইতি, যজ্ঞজ্ঞাঃ ইতি বা) সনাতনং (নিত্যং) ব্রহ্ম যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥৩০॥

যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজনকারী এই সকল যজ্ঞজ্ঞগণ সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন ॥৩০॥

হে কুরুসত্তম, অয়ং লোকঃ (নরলোকঃ) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞরহিতস্য) ন অস্তি ; কুতঃ অন্যঃ [পরলোকঃ] ॥৩১॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই নরলোকও যজ্ঞানুষ্ঠানহীন ব্যক্তির পক্ষে নাই—পরলোক ত নাইই ॥৩১॥

ব্রহ্মণো (ব্রহ্মজ্ঞস্য) মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (সাক্ষাৎ বিহিতাঃ) তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি, এবং জ্ঞাত্বা [জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্] বিমোক্ষ্যসে (সংসারাৎ মুক্তো ভবিষ্যসি) ॥৩২॥

ব্রহ্মজ্ঞের মুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে। সেই সকলকে কর্ম্মজ জানিও ; এইরূপ জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে ॥৩২॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৫

হে পরন্তপ, দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (অনাত্মব্যাপারজন্যাৎ দৈবাদি-যজ্ঞাৎ) জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ ; হে পার্থ সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ আত্মব্যাপার বিহীন দৈবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু হে পার্থ, জ্ঞানেতেই সমুদায় কর্ম্মের সমাপ্তি ॥৩৩॥

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া (গুরুশুশ্রূষয়া চ) তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি (প্রাপ্নুহি) জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ তে (তুভ্যং) জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি ॥৩৪॥

প্রণিপাত জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর । জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ তোমারে উপদেশ দিবেন ॥৩৪॥

হে পাণ্ডব, যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি, যেন (জ্ঞানেন) ভূতানি আত্মনি অথো (অনন্তরং) ময়ি অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি ॥৩৫॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭

হে পাণ্ডব, যে জ্ঞান অবগত হইলে পুনর্ব্বার এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না এবং যদ্দ্বারা ভূতগণকে আত্মাতে ও অনন্তর আমাতে অশেষরূপে দর্শন করিবে ॥৩৫॥

চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (পাপিভ্যঃ) পাপকৃত্তমঃ (অতিশয়েন পাপকারী) অসি [তথাপি] সর্ব্বং বৃজিনং (পাপসমুদ্রং) জ্ঞানপ্লবেন (জ্ঞানপোতেন) এব সন্তরিষ্যসি ॥৩৬॥

যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি সমুদায় পাপসমুদ্র জ্ঞানপোত দ্বারাই সম্যক্ রূপে উত্তীর্ণ হইবে।৩৬

হে অর্জ্জুন, যথা সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ॥৩৭

হে অর্জ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে ॥৩৭॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯

ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নহি বিদ্যতে। তৎ (আত্মজ্ঞানং) কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগেন যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্) আত্মনি স্বয়মেব বিন্দতি (লভতে) [ন তু কর্ম্মযোগং বিনা] ॥৩৮

ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগ্যতা প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আত্মাতে স্বয়ংই লাভ করে [কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত নহে] ॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ (গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ (মোক্ষম্) অধিগচ্ছতি ॥৩৯॥

শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরূপদেশে আস্তিক্য বুদ্ধিশালী, তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন; জ্ঞানলাভ করিয়া অতি শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥৩৯॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১

অজ্ঞঃ (গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ) অশ্রদ্দধানঃ (কথঞ্চিৎ জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানঃ) সংশয়াত্মা (জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেৎ ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ) বিনশ্যতি (স্বার্থাৎ ভ্রশ্যতি) সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, নচ পরঃ (পরলোকঃ), নচ সুখম্ ॥৪০॥

গুরূপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, জ্ঞানে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং সংশয়িত-চিত্ত ব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়; সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই ॥৪০॥

হে ধনঞ্জয়, যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যোগেন আত্মজ্ঞানস্য উপায়-ভূতেন ঈশ্বরে সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তম্) জ্ঞান-সংচ্ছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানেন আত্মবোধেন সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাভিমানলক্ষণো যস্য তম্) আত্মবন্তং (অপ্রমাদিনং) [জনং] কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥৪১॥

হে ধনঞ্জয়, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভের উপায়ভূত যোগদ্বারা কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পিত করিয়াছেন, যিনি আত্মবোধ দ্বারা সংশয়

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২

জ্ঞানযোগঃ।

ছেদ করিয়াছেন, এতাদৃশ আত্মবান্ অর্থাৎ অপ্রমাদী ব্যক্তিকে কর্ম্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে না ॥৪১॥

তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং (হৃদি স্থিতম্) এবং [শোকাদিনিমিত্তং] সংশয়ং জ্ঞানাসিনা (আত্মজ্ঞানখড়্গেন) ছিত্ত্বা যোগম্ (পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগম্) আতিষ্ঠ (আশ্রয়) হে ভারত, উত্তিষ্ঠ ॥৪২॥

অতএব মনের অজ্ঞানোৎপন্ন হৃদয়স্থ এই সংশয়কে আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া পরমাত্মজ্ঞানের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর; হে ভারত উঠ ॥৪২॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ০ঃ—

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১

অর্জ্জুনঃ উবাচ, হে কৃষ্ণ, কর্ম্মণাং সংন্যাসং [কথয়িত্বা] পুনঃ চ যোগং শংসসি (কথয়সি) ; এতয়োঃ (কর্ম্মসংন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ) যৎ মে (মম) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ, কর্ম্মসকলের ত্যাগ উপদেশ করিয়া পুনরায় কর্ম্মযোগ উপদেশ করিতেছ ; এই দুয়ের মধ্যে আমার পক্ষে যেটী শ্রেয়ঃ, নিশ্চয় করিয়া সেই একটী বল ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩

শ্রীভগবান্ উবাচ, সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (মোক্ষপ্রদৌ); তয়োস্তু [মধ্যে] কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ [সকাশাৎ] কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষদায়ক; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কর্ম্মসংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর ॥২॥

যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্যসন্ন্যাসী (কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ; হি (যতঃ) হে মহাবাহো নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যঃ) সুখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ (সংসারাৎ) প্রমুচ্যতে ॥৩॥

যিনি দ্বেষ করেন না আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাহাকে নিত্যসন্ন্যাসী (অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী) জানিও। যেহেতু হে মহাবাহো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি অনায়াসেই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥৩॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫

বালাঃ (অজ্ঞাঃ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাসকর্ম্মযোগৌ) পৃথক্ ইতি প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ। [অনয়োঃ উভয়োঃ] একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ সন্) উভয়োঃ ফলং বিন্দতে (প্রাপ্নোতি) ॥৪॥

অজ্ঞেরাই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে; কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন না। এই দুয়ের একটীও সম্যকরূপে অবলম্বন করিলে দুয়েরই ফল (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৪॥

সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ) যৎ স্থানং (মোক্ষাখ্যং) প্রাপ্যতে, যোগৈঃ (কর্ম্মযোগিভিঃ) অপি তৎ [এব] [জ্ঞানদ্বারেণ] গম্যতে চ; যঃ সাংখ্যং যোগং চ একং পশ্যতি সঃ পশ্যতি (সম্যক্ পশ্যতি) ॥৫।

জ্ঞাননিষ্ঠগণ যে স্থান (মোক্ষ) লাভ করেন কর্ম্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন ॥৫॥

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

হে মহাবাহো অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা) সন্ন্যাসঃ আপ্তুং দুঃখং (দুঃখহেতুঃ,অশক্য ইত্যর্থঃ, চিত্তশুদ্ধ্যভাবে জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ) ; যোগযুক্তস্তু মুনিঃ [সন্ন্যাসী ভূত্বা] ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি, (অপরোক্ষং জানাতি) ॥৬॥

হে মহাবাহো কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যোগযুক্ত মুনি [সন্ন্যাসী হইয়া] অচিরাৎ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানেন॥৬

যোগযুক্তঃ [অতঃ] বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্তঃ) [অতএব] বিজিতাত্মা (বিজিতঃ আত্মা চিত্তং যেন সঃ) [অতএব] জিতেন্দ্রিয়ঃ [ততশ্চ] সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ আত্মভূত আত্মা যস্য সঃ) [লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম] কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে (তৈর্ন বধ্যতে) ॥৭॥

যোগযুক্ত বিশুদ্ধচিত্ত বিজিতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় এবং সকলজীবের আত্মাই যাঁহার আত্মা, এতাদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে বদ্ধ হন না॥৭॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ (পুরুষঃ) পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্) কিঞ্চিদেব [অহং] ন করোমি ইতি মন্যেত (মন্যতে) ॥৮॥৯॥

যুক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি দর্শন শ্রবণ স্পর্শ ঘ্রাণ গমন নিদ্রা শ্বাস কথন ত্যাগ গ্রহণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, এই নিশ্চয় করিয়া, কিছুই আমি করি না এই মনে করেন অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য করিয়াও অনভিমানবশতঃ ব্রহ্মবিৎ কর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥৮॥৯॥

ব্রহ্মণি আধায় (পরমেশ্বরে সমর্প্য) [তৎফলেচ] সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি সঃ পাপেন (বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা) ন লিপ্যতে, অম্ভসা পদ্মপত্রমিব ॥১০॥

পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া এবং ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

কর্ম্ম করেন তিনি পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না; যেমন জলে থাকিলেও পদ্মপত্র জল দ্বারা লিপ্ত হয় না ॥১০॥

[মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি]। কায়েন (স্নানাদিনা) মনসা (ধ্যানাদিনা) বুদ্ধ্যা (তত্ত্বনিশ্চয়াদিনা) কেবলৈঃ (কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিনঃ) সঙ্গং (কর্ম্মফলাসঙ্গং) ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধয়ে) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥১১॥

শরীর দ্বারা মন দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা এবং কর্ম্মাভিনিবেশ রহিত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কর্ম্মযোগিগণ কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥১১॥

[কথং ননু তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিৎ বধ্যতে ইতি ব্যবস্থা, অত আহ]। যুক্তঃ (পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ) কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা [কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্] নৈষ্ঠিকীং (আত্যন্তিকীং) শান্তিম্ আপ্নোতি, অযুক্তঃ (বহির্ম্মুখঃ) কামকারেণ (কামতঃ প্রবৃত্ত্যা) ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে (নিয়তং বন্ধমাপ্নোতি) ॥১২॥

পরমেশ্বরে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করি-

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪

লেও আত্যন্তিকী শান্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। অযুক্ত ব্যক্তি কামনাপ্রবৃত্তিহেতু ফলে আসক্ত হইয়া নিয়ত বন্ধন প্রাপ্ত হয় ॥১২॥

[শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ]। বশী (যতচিত্তঃ) দেহী [বিবেকযুক্তেন] মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য সুখং [যথা স্যাৎ তথা] নবদ্বারে পুরে [পুরবদহংভাবশূন্যে দেহে] নৈব কুর্ব্বন্ ন [এব] কারয়ন্ আস্তে ॥১৩॥

জিতেন্দ্রিয় দেহী বিবেকযুক্ত মন দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া সুখে নবদ্বারবিশিষ্ট পুরবৎ দেহে স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া এবং না করাইয়া বাস করেন ॥১৩।

প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ) লোকস্য কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি, কর্ম্মাণি ন [সৃজতি] তথা কর্ম্মফলসংযোগং ন ; স্বভাবস্তু (জীবস্য স্বভাবঃ অবিদ্যা এব) [কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ] প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥

ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্ম সকলও সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্মফল সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই কিন্তু জীবের স্বভাবই (অবিদ্যাই) কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥১৪॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥ ১৬

বিভুঃ (পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ) কস্যচিৎ পাপং নাদত্তে, সুকৃতং (পুণ্যং) নৈবচ ; অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতম্ ; তেন [হেতুনা] জন্তবঃ (জীবাঃ) মুহ্যন্তি (ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥১৫॥

বিভু কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানকর্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে; এই জন্যই জীবগণ মোহিত হয় অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্য দর্শন করে॥১৫॥

[জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ]। আত্মনঃ (ভগবতঃ) জ্ঞানেন যেষাং তৎ (বৈষম্যোপলম্ভকম্) অজ্ঞানং নাশিতং তৎ জ্ঞানং তেষাং [অজ্ঞানং নাশয়িত্বা] পরং (পরিপূর্ণম্ ঈশ্বরস্বরূপং) আদিত্যবৎ প্রকাশয়তি (যথা আদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তু-জাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ) ॥ ১৬ ॥

আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের সেই বৈষম্য-প্রদর্শক অজ্ঞান নাশিত হয়, আদিত্য যেমন তমোনাশ করিয়া সমুদায় বস্তুজাত প্রকাশিত করেন সেইরূপ সেই জ্ঞান তাঁহাদের অজ্ঞান বিনাশ করিয়া পরিপূর্ণ ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

[এবংভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ]। তদ্বুদ্ধয়ঃ (তস্মিন্ এব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ যেষাং তে), তদাত্মানঃ (তস্মিন্নেব আত্মা প্রযত্নো যেষাং তে), তন্নিষ্ঠাঃ (তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং তে), তৎপরায়ণাঃ (তদেব পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ো যেষাং তে), জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তে) অপুনরাবৃত্তিং (মোক্ষং) গচ্ছন্তি॥ ১৭॥

সেই ঈশ্বরে যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে, সেই ঈশ্বরে যাঁহাদের প্রযত্ন আছে, সেই ঈশ্বরে যাঁহাদের নিষ্ঠা আছে, সেই ঈশ্বরেই যাঁহাদের পরম গতি, এবং জ্ঞান কর্ত্তৃক যাঁহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে এতাদৃশ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেন॥ ১৭॥

[কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ] বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে (চণ্ডালে) গবি হস্তিনি শুনিচ এব পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিনঃ) সমদর্শিনঃ (বিষমেস্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে)॥ ১৮॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে হস্তীতে ও কুকুরে জ্ঞানিগণ সমদর্শী॥ ১৮॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

যেষাং মনঃ সাম্যে (সমত্বে) স্থিতম্, ইহ এব তৈঃ সর্গঃ, (সংসারঃ) জিতঃ (নিরস্তঃ) হি (যতঃ) ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ; তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তাঃ)॥ ১৯॥

যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত, ইহলোকে থাকিয়াই তাঁহারা সংসার জয় করিয়াছেন; যেহেতু ব্রহ্ম (সর্ব্বত্র) সমান ও নির্দ্দোষ অতএব তাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন॥ ১৯॥

[ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ]। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি [এব] স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ (নিশ্চলবুদ্ধিঃ) অসংমূঢ়ঃ (নিবৃত্তমোহঃ) [জনঃ] প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ (ন বিষীদতি)॥ ২০॥

ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি ও মোহহীন ব্যক্তি প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পাইয়াও বিষণ্ণ হন না॥ ২০॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

[মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ]। বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষু) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্তঃ) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ সুখং [তৎ] বিন্দতি (লভতে) ; সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তঃ আত্মা যস্য সঃ) অক্ষয্যং সুখম্ অশ্নুতে ॥ ২১ ॥

বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয় সকলে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে যে শান্তিসুখ, তাহা লাভ করেন ; তিনি ব্রহ্মে সমাধি দ্বারা যুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ২১ ॥

[ননু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ তত্রাহ]। সংস্পর্শজাঃ (সংস্পর্শাঃ বিষয়াঃ তেভ্যঃ জাতাঃ যে ভোগাঃ সুখানি) তে হি দুঃখযোনয়ঃ (দুঃখস্যৈব কারণভূতাঃ) এব, আদ্যন্তবন্তশ্চ (আদিমন্তঃ অন্তবন্তশ্চ) [অতএব] বুধঃ (বিবেকী) তেষু ন রমতে ॥২২॥

বিষয়জনিত যে সকল সুখ, সে সকল নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু এবং আদি ও অন্ত বিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য ; এজন্য বিবেকী ব্যক্তি সে সকলে রত হন না ॥ ২২ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

[কামক্রোধবেগসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ] যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (যাবৎ দেহপাতং) কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্ ইহ (উদ্ভবসময়ে এব) সোঢ়ুং (প্রতিরোদ্ধুং) শক্নোতি স এব যুক্তঃ (সমাহিতঃ) স এব নরঃ সুখী। যদ্বা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভিঃ যুবতীভিঃ ভার্য্যাভিঃ আলিঙ্গ্যমানোঽপি, পুত্রাদিভিঃ দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সোঢ়ুং শক্নোতি স এব যুক্তঃ সুখী চ ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥*

যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন কামক্রোধজাতবেগ তৎক্ষণাৎ প্রতিরোধ করিতে পারেন তিনিই সমাহিত, এবং সেই ব্যক্তিই সুখী। অথবা মৃত্যুর পরে যুবতী ভার্য্যা কর্ত্তৃক আলিঙ্গ্যমান হইয়াও এবং পুত্রাদিকর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়াও যেমন প্রাণহীন ব্যক্তি কামক্রোধবেগ সহ্য করে সেইরূপ জীবিত থাকিয়াও যিনি সহ্য করিতে পারেন তিনিই সমাহিত এবং সুখী॥ ২৩॥

---

* তদুক্তং বশিষ্ঠেন—

প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

[ন কেবলং কামক্রোধবেগসংবরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপিতু] যঃ অন্তঃসুখঃ (অন্তরাত্মনি এব, নতু বিষয়েষু, সুখং যস্য সঃ) অন্তরারামঃ (অন্তরেব, নতু বহিঃ, আরামঃ ক্রীড়া যস্য সঃ) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ, (অন্তরেব, নতু গীতনৃত্যাদিষু, জ্যোতিঃ দৃষ্টিঃ যস্য সঃ), সএব যোগী, ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণি স্থিতঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (লয়ম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৪ ॥

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আমোদ, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগীই, ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥২৪॥

ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষীণপাপাঃ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (ছিন্নসংশয়াঃ) যতাত্মানঃ (সংযতচিত্তাঃ) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ (সম্যগ্ দর্শিনঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে ॥২৫॥

ক্ষীণপাতক, ছিন্নসংশয়, সংযতচিত্ত, কৃপালু এবং সম্যগ্দর্শী ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ॥২৫॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি মু্ঁনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

কামক্রোধবিযুক্তানাং, যতচেতসাং (সংযতচিত্তানাং) বিদিতাত্মনাং (জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং) যতীনাম্ (সন্ন্যাসিনাম্) অভিতঃ (উভয়তঃ ; জীবতাং মৃতানাঞ্চ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষঃ) বর্ত্ততে ॥২৬॥

কামক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসিগণের উভয়ত্র ব্রহ্মনির্ব্বাণ আছে। অর্থাৎ দেহান্তেই যে তাঁহাদের মুক্তিলাভ ঘটে এমন নয় কিন্তু জীবিতাবস্থায়ও তাঁহারা মুক্তপুরুষ ॥২৬॥

বাহ্যান্ স্পর্শান্ (স্পর্শাঃ রূপরসাদয়ো বিষয়াঃ, যেহি চিন্তিতাঃ সন্তঃ অন্তঃ প্রবিশন্তি, তান্) [চিন্তাত্যাগেন] বহিঃ [এব] কৃত্বা, চক্ষুশ্চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব [কৃত্বা] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (প্রাণায়ামেন বায়ুষু স্থিরত্বমাপন্নেষু প্রাণাপানয়ো রূর্দ্ধাধোগতিরাহিত্যাৎ নাসিকাভ্যন্তরে এব সঞ্চরন্তৌ) প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ, মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃ [এবংভূতঃ] মুনিঃ সঃ সদা (জীবন্নপি) মুক্ত এব ॥২৭-২৮॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

কর্ম্মসংন্যাসযোগঃ।

রূপরসাদি বাহ্যবিষয়সকলকে বাহিরেই রাখিয়া (বিষয় সকল চিন্তিত হইলে মনে প্রবেশ করে, চিন্তাত্যাগ দ্বারা সে সকলকে মনে প্রবেশ করিতে না দিয়া) চক্ষুকেও ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া) নাসাভ্যন্তরচারী (প্রাণায়ামদ্বারা বায়ু স্থির হইলে প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত হওয়ায় তাহারা কেবলমাত্র নাসামধ্যেই সঞ্চরণ করে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে ও ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকে এইরূপ) প্রাণাপান বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমকারী, মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছাভয় ও ক্রোধশূন্য যে মুনি, তিনি সদা (জীবিত থাকিয়াও) মুক্ত ॥২৭-২৮॥

যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তম্ ঈশ্বরং) সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ (মোক্ষং) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥২৯॥

আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা বা পালক, সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর এবং সর্ব্বজীবের সুহৃদ বলিয়া জানিয়া তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন ॥২৯॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ০ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

[সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি] শ্রীভগবান্ উবাচ, যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ (অনপেক্ষমাণঃ) কার্য্যং (অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং) কর্ম্ম করোতি সঃ সন্ন্যাসী চ যোগীচ ; ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসাধ্যেষ্টাখ্যকর্ম্মত্যাগী) ন চ অক্রিয়ঃ (অনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মত্যাগী) ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী ; নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য ইষ্টাদি কর্ম্মত্যাগীও নহেন আর অক্রিয় অর্থাৎ অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাদি কর্ম্মত্যাগীও নহেন ॥১॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২
আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

[কর্ম্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং সম্পাদয়ন্নাহ] হে পাণ্ডব, যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ [কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসাৎ] তং যোগং বিদ্ধি; হি (যতঃ) অসংন্যস্তসংকল্পঃ [কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা] কশ্চন (কশ্চিদপি) যোগী ন ভবতি ॥২॥

হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে কেবল ফলসংন্যাস হেতু তাহাকে যোগ বলিয়া জানিও। যেহেতু যিনি ফলকামনা ত্যাগ করেন নাই এরূপ কেহই যোগী নহেন ॥২॥

[কর্ম্মযোগস্যাবধিমাহ] যোগম্ (জ্ঞানযোগম্) আরুরুক্ষোঃ (আরোঢুং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছোঃ) মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে [চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ]; যোগারূঢ়স্য তস্যৈব (জ্ঞাননিষ্ঠস্য) শমঃ (সমাধিঃ) [জ্ঞানপরিপাকে] কারণমুচ্যতে ॥৩॥

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির সম্বন্ধে চিত্তশুদ্ধিকর বলিয়া কর্ম্মই কারণরূপে উক্ত হয়; কিন্তু জ্ঞানযোগে আরূঢ় তাঁহারই সম্বন্ধে সমাধি * জ্ঞানপরিপাকে কারণ বলিয়া উক্ত হয় ॥৩॥

---

* সমাধি বলিলেই সাধারণতঃ লোকের মনে যেন জড়ভাবাপন্ন অবস্থাবিশেষ বুঝায়, কিন্তু তাহা নহে। সমাধি দুই প্রকার;

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪

যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু) কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি) তদা সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী (আসক্তিমূল-ভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পান্ সংন্যসিতুং শীলং যস্য সঃ) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে ॥৪॥

যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং তৎসাধনভূত কর্ম্মে আসক্তি না করেন, সর্ব্বসংকল্পত্যাগী তখন যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন ॥৪॥

জড় ও চৈতন্য। দুইই এক; যেমন জল ও জলের তরঙ্গ। তবে চৈতন্য সমাধির অবস্থায় অনাসক্ত ভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল করিতে পারাযায়,জড় সমাধিতে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। জনকাদি ঋষিগণ চৈতন্যসমাধির দ্বারা অনাসক্তভাবে জীবন্মুক্ত অবস্থায় সাধারণের ন্যায় সকল কার্য্যই করিতেন অথচ সর্ব্ব-দাই আত্মানন্দে থাকিতেন। যোগ সাধন করিলে কিম্ভূত কিমা-কার একটি জড় বিশেষ হইতে হইবে, অথবা উৎকট রোগ হইবে, কিংবা গৃহত্যাগ করিতে হইবে, এ সকল ভ্রান্তলোকের অথবা যাঁহাদের সদ্গুরু লাভ হয়নাই এমন লোকের কথা।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

[রাগাদি স্বভাবং ত্যজেৎ ইত্যাহ] আত্মনা আত্মানং (গুরূপদিষ্টেন মার্গেণ) উদ্ধরেৎ (ঊর্দ্ধং নয়েৎ) ন তু আত্মানম্ অবসাদয়েৎ (অধোনয়েৎ) হি (যতঃ) আত্মাএব আত্মনঃ [গুরূপদেশেন] বন্ধুঃ আত্মাএব [গুরূপদেশং বিনা] আত্মনঃ রিপুঃ ॥৫॥

আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে ; আত্মাকে অধঃপাতিত করিবে না। যেহেতু (গুরূপদেশ দ্বারা) আত্মাই আত্মার উপকারক এবং (গুরূপদেশ বিনা) আত্মাই আত্মার অপকারক ॥৫॥

যেন আত্মনাএব [কার্য্যকারণসংঘাতরূপঃ] আত্মা (মনঃ) জিতঃ (বশীকৃতঃ) আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ ; অনাত্মনস্তু (অজিতাত্মনস্তু) আত্মা এব শত্রুত্বে (অপকারিত্বে) শত্রুবৎ বর্ত্তেত ॥৬॥

যিনি আত্মাদ্বারাই কার্য্যকারণসংঘাতরূপ মনকে বশীকৃত করিয়াছেন,আত্মা (বুদ্ধি) সেই ব্যক্তির আত্মার বন্ধু ; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়ের আত্মাই অপকারকতায় শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥৬॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

জিতাত্মনঃ (জিতেন্দ্রিয়স্য) প্রশান্তস্য (রাগাদিরহিতস্য) পরং (কেবলম্) আত্মা (মনঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ (আত্মনিষ্ঠঃ) [ভবতি] ; অথবা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ ভবতি ॥ ৭ ॥

জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য ব্যক্তিরই কেবল আত্মা (মন) শীতোষ্ণ সুখদুঃখে ও মানাপমানে সমাহিত অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ হয় ; অথবা তাঁহার হৃদয়ে পরমাত্মা সমাহিত হন ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞানম্ ঔপদেশিকম্, বিজ্ঞানম্ অপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ) [অতঃ] কূটস্থঃ (নির্বিকারঃ) [অতএব] বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ) যোগী যুক্তঃ (যোগারূঢ়ঃ) ইতি উচ্যতে ॥৮॥

উপদেশজাত জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষানুভবরূপ বিজ্ঞান দ্বারা আকাঙ্ক্ষাহীনচিত্তবিশিষ্ট, নির্ব্বিকার, বিজিতেন্দ্রিয় অতএব মৃত্তিকা পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিবিশিষ্ট যোগীকে যোগারূঢ় বলে ॥৮॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ স্বভাবেন হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরিঃ ঘাতুকঃ, উদাসীনঃ বিবদমানয়োরুভয়োরপি উপেক্ষকঃ, মধ্যস্থঃ বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধুঃ সংবন্ধী তেষু) সাধুষু (সদাচারেষু) পাপেষু (দুরাচারেষু) চ অপি সমবুদ্ধিঃ (রাগদ্বেষশূন্যবুদ্ধিঃ) বিশিষ্যতে ॥৯॥

সুহৃৎ (স্বভাবতঃ হিতৈষী) মিত্র (স্নেহবশতঃ হিতৈষী) অরি (ঘাতুক) উদাসীন (বিবাদী দুই পক্ষেরই উপেক্ষাকারী) মধ্যস্থ (বিবাদী দুইপক্ষেরই হিতৈষী) দ্বেষ্য (দ্বেষের পাত্র) বন্ধু (সম্বন্ধবিশিষ্ট) সাধু (সদাচার) এবং পাপ (দুরাচার) এ সকলে সমান বুদ্ধি যাঁহার তিনিই বিশিষ্ট হন ॥৯॥

[ইদানীং সাঙ্গং যোগং বিধত্তে] যোগী (যোগারূঢ়ঃ) সততং রহসি (একান্তে) স্থিতঃ [সন্] একাকী (সঙ্গশূন্যঃ) যতচিত্তাত্মা (যতং সংযতং চিত্তম্ আত্মা দেহশ্চ যস্য সঃ) নিরাশীঃ (নিরাকাঙ্ক্ষঃ) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্যঃ) [সন্] আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ) ॥১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

যোগী সর্ব্বদা একান্তে অবস্থিত হইয়া একাকী, সংযতচিত্ত, সংযতদেহ, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, ও পরিগ্রহশূন্য, হইয়া মনকে সমাহিত করিবেন ॥১০॥

[আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ] শুচৌ দেশে (শুদ্ধে স্থানে) আত্মনঃ (স্বস্য) স্থিরং (অচলং) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (ন অত্যুন্নতং) ন অতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং (চৈলং বস্ত্রম্ অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, চৈলাজিনে কুশেভ্যঃ উত্তরে যস্মিন্, কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্য ইত্যর্থঃ) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং (বিক্ষেপরহিতং) কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (যতাঃ সংযতাঃ চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়াঃ যস্য সঃ) আত্মবিশুদ্ধয়ে (আত্মনঃ মনসঃ বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যসেৎ) ॥১১॥১২॥

পবিত্র স্থানে আপনার স্থির, নাত্যুচ্চ, নাতিনীচ কুশের উপর ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম,তদুপরি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে বসিয়া মনকে একাগ্র করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন ॥১১॥১২॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

[চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ] কায়-শিরোগ্রীবং (কায়ঃ দেহমধ্যভাগঃ শিরঃ গ্রীবা চ, মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং) সমং (অবক্রং) অচলং (নিশ্চলং) ধারয়ন, স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্নঃ)[সন্] স্বং (স্বকীয়ং) নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য [ইত-স্ততঃ] দিশশ্চ অনবলোকয়ন্, প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্তঃ) বিগ-তভীঃ (নির্ভীকঃ) ব্রহ্মচারিব্রতে (ব্রহ্মচর্য্যে) স্থিতঃ [সন্] মনঃ সংযম্য (প্রত্যাহৃত্য) মচ্চিত্তঃ (মন্মনাঃ) মৎপরঃ (অহমেব পরঃ পরমার্থো যস্য সঃ) [এবং] যুক্তঃ [ভূত্বা] আসীত (তিষ্ঠেৎ) (গুরূপদিষ্টং সাধনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ) ॥১৩॥১৪॥

দেহের মধ্যভাগ মস্তক ও গ্রীবাদেশকে (অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) সরল ও নিশ্চল ভাবে ধারণ করিয়া স্থির হইয়া স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন করিয়া এবং অন্যদিক অবলোকন না করিয়া প্রশান্তচিত্ত, নির্ভীক ও ব্রহ্ম-চর্য্যে অবস্থিত হইয়া মনকে সংযত করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া যোগারূঢ় ব্যক্তি অবস্থান করিবেন (অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট সাধন করিবেন) ॥১৩॥১৪॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬

[যোগাভ্যাসফলমাহ] এবং (উক্তপ্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (সমাহিতং কুর্ব্বন্) নিয়তমানসঃ (নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য সঃ) যোগী নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং) মৎসংস্থাং (মদ্রূপেণ অবস্থিতাং) শান্তিং (সংসারোপরতিং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৫॥

উক্ত প্রকারে সদা মনকে সমাহিত করিয়া সংযতচিত্ত যোগী নির্ব্বাণপরমা অর্থাৎ যাহাতে নির্ব্বাণ পাওয়া যায় এমন, মৎসংস্থা অর্থাৎ আমার স্বরূপে অবস্থিত শান্তি লাভ করেন ॥১৫॥

[যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য আহারাদিনিয়মমাহ] হে অর্জ্জুন, তু (কিন্তু) অত্যশ্নতঃ (অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য) যোগঃ ন অস্তি, ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ (অভুঞ্জানস্য) ; নচ অতিস্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রাশীলস্য) নচৈব জাগ্রতঃ (অতিজাগ্রতঃ) [যোগঃ অস্তি] ॥১৬॥

কিন্তু হে অর্জ্জুন, অত্যধিক ভোজনকারীর যোগ হয় না, একান্ত অনাহারীরও হয় না, অতি নিদ্রাশীলেরও হয় না, অতি জাগরণ শীলেরও হয় না ॥ ১৬॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮

যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিতাহারবিহারকারিণঃ) কর্ম্মসু (কার্য্যেষু) যুক্তচেষ্টস্য (যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য তস্য) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (নিয়মিতনিদ্রাজাগরণস্য) যোগঃ দুঃখহা (দুঃখনিবর্ত্তকঃ) ভবতি ॥১৭॥

যিনি নিয়মিত আহার বিহার করেন, কর্ম্ম সকলে নিয়মিত রূপ চেষ্টা করেন এবং নিয়মিত রূপ নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাহার যোগ দুঃখ নিবারক হয় ॥১৭॥

[কদা নিষ্পন্নযোগো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ] যদা বিনিয়তং (বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ) চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলং তিষ্ঠতি) তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ [সন্] যুক্তঃ (প্রাপ্তযোগঃ) ইতি উচ্যতে ॥১৮॥

যখন বাহ্য চিন্তা হইতে বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া চিত্ত আত্মাতেই নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে তখন সর্ব্বকামনা হইতে নিস্পৃহ ব্যক্তি যুক্ত অর্থাৎ যোগপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হন ॥১৮॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

যথা নিবাতস্থঃ (বাতশূন্যে দেশে স্থিতঃ) দীপঃ ন ইঙ্গতে (চলতি) আত্মনঃ যোগং (আত্মবিষয়কং যোগং) যুঞ্জতঃ (অভ্যসতঃ) যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা ॥১৯॥

যেমন নির্ব্বাতস্থানে স্থিত প্রদীপ বিচলিত হয় না, আত্মবিষয়ক যোগের অভ্যাসকারী সংযতাত্মা যোগীর অচঞ্চল চিত্তের সেইটী উপমা ॥১৯॥

যত্র (যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসেন) নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে, যত্রচ আত্মনা (শুদ্ধেন মনসা) আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি এব [নতু বিষয়েষু] তুষ্যতি [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ] ॥২০॥

যে অবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত হয় এবং যে অবস্থাবিশেষে শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা পরমাত্মাকে দেখিতে দেখিতে আত্মাতেই পরিতোষ পাওয়া যায় তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিও ॥২০॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২

[আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ] যত্র (যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে) যৎ তৎ (কিমপি) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং) আত্যন্তিকং (নিত্যং) সুখং বেত্তি [যত্র চ] স্থিতঃ [সন্] তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপাৎ) ন চলতি, [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ] ॥২১॥

যে অবস্থাবিশেষে, সেইযে অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধের অতীত নিত্যসুখ বোধ করে এবং যে অবস্থাবিশেষে অবস্থিত থাকিয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত না হয়, তাহাই যোগশব্দ বাচ্য জানিবে ॥২১॥

[অচলত্বমেব উপপাদয়তি] যং (আত্মস্বরূপং) লব্ধ্বা ততঃ অধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে, যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি (শীতোষ্ণনা) ন বিচাল্যতে (ন অভিভূয়তে) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ] ॥২২॥

যাহা পাইয়া, অপর লাভকে তাহার অপেক্ষা অধিক মনে করে না এবং যে অবস্থায় থাকিয়া শীতোষ্ণাদি মহাদুঃখেও অভিভূত হয় না তাহাই যোগশব্দ বাচ্য জানিবে ॥২২॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥২৩

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪

তং (এবম্ভূতম্ অবস্থাবিশেষং) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখ-শব্দেন, দুঃখমিশ্রিতত্বাৎ বৈষয়িকসুখমপি গৃহ্যতে ; দুঃখস্য সংযোগেন স্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্) যোগসংজ্ঞিতং (যোগশব্দ-বাচ্যং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)। [যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি তথাপি] অনির্ব্বিণ্ণচেতসা (নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা) সংকল্পপ্রভবান্ [যোগপ্রতিকূলান্] সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ [সবাসনাম্] ত্যক্ত্বা [বিষয়দোষদর্শিনা] মনসা চ সমন্ততঃ [সর্ব্বতঃ প্রসরন্তং] ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য স যোগঃ [শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন] নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ (অভ্যসনীয়ঃ) ॥২৩॥২৪॥

এবংভূত অবস্থাবিশেষকে বৈষয়িকসুখদুঃখসম্পর্কশূন্য যোগশব্দ বাচ্য জানিবে। (যদিও শীঘ্র সিদ্ধ না হয় তথাপি) নির্ব্বেদ * রহিত চিত্তদ্বারা সঙ্কল্পসম্ভূত যোগের প্রতিকূল বাসনার সহিত কামনা সমুদায়কে নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়-দোষদর্শী মনদ্বারাই সর্ব্বতঃ প্রসারী ইন্দ্রিয়গণকে বিশেষরূপে

---

* দুঃখবুদ্ধিহেতু প্রযত্নের শিথিলতাকে নির্ব্বেদ বলে।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

নিয়মিত করিয়া, শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজনিত নিশ্চয়দ্বারা, সেই যোগ অভ্যাস করিবে ॥২৩।২৪॥

[ধারণয়া মনঃ স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ] ধৃতিগৃহীতয়া (ধারণা-বশীকৃতয়া) বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং (আত্মনি এব সম্যক্ স্থিতং, নিশ্চলং) কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ (অভ্যাসক্রমেণ নতু সহসা) উপরমেৎ ; কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

ধারণাবশীকৃত বুদ্ধি দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে স্থাপন করিয়া অল্পে অল্পে উপরত হইবে (বিরতি অভ্যাস করিবে) ; (উপরত হওয়া এই যে) অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না ॥২৫॥

[এবমপি রজোগুণবশাৎ যদি মনঃ প্রচলেৎ তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ] [স্বভাবতঃ] চঞ্চলং [ধার্য্যমাণমপি] অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি) ততঃ ততঃ এতৎ নিয়ম্য (প্রত্যাহৃত্য) আত্মনি এব বশং নয়েৎ (স্থিরং কুর্য্যাৎ) ॥২৬॥

স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং (ধার্য্যমাণ হইলেও) অস্থির এমন মন

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

যে যে বিষয়ে যায় সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে ফিরাইয়া আত্মাতেই স্থির করিবে ॥২৬॥

[রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ] শান্তরজসং [অতএব] প্রশান্তমনসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তং) এনং যোগিনম্ উত্তমং সুখং (সমাধিসুখং) [স্বয়মেব] উপৈতি হি ॥২৭॥

এই প্রকারে রজোগুণহীন প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত এই যোগীকে উত্তম সুখ অর্থাৎ সমাধি জনিত সুখ আপনিই আশ্রয় করে ॥২৭॥

[ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ] এবম্ (অনেন প্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (বশীকুর্ব্বন্) বিগতকল্মষঃ (বিগতপাপঃ) যোগী সুখেন (অনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ অবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারঃ তদেব) অত্যন্তং (সর্ব্বোত্তমং) সুখম্ অশ্নুতে (জীবন্মুক্তো ভবতি) ॥২৮॥

এইরূপে সদা মনকে বশীভূত করতঃ নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন) ॥২৮॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

[ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি] যোগযুক্তাত্মা (যোগেন সমাহিতচিত্তঃ) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি তথা) [সঃ যোগী] [অবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যম্] আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু অবস্থিতং) সর্ব্বভূতানিচ আত্মনি [অভেদেন] ঈক্ষতে ॥২৯॥

যোগদ্বারা সমাহিতচিত্ত এবং সর্ব্ব বিষয়ে সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাবলোকনকারী সেই যোগী নিরবচ্ছিন্ন আত্মাকেব্রহ্মাদিস্থাবর পর্যান্ত সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অভেদে দর্শন করেন ।।২৯।

[আত্মজ্ঞানস্য সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ] যঃ মাং সর্ব্বত্র (ভূতমাত্রে) পশ্যতি, ময়ি চ সর্ব্বং পশ্যতি, তস্য অহং ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্যো ভবামি) সচ মে ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্যো ভবতি) ॥৩০॥

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে দেখেন এবং আমাতে জীবমাত্রকে দেখেন আমি তাঁহার অদৃশ্য হইনা, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না ।৩০।।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

[নচৈবংভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ] যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাম্ একত্বম্ আস্থিতঃ (অভেদমাশ্রিতঃ) ভজতি সর্ব্বথা অপি (সর্ব্বেষু বিষয়েষপি) বর্ত্তমানঃ স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥

যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে আশ্রয় করিয়া (ভেদজ্ঞানপরিত্যাগপূর্ব্বক) ভজনা করেন, সকল বিষয়ে থাকিয়াও সেই যোগী আমাতে অবস্থান করেন ॥৩১।

[মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ] হে অর্জ্জুন, যঃ সর্ব্বত্র (সর্ব্বেষু ভূতেষু) আত্মৌপম্যেন (আত্মতুলনয়া) সমং পশ্যতি [তথা] সুখং বা যদিবা (অথবা) দুঃখং [সমং পশ্যতি ইতি শেষঃ] সঃ যোগী পরমোমতঃ ॥৩২॥

হে অর্জ্জুন, যিনি আত্মতুলনায় সর্ব্বজীবে সমান দেখেন এবং সুখ দুঃখ সমান দেখেন আমার মতে সেই যোগী শ্রেষ্ঠ ॥৩২॥

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

[উক্তরূপস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানঃ] অর্জ্জুন উবাচ, হে মধুসূদন, ত্বয়া সাম্যেন (মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন) অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ, এতস্য (যোগস্য) স্থিরাং (নিশ্চলাং) স্থিতিং (অবস্থাং) [মনসঃ] চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি ।।৩৩।।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন, তুমি সমতাদ্বারা (অর্থাৎ মনের লয়বিক্ষেপশূন্যতাহেতু কেবল আত্মাকারে অবস্থান দ্বারা) এই যে যোগ কহিলে, মনের চাঞ্চল্য বশতঃ আমি ইহার নিশ্চল অবস্থা (অর্থাৎ ভেদজ্ঞানশূন্যতাহেতু কেবল আত্মাকারে অবস্থানরূপ মনের যে স্থিতি তাহা) বুঝিতে পারিতেছি না ॥৩৩॥

[এতৎ স্ফুটয়তি] হে কৃষ্ণ, হি [নিশ্চিতং] মনঃ চঞ্চলং [স্বভাবেন চপলং] প্রমাথি [দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরং] [কিঞ্চ] বলবৎ [বিচারেণাপি অজেয়ং] [কিঞ্চ] দৃঢ়ং [বিষয়বাসনানুবদ্ধতয়া দুর্ভেদ্যম্] অহং তস্য [মনসঃ] নিগ্রহং [নিরোধং] বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে ॥৩৪॥

হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ক্ষোভকর, অজেয় ও দৃঢ়;

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

আমি তাহার নিরোধ বায়ুর নিরোধের ন্যায় দুষ্কর মনে করিতেছি॥৩৪॥

[মনোনিগ্রহোপায়ং] শ্রীভগবান্ উবাচ, হে মহাবাহো, মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং [চঞ্চলং] চ, [এতৎ] অসংশয়ম্ [এব] ; তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয়, অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥৩৫॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল ইহাতে সংশয় নাই ; কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস দ্বারা এবং বিষয়বিতৃষ্ণা দ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে পারা যায়॥৩৫॥

[এতাবাংস্ত্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ] অসংযতাত্মনা (অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (প্রাপ্তুমশক্যঃ) ইতি মে মতিঃ; বশ্যাত্মনা (বশ্যঃ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন) তু [পুরুষেণ] উপায়তঃ যততা (গুরূপদিষ্টোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা) [যোগঃ] অবাপ্তুং শক্যঃ॥ ৩৬॥

যাঁহার চিত্ত সংযত নহে, এতাদৃশ ব্যক্তির যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার বোধ হয়, কিন্তু সংযতচিত্ত ব্যক্তি গুরূপদিষ্ট উপায় দ্বারা

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮

প্রযত্নশীল হইলে যোগ পাইতে পারেন। [সংযত=অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীকৃত] ।।৩৬।।

[অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্জ্ঞানঃ কিং ফলমাপ্নোতীতি] অর্জ্জুনঃ উবাচ, হে কৃষ্ণ, [প্রথমং] শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ) [যোগে প্রবৃত্তঃ] [ততঃ পরম্] অযতিঃ (সম্যক্ ন যততে কিন্তু শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ) যোগাৎ চলিতমানসঃ (মন্দবৈরাগ্যঃ) যোগসংসিদ্ধিং (যোগফলং জ্ঞানং) অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥৩৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে প্রবৃত্ত হইয়া তৎপরে শিথিলাভ্যাস হওয়ায় যোগ হইতে যাহার মানস বিচলিত হইয়াছে সে ব্যক্তি যোগফল (জ্ঞান) না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হইবে ? ।।৩৭।।

[প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি] হে মহাবাহো, ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে মার্গে) বিমূঢ়ঃ [সন্] অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়ঃ) উভয়বিভ্রষ্টঃ সঃ ছিন্নাভ্রমিব ন নশ্যতি কচ্চিৎ ।।৩৮।।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তু মর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

হে মহাবাহো, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে বিমূঢ় হইয়া নিরাশ্রয় ও উভয়বিভ্রষ্ট * সেই ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয় না কি ? ।।৩৮।।

হে কৃষ্ণ, মে (মম) এতৎ সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুম্ অর্হসি ; ত্বদন্যঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (নিবর্ত্তকঃ) ন উপপদ্যতে ।।৩৯।।

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন কর ; তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের নিবর্ত্তক আর নাই ।।৩৯।।

[অত্রোত্তরং] শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পার্থ, নৈব ইহ [লোকে] তস্য বিনাশঃ (উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যং) নচ অমুত্র (পরলোকে) [তস্য বিনাশঃ নরকপ্রাপ্তিঃ] বিদ্যতে ; হি (যতঃ) হে তাত, কল্যাণকৃৎ (শুভকারী) কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি ॥৪০॥

---

* ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ হেতু এবং কর্ম্মের অননুষ্ঠান হেতু কর্ম্মফল স্বর্গাদি পান না ; এ দিকে যোগভ্রষ্ট হওয়াতে মোক্ষও প্রাপ্ত হন না, অতএব উভয় বিভ্রষ্ট ।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ, ইহলোকে তাঁহার বিনাশ (উভয়ভ্রংশ হেতু পাতিত্য) এবং পরলোকেও তাঁহার বিনাশ (নরকপ্রাপ্তি) হয় না; যে হেতু, হে তাত, শুভকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না॥৪০॥

[তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ] যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিণাং) লোকান্ প্রাপ্য [তত্র] শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহূন্ বৎসরান্) উষিত্বা (বাসসুখমনুভূয়) শুচীনাং (সদাচারাণাং) শ্রীমতাং (ধনিনাং) গেহে অভিজায়তে॥৪১॥

সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারিগণের লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহুবৎসর বাসসুখ অনুভব করিয়া পরে সদাচার ধনিগণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন॥৪১॥

[চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশেতু পক্ষান্তরমাহ] অথবা যোগিনাং (যোগনিষ্ঠানাং) ধীমতাম্ (জ্ঞানিনাম্) এব কুলে ভবতি; ঈদৃশং যৎ জন্ম, লোকে এতৎ হি দুর্ল্লভতরম্॥৪২॥

অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণেরই বংশে জন্মগ্রহণ করেন; ঈদৃশ যে জন্ম, তাহা জগতে নিশ্চয়ই দুর্ল্লভতর॥৪২॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ ৪৪

তত্র (দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি) পৌর্ব্বদেহিকং (পূর্ব্বদেহে ভবং) তং বুদ্ধিসংযোগং (ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং) লভতে। ততশ্চ হে কুরুনন্দন, ভূয়ঃ (অধিকং) সংসিদ্ধৌ (মোক্ষে) যততে (প্রযত্নং করোতি)॥৪৩॥

তিনি সেই দুইপ্রকার জন্মেই পূর্ব্বদেহে জাত সেই ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন; অনন্তর মোক্ষবিষয়ে অধিক প্রযত্ন করিয়া থাকেন॥৪৩॥

[তত্রহেতুঃ] তেনৈব হি পূর্ব্বাভ্যাসেন (পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেন) এব অবশঃ (কুতশ্চিৎ অন্তরায়াৎ অনিচ্ছন্নপি) সঃ হ্রিয়তে (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে); যোগস্য [স্বরূপং] জিজ্ঞাসুরপি (জিজ্ঞাসুরেব, ন তু প্রাপ্তযোগঃ) শব্দব্রহ্ম (বেদং) অতিবর্ত্ততে (বেদোক্তকর্ম্মফলানি অতিক্রামতি, তেভ্যঃ অধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ)॥৪৪॥

তিনি কোন অন্তরায় হেতু অনিচ্ছুক হইলেও সেই পূর্ব্বদেহজাত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া থাকে। যোগের

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬

স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও বেদকে অতিক্রম করিয়া থাকেন অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মফলসকল অপেক্ষাও অধিক ফল পাইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন ॥৪৪॥

তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ যতমানঃ (উত্তরোত্তরমধিকং যোগে যত্নং কুর্ব্বন্) যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (বিধুতপাপঃ) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (অনেকেষু জন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যক্ জ্ঞানী ভূত্বা) ততঃ পরাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং যাতি ॥৪৫॥

কিন্তু প্রযত্নসহকারে উত্তরোত্তর যোগে অধিক যত্নশীল যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সংবর্দ্ধিত যোগ দ্বারা সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া অনন্তর পরমগতি প্রাপ্ত হন (ইহা কি আর বলিতে হইবে ?) ॥৪৫॥

যোগী তপস্বিভ্যঃ (তপোনিষ্ঠেভ্যঃ) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ; জ্ঞানিভ্যঃ (শাস্ত্রবিজ্ঞানবদ্ভ্যঃ) অপি অধিকঃ ; কর্ম্মিভ্যশ্চ (ইষ্টাপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মকারিভ্যঃ) অধিকঃ [মম] মতঃ (অভিমতঃ) ; তস্মাৎ হে অর্জ্জুন, ত্বং যোগী ভব ॥৪৬॥

যোগী তপোনিরতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রবিজ্ঞানবিৎদিগের

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

অভ্যাসযোগঃ।

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইষ্টাপূর্ত্তাদি * কর্ম্ম পরায়ণগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আমার অভিমত ; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও ॥৪৬॥

[যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরাণাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ] শ্রদ্ধাবান্ যঃ মদ্গতেন (ময্যাসক্তেন) অন্তরাত্মনা (মনসা) মাং ভজতে সঃ সর্ব্বেষাং যোগিনামপি যুক্ততমঃ (যোগযুক্তেষু শ্রেষ্ঠঃ) মে মতঃ (অভিমতঃ) ॥৪৭॥

শ্রদ্ধাবান্ যে ব্যক্তি মদ্গতচিত্ত দ্বারায় আমাকে ভজনা করেন তিনি সকল যোগীদিগের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ অতি শ্রেষ্ঠ যোগী এবং আমার অভিমত ॥৪৭॥

ইতি অভ্যাসযোগ।

---

* সাধারণের হিতার্থ যজ্ঞকূপাদি খনন প্রভৃতি কর্ম্ম ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ (অভিনিবিষ্ট-চিত্তঃ) মদাশ্রয়ঃ (অনন্যশরণঃ) [সন্] যোগং যুঞ্জন্ (অভ্যসন্) সমগ্রং (বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং) মাম্ অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ, তুমি আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ও অনন্যশরণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে বিভূতিবল ও ঐশ্বর্য্যাদি-যুক্ত আমাকে নিঃসংশয়ে যেরূপে জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর ॥১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩

অহং তে (তুভ্যং) সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানম্ অনুভবঃ তৎসহিতম্) ইদং [মদ্‌বিষয়ং] জ্ঞানম্ অশেষতঃ (সাকল্যেন) বক্ষ্যামি ; যৎ জ্ঞাত্বা ইহ (জগতি) ভূয়ঃ (পুনঃ) অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে ॥২॥

আমি তোমায় বিজ্ঞান সহিত এই মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান বিশেষরূপে বলিব ; যাহা জানিয়া জগতে আর কিছু জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকে না ॥২॥

[মদ্‌ভক্তিং বিনা তু মজ্‌জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ] মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ [পুণ্যবশাৎ] সিদ্ধয়ে (আত্মজ্ঞানায়) যততি (প্রযততে) ; যততামপি (প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি) [সহস্রেষু কশ্চিৎ প্রাক্তনপুণ্যবশাৎ আত্মানং বেত্তি ; তাদৃশানাং] সিদ্ধানাং (আত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং) [সহস্রেষু কশ্চিৎ] মাং (পরমাত্মানং) তত্ত্বতঃ বেত্তি ॥৩॥

মনুষ্যদিগের অনেক সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃষ্ট পুণ্যবশে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করেন ; প্রযত্নকারিগণের অনেক সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবশে আত্মজ্ঞান লাভ করেন ; তাদৃশ আত্মজ্ঞানসিদ্ধগণের অনেক সহস্রের মধ্যে কেহ বা আমায় পরমাত্মস্বরূপে প্রকৃতপ্রস্তাবে জানিতে পারেন ॥৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫

[পরাপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ] ভূমিঃ (গন্ধতন্মাত্রং) আপঃ (রসতন্মাত্রং) অনলঃ (রূপতন্মাত্রং) বায়ুঃ (স্পর্শতন্মাত্রং) খং (আকাশঃ শব্দতন্মাত্রং) মনঃ (তৎকারণভূতঃ অহঙ্কারঃ) বুদ্ধিঃ (তৎকারণ ভূতং মহত্তত্ত্বং) অহঙ্কারঃ (তৎকারণমবিদ্যা) ইতি এব মে প্রকৃতিঃ (অপরা প্রকৃতিঃ) অষ্টধা ভিন্না (বিভাগং প্রাপ্তা) ॥ ৪ ॥

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট রূপে আমার প্রকৃতি বিভক্তা ॥৪॥

[অষ্টধা যা প্রকৃতিঃ উক্তা] ইয়ং তু অপরা (জড়ত্বাৎ নিকৃষ্টা) ; ইতঃ [সকাশাৎ] পরাম্ (প্রকৃষ্টাং) অন্যাং জীবভূতাং (জীবস্বরূপাং) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি ; হে মহাবাহো, যয়া (চেতনয়া) [স্বকর্ম্মদ্বারেণ] ইদং জগৎ ধার্য্যতে ॥৫॥

হে মহাবাহো, অষ্ট প্রকার যে প্রকৃতির কথা কহিলাম, ইহা কিন্তু অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীবস্বরূপ অর্থাৎ চেতনময়ী আমার প্রকৃতি অবগত হও ; যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে ॥৫॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

[স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্ব মাহ] সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি (এতে দ্বিবিধে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি) ইতি অবধারয় [বুধ্যস্ব] ; অহং কৃৎস্নস্য (সপ্রকৃতিকস্য) জগতঃ প্রভবঃ (পরমকরণং) তথা প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা) ॥৬॥

সমুদায়ভূত এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা জানিও। আমি প্রকৃতিসমেত জগতের পরম কারণ এবং সংহার কর্ত্তা ॥৬॥

[যস্মাৎ এবং তস্মাৎ] হে ধনঞ্জয়, মত্তঃ পরতরং (শ্রেষ্ঠং) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি ; সূত্রে মণিগণা ইব ময়ি ইদং সর্ব্বং [জগৎ] প্রোতং (গ্রথিতম্) ॥৭॥

হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ; সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে ॥৭॥

[জগতঃ স্থিতিহেতুত্বং প্রপঞ্চয়তি] হে কৌন্তেয়, অহং অপ্সু রসঃ, শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে (আকাশে) শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি ॥৮॥

পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

হে কৌন্তেয়, আমি জলে রসস্বরূপ, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভাস্বরূপ, সর্ব্ববেদে ওঁকারস্বরূপ, আকাশে শব্দ স্বরূপ, এবং মনুষ্যসকলে পৌরুষ স্বরূপ অবস্থিত আছি॥৮॥

পৃথিব্যাং চ পুণ্যোগন্ধঃ, বিভাবসৌ (অগ্নৌ) চ তেজঃ অস্মি, সর্ব্বভূতেষু জীবনং, তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি॥৯॥

আমি পৃথিবীতে পবিত্রগন্ধ, অগ্নিতে তেজঃ, সর্ব্বভূতে জীবন, এবং তপস্বিগণে তপঃস্বরূপে আছি। ৯॥

হে পার্থ, মাং সর্ব্বভূতানাং বীজং, সনাতনং (নিত্যং) বিদ্ধি, অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা), তেজস্বিনাং (প্রগল্‌ভানাং) তেজঃ অস্মি॥১০॥

হে পার্থ, আমাকে সর্ব্বভূতের বীজ এবং সনাতন অর্থাৎ নিত্য বলিয়া জানিও; আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজঃ স্বরূপে আছি॥১০॥

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

হে ভরতর্ষভ, অহং বলবতাঞ্চ কামরাগবিবর্জ্জিতং (কামঃ অপ্রাপ্তেষু বস্তুষু অভিলাষঃ (রাজসঃ) ; রাগঃ অভিলষিতে অর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকে অর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকতৃষ্ণাপরপর্য্যায়ঃ (তামসঃ) তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং) বলং [সাত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান-সামর্থ্যং]; ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (স্বদারেষু পুত্রোৎপত্তিমাত্রো-পযোগী) কামঃ অস্মি ॥১১॥

আমি বলবান্‌দিগের কামরাগ বিবর্জ্জিত * বল অর্থাৎ সাত্বিক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সামর্থ্য ; এবং প্রাণিসকলে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রীতে পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী বলরূপে অবস্থিত আছি ॥১১॥

---

* কাম=অপ্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষ [রাজসিক] ; রাগ= অভিলষিত অর্থ প্রাপ্ত হইলেও আরো অধিক বিষয়ে চিত্তরঞ্জনা-ত্মক তৃষ্ণা [তামসিক] এই উভয় রহিত ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩

যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ (শমদমাদয়ঃ) রাজসাঃ (হর্ষদর্পাদয়ঃ) তামসাঃ (শোকমোহাদয়ঃ) [প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাৎ জায়ন্তে [তান্ সর্ব্বান মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি ; [তথাপি] তেষু অহং ন [বর্ত্তে] (জীববৎ তদধীনোহং ন ভবামি) তে তু [মদধীনাঃ সন্তঃ] ময়ি [বর্ত্তন্তে] ॥১২॥

যে সকল সাত্ত্বিক ভাব অর্থাৎ শমদমাদি, রাজসিক ভাব অর্থাৎ হর্ষদর্পাদি এবং তামসিকভাব অর্থাৎ শোকমোহাদি প্রাণিগণের কর্ম্মবশে জন্মে, সে সকলকে আমা হইতে উৎপন্ন জানিও ; তথাপি আমি সে সকলে থাকি না অর্থাৎ জীববৎ সে সকলের অধীন নহি ; কিন্তু সে সকল (আমার অধীন হইয়া) আমাতে আছে ॥১২॥

[এবংভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমতি ন জানাতীত্যত আহ] এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ (কামলোভাদিগুণবিকারৈঃ) ভাবৈঃ (স্বভাবৈঃ) মোহিতম্ ইদং সর্ব্বং জগৎ এভ্যঃ (ভাবেভ্যঃ) পরং (এতেষাংনিয়ন্তারং) অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) মাং ন অভিজানাতি ॥১৩॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫

এই ত্রিবিধগুণময় (অর্থাৎ গুণবিকার কামলোভাদি) ভাব-সকল কর্ত্তৃক মোহিত এই সমুদায় জগৎ, এই সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ইহাদের নিয়ন্তা এবং নির্ব্বিকার আমায় স্বরূপতঃ জানিতে পারে না॥১৩॥

[কে তর্হি ত্বাং জানন্তীত্যত আহ] এষা গুণময়ী (সত্ত্বাদি-গুণবিকারাত্মিকা) দৈবী (অলৌকিকী) মম মায়া (শক্তিঃ) হি (নিশ্চিতং) দুরত্যয়া (দুস্তরা); যে মামেব প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) তে এতাং মায়াং তরন্তি [অতঃ মাং জানন্তি]॥১৪॥

এই সত্ত্বাদিগুণবিকারময়ী, অলৌকিকী আমার মায়া অর্থাৎ শক্তি নিশ্চয়ই দুস্তরা; যাঁহারা আমারেই ভজনা করেন তাঁহারা এই সুদুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ আমারে স্বরূপতঃ জানিতেপারেন॥১৪॥

[কিমিতি তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব ন ভজন্তি তত্রাহ] দুষ্কৃতিনঃ (পাপশীলাঃ) মূঢ়াঃ (বিবেকশূন্যাঃ) নরাধমাঃ মায়য়া অপহৃত-জ্ঞানাঃ আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে॥১৫॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

পাপশীল বিবেকহীন নরাধমগণ মায়া দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া আসুরিক স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমারে ভজনা করে না॥ ১৫॥

হে ভরতর্ষভ, অর্জ্জুন, আর্ত্তঃ (রোগাদ্যভিভূতঃ) জিজ্ঞাসুঃ (আত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ) অর্থার্থী (অত্র পরত্রচ ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ) জ্ঞানী (আত্মবিৎ) চ [ইতি] চতুর্ব্বিধাঃ (পূর্ব্বজন্মসু কৃতপুণ্যাঃ) জনাঃ মাং ভজন্তে॥১৬॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, রোগাদিতে অভিভূত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, ইহলোক ও পরলোকে ভোগ সাধনভূত অর্থ প্রাপ্তির ইচ্ছু এবং আত্মজ্ঞানশালী এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করে॥১৬॥

তেষাং [মধ্যে] নিত্যযুক্তঃ (সদা মন্নিষ্ঠঃ) একভক্তিঃ (একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ) জ্ঞানী বিশিষ্যতে (বিশিষ্টোভবতি); অহং হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ সচ মম প্রিয়ঃ॥১৭॥

তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্রআমাতে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয়॥১৭॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥১৯

[তর্হি কিমিতরে ত্রয় ত্বদ্ভক্তাঃ সংসরন্তি ? নহি নহি ইত্যাহ] এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ (মহান্তঃ, মোক্ষভাজঃ এব ইত্যর্থঃ) জ্ঞানীতু আত্মা এব [ইতি] মে মতম্ (নিশ্চয়ঃ) ; হি (যস্মাৎ) যুক্তাত্মা (মদেকচিত্তঃ) সঃ অনুত্তমাং (সর্ব্বোৎকৃষ্টাং) গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্) ॥১৮॥

ইঁহারা সকলেই মহান্ অর্থাৎ মোক্ষভাগী ; কিন্তু জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ এই আমার মত, যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনাং [কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন] অন্তে [জন্মনি] জ্ঞানবান্ [সন্] সর্ব্বম্ (ইদং চরাচরম্) বাসুদেবঃ ইতি [সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা] মাং প্রপদ্যতে ; স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

অনেক জন্মের পরে (কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া পুণ্যের উপচয় দ্বারা শেষ জন্মে) জ্ঞানবান্ হইয়া, এই চরাচর বিশ্বই বাসুদেব এই প্রকার আত্মদৃষ্টিতে আমাকে উপাসনা করেন ; তেমন মহাত্মা সুদুর্লভ ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃশ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১

[যে তু কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তী-ত্যাহ] তৈঃ তৈঃ (পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ) কামৈঃ হৃত-জ্ঞানাঃ (অপহৃতবিবেকাঃ) [সন্তঃ] [তত্তদ্দৈবতারাধনে যো যো নিয়মঃ উপবাসাদিলক্ষণঃ] তং তং নিয়মম্ আস্থায় (স্বীকৃত্য) স্বয়া (স্বকীয়য়া) প্রকৃত্যা (পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া) নিয়তাঃ [সন্তঃ] অন্যদেবতাঃ (ক্ষুদ্রদেবতাঃ ভূতপ্রেতযক্ষাদয়ঃ) প্রপদ্যন্তে ॥২০॥

(পুত্রকীর্ত্তি শত্রুজয়াদি বিষয়ক) সেই সেই সেই কামনায় হৃত-জ্ঞান ব্যক্তিরা, সেই সেই দেবতার আরাধনে (উপবাসাদি যে যে নিয়ম আছে) সেই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া স্বকীয় প্রকৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যাস বাসনায় নিয়মিত হইয়া অন্য দেবতা অর্থাৎ ভূত প্রেত যক্ষাদি ক্ষুদ্র দেবতা সকল ভজনা করিয়া থাকে ॥২০॥

যো যো ভক্তঃ যাং যাং তনুং (দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং) শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি (প্রবর্ত্ততে) অহং তস্য তস্য [তৎতন্মূর্ত্তি-বিষয়াং] তাম্ এব অচলাং (দৃঢ়াং) শ্রদ্ধাং বিদধামি ॥২১॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

যে যে ভক্ত দেবতারূপ মদীয় যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ক তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি ॥ ২১ ॥

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [সন্] তস্য (তনোঃ) আরাধনম্ ঈহতে (করোতি) ততশ্চ (দেবতাবিশেষাৎ) [তত্তদ্দেবতান্তর্যামিনা] ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ (সংকল্পিতান্) হি (নিশ্চিতং) লভতে ॥ ২২ ॥

সেই ভক্ত সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার (মূর্ত্তির) আরাধনা করে ; এবং সেই সেই দেবতার অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমা-কর্ত্তৃক বিহিত সেই সকল কামনা সেই সেই দেবতা বিশেষ হইতে লাভ করে ॥ ২২ ॥

[তথাপি সাক্ষাৎ মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ] তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং (পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং) তেষাং তৎফলং অন্তবৎ (বিনাশি) ; দেবযজঃ [অন্তবতঃ] দেবান্ যান্তি, মদ্ভক্তাঃ [অনাদ্যন্তং পরমানন্দং] মাং যান্তি ॥ ২৩ ॥

কিন্তু ক্ষুদ্রদৃষ্টি তাহাদিগের সেই ফল বিনাশশীল ; দেবযা-

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫

জীরা অন্তবিশিষ্ট দেবগণকে প্রাপ্ত হয়; আমার ভক্তগণ অনাদ্যন্ত পরমানন্দস্বরূপ আমাকে পান ॥ ২৩ ॥

[ননুচ সমানে প্রয়াসে মহতিচ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি তত্রাহ] অবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধয়ঃ) মম অব্যয়ম্ (নিত্যম্) অনুত্তমং (সর্ব্বোত্তমং) পরং ভাবম্ (স্বরূপম্) অজানন্তঃ অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীতং) মাং ব্যক্তিম্ (মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবম্) আপন্নং (প্রাপ্তং) মন্যন্তে ॥ ২৪ ॥

অল্পবুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য, সর্ব্বোত্তম, পরমস্বরূপ না জানিয়া মায়াতীত আমাকে ব্যক্তি (মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদি ভাব) প্রাপ্ত মনে করে ॥ ২৪ ॥

[তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ] অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগঃ যুক্তিঃ মদীয়ঃ কোঽপি অচিন্ত্যপ্রজ্ঞাবিলাসঃ সএব মায়া অঘটনঘটনাচাতুর্য্যং তয়া সমাবৃতঃ সংচ্ছন্নঃ) সর্ব্বস্য [সম্বন্ধে] প্রকাশঃ ন [ভবামি] ; মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি ॥ ২৫ ॥

আমি যোগমায়ায় সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

নহি ; আমার স্বরূপজ্ঞানে মূঢ় এই লোক জন্মরহিত ও নিত্য-স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

[অন্যেষামজ্ঞান মেবাহ] হে অর্জ্জুন, অহঞ্চ সমতীতানি (বিনষ্টানি) বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণিচ ভূতানি (অর্থাৎ ত্রিকাল-বর্ত্তীনি সর্ব্বাণি স্থাবরজঙ্গমানি) বেদ (জানামি) ; মাং তু ন কোঽপি বেদ (জানাতি) ॥ ২৬ ॥

হে অর্জ্জুন, আমি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল-বর্ত্তী ভূত সকলকে জানি; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না। ॥ ২৬ ॥

[তস্যৈব অজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ] হে পরন্তপ ভারত, সর্গে (স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (তদনুকূলে ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষঃ তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতঃ তেন) দ্বন্দ্ব-মোহেন (শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তঃ মোহঃ বিবেকভ্রংশঃ তেন) সর্ব্বভূতানি সংমোহং যান্তি (অহমেব সুখী দুঃখী বেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২৭ ॥

হে পরন্তপ ভারত, স্থূলদেহের উৎপত্তি হইলে ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে জাত দ্বন্দ্ব মোহ হেতু (শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বজনিত

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯

বিবেকভ্রংশ হেতু) সমুদায় জীব সংমোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদিরূপ গাঢ় অভিনিবেশযুক্ত হয়॥ ২৭॥

যেষাং তু পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং পাপম্ অন্তগতং (নষ্টং) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন নির্ম্মুক্তাঃ) দৃঢ়ব্রতাঃ (একান্তিনঃ সন্তঃ) তে মাং ভজন্তে॥ ২৮॥

কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্ম্মকারী জনগণের পাপ নষ্ট হইয়াছে দ্বন্দ্বজনিত মোহ (বিবেকভ্রংশ) হইতে মুক্ত তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমারে ভজনা করেন॥ ২৮॥

জরামরণমোক্ষায় (জরামরণয়োঃ নিরাসার্থং) [সদ্‌গুরূপদেশেন] মাম্ আশ্রিত্য যে যতন্তি, তে তৎ (পরং) ব্রহ্ম, কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ অখিলং (সরহস্যং) কর্ম্ম চ বিদুঃ (জানন্তি)॥ ২৯॥

জরামরণের নাশজন্য (সদ্‌গুরুর উপদেশে) আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা প্রযত্ন করেন (সাধনা করেন) তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে, সমস্ত অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মাকে এবং সরহস্য সমুদায় কর্ম্মকে জানেন॥ ২৯॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ।

[নচ এবংভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ] যে চ মাং সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালেঽপি মাং বিদুঃ ॥ ৩০ ॥

যাঁহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত জানেন, আমাতে আসক্তচিত্ত সেই সকল ব্যক্তি মৃত্যু কালেও আমাকে জানিতে পারেন ॥ ৩০ ॥

ইতি সপ্তম অধ্যায় ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

—:০:—

অর্জ্জুন উবাচ ।

কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্ত মধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

অর্জ্জুনঃ উবাচ । হে পুরুষোত্তম, তৎ ব্রহ্ম কিম্? অধ্যাত্মং কিম্? কর্ম্ম কিম্? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্? কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে? অত্র দেহে (সর্ব্বাত্মকঃ যো যজ্ঞো বর্ত্ততে তস্মিন্) কঃ অধিযজ্ঞঃ (অধিষ্ঠাতা প্রয়োজকঃ ফলদাতা চ)? কথং (কেন রূপেণ) [অসৌ] অস্মিন্ দেহে [স্থিতঃ, যজ্ঞমধিতিষ্ঠতি]? হে মধুসূদন, প্রয়াণকালেচ (অন্তকালেচ) নিয়তাত্মভিঃ (নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ) কথং জ্ঞেয়ঃ অসি? ১ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন। হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? আর কাহাকেই বা

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩

অধিদৈব বলে? এই দেহে সর্ব্বকর্ম্মাত্মক যে যজ্ঞ আছে তাহাতে অধিযজ্ঞ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা প্রয়োজক ও ফলদাতা কে? কিরূপে তিনি এই দেহে অবস্থিত থাকিয়া যজ্ঞে অধিষ্ঠান করেন? হে মধুসূদন, অন্তকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের কি উপায়ে তুমি জ্ঞেয় হও? ॥ ১ ॥ ২ ॥

[প্রশ্নক্রমেণ উত্তরং] শ্রীভগবান্ উবাচ। পরমম্ [যৎ] অক্ষরং (জগতাং মূলকারণং) [তৎ] ব্রহ্ম, স্বভাবঃ (স্বস্যৈব ব্রহ্মণঃ এব অংশতো জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ, স এব আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য ভোক্তৃত্বে বর্ত্তমানঃ) অধ্যাত্মম্ উচ্যতে ; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইত্যুক্তক্রমেণ বৃদ্ধিঃ তৌ করোতি যঃ সঃ) বিসর্গঃ (দেবোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ) ॥ ৩ ॥

প্রশ্ন ক্রমে উত্তর। শ্রীভগবান্ কহিলেন, পরম যে অক্ষর (যাহার ক্ষয় নাই অর্থাৎ জগতের মূল কারণ) তিনিই ব্রহ্ম ; স্বভাব (স্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম—তাঁহারই অংশ হইতে জীবভাব ; আত্মা দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তৃত্বে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া]

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৪

অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়; ভূতভাবোদ্ভবকর (জরায়ুজাদি ভূত সকলের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি এবং উদ্ভব (ক্রমশঃ বৃদ্ধি) এই উভয়কারী) বিসর্গ (অর্থাৎ দেবোদ্দেশে ত্যাগরূপ যজ্ঞ) কর্ম্ম-শব্দবাচ্য (ভূত সকলের উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বৃদ্ধিকর দ্রব্যত্যাগ-রূপ যজ্ঞাদিকে কর্ম্ম বলা যায় ॥৩॥

হে দেহভৃতাংবর, ক্ষরঃ (বিনশ্বরঃ) ভাবঃ (দেহাদিপদার্থঃ) [ভূতং প্রাণিমাত্রম্ অধিকৃত্যভবতি অতঃ] অধিভূতম্ [উচ্যতে]; পুরুষঃ (বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূতসর্ব্বদেবানামধি-পতিঃ) অধিদৈবতম্ [উচ্যতে]; অত্র দেহে [অন্তর্যামিতয়া অবস্থিতঃ] অহমেব অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্ম-প্রবর্ত্তকঃ তৎফলদাতাচ) ॥৪॥

হে দেহিশ্রেষ্ঠ, বিনশ্বর দেহাদিপদার্থ প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থান করে এজন্য তাহা অধিভূত; পুরুষ অর্থাৎ সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিরাট পুরুষ বলিয়া অধিদৈবত; এবং এই দেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং ফলদাতা বলিয়া অধিযজ্ঞ ॥৪॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতিনাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬

[অন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলং চ দর্শয়তি] অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা (ত্যক্ত্বা) যঃ প্রযাতি সঃ মদ্ভাবং (মদ্রূপতাং) যাতি, অত্র সংশয়ঃ নাস্তি ॥৫॥

অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥৫॥

যং যম্ অপি বা [দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা] ভাবম্ অন্তে (অন্তকালে) স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি, হে কৌন্তেয়, সদা তদ্‌ভাব-ভাবিতঃ (তস্য ভাবো ভাবনা, তেন ভাবিতঃ বাসিতচিত্তঃ) তং তম্ এব (স্মর্য্যমাণং ভাবং) এতি প্রাপ্নোতি ॥৬॥

যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহ ত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে (ভাবনায়) চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই ভাবই পায় ॥৬॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কা৷জষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর (অনুচিন্তয়) যুধ্য চ (যুধ্যস্বচ) (স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠ); ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (অর্পিতং সংকল্পাত্মকং মনঃ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিশ্চ যেন সঃ) [ত্বং] অসংশয়ং মামেব এষ্যসি ॥৭॥

অতএব সর্ব্বদা আমারে স্মরণ * কর এবং যুদ্ধকর (স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর); আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহ আমাকেই পাইবে ॥৭॥

[সততস্মরণস্য অভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ] হে পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, সএব যোগঃ উপায়ঃ তেন যুক্তেন একাগ্রেণ) নান্যগামিনা চেতসা দিব্যং (দ্যোতনাত্মকং) পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ [তমেব] যাতি ॥৮॥

হে পার্থ, অভ্যাসরূপ উপায়দ্বারা একাগ্র এবং অনন্যগামী চিত্তদ্বারা প্রভাময় পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৮॥

---

* স্মরণ কি করিয়া করিতে হয় তাহা ভগবান্ পরবর্ত্তী ৯,১০ শ্লোকে বলিতেছেন।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

[পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি] কবিং (সর্ব্বজ্ঞং) পুরাণম্ (অনাদিসিদ্ধম্) অনুশাসিতারম্ (নিয়ন্তারম্) অণোঃ (সূক্ষ্মাৎঅপি) অনীয়াংসং (অতিসূক্ষ্মং) সর্ব্বস্য ধাতারম্ (পোষকম্) অচিন্ত্যরূপম্ (মনোগসয়োঃ মনোবুদ্ধ্যাঃ অগোচরম্) আদিত্যবর্ণং (আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকস্বরূপং) তমসঃ (প্রকৃতেঃ) পরস্তাৎ [বর্ত্তমানং] [পুরুষং] প্রয়াণকালে (অন্তকালে) ভক্ত্যাযুক্তঃ অচলেন মনসা যোগবলেন (গুরূপদিষ্টেন উপায়েন) সম্যক্ (সুষুম্নামার্গেণ) এব ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য যঃ অনুস্মরেৎ সঃ তং দিব্যং পুরুষম্ (পরমাত্মস্বরূপম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥৯॥১০॥

কবি (সর্ব্বজ্ঞ) পুরাণ (অনাদি) অনুশাসিতা (নিয়ন্তা)

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১

সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের পালনকর্ত্তা, মলিনমনোবুদ্ধির অগোচর, প্রকৃতির পর বর্ত্তমান, সূর্য্যসম ভাস্বর এতাদৃশ পুরুষকে অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে যোগবলের দ্বারা সুষুম্নাপথে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আবেশিত করিয়া * যিনি ধ্যান করেন তিনি সেই দিব্য পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন॥৯॥১০॥

বেদবিদঃ (বেদান্তজ্ঞাঃ) যৎ অক্ষরং বদন্তি, বীতরাগাঃ যতয়ঃ (প্রযত্নবন্তঃ,) যৎ বিশন্তি, যৎ [জ্ঞাতুম্] ইচ্ছন্তঃ [গুরুকুলে] ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে (তুভ্যং) পদং (প্রাপ্যং) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) প্রবক্ষ্যে॥১১॥

বেদান্তজ্ঞগণ যাঁহাকে অক্ষয় বলেন, অনুরাগবিহীন যতিগণ

---

* এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে স্মরণ শব্দে সাধারণতঃ যে অর্থ বুঝায় সেরূপ স্মরণে কিছু হয় না। প্রকৃত স্মরণ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় আবশ্যক। তিনি যে উপায় দর্শাইয়া দেন তদ্দ্বারাই স্মরণ হয় নতুবা যিনি অচিন্ত্যরূপ অর্থাৎ মনোবুদ্ধির অগোচর তাঁহাকে স্মরণ করা চঞ্চল মনের সাধ্য নহে।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে সেই প্রাপ্য বস্তু সংক্ষেপে বলিতেছি ॥১১॥

[প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং যৎ গুরুবক্ত্রগম্যং তৎ সাঙ্গমাহ] সর্ব্বদ্বারাণি (সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়দ্বারাণি) সংযম্য (প্রত্যাহৃত্য ; ইন্দ্রিয়াদিভিঃ বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্) মনঃ হৃদি নিরুধ্য (বাহ্যবিষয়স্মরণমপি অকুর্ব্বন্) মূর্দ্ধ্নি (ভ্রুবোর্মধ্যে) প্রাণম্ আধায় আত্মনঃ যোগধারণাং (স্থৈর্য্যম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্ সন্) ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (উচ্চারয়ন্) মাম্ অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ [অর্চ্চিরাদিমার্গেণ] প্রযাতি সঃ পরমাং গতিং (মদ্‌গতিং) যাতি। ইদন্তু সদ্‌গুরূপদেশেন জ্ঞেয়ম্ ॥১২॥১৩॥

সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার প্রত্যাহরণ করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় স্মরণও না করিয়া এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করিয়া, আত্মার স্থৈর্য্যে অবস্থিত থাকিয়া ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫

ত্যাগ করিয়া যিনি জ্যোতিষাদি পথে যান তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন * ॥১২॥১৩॥

অনন্যচেতাঃ [সন্] যঃ মাং নিত্যশঃ (প্রতিদিনং) সততং (নিরন্তরং) স্মরতি, হে পার্থ, নিত্যযুক্তস্য (সমাহিতস্য) তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ ॥১৪॥

অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি আমায় প্রতিদিন সর্ব্বদা স্মরণ করেন, হে পার্থ, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি সুলভ ॥১৪॥

মহাত্মানঃ (উক্তলক্ষণাঃ মদ্‌ভক্তাঃ) মাম্ উপেত্য (প্রাপ্য) পুনঃ দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং (অনিত্যং) চ জন্ম [অথবা পুনর্জ্জন্মনো দুঃখানাঞ্চ আলয়ং স্থানম্] ন আপ্নুবন্তি [যতঃ তে] পরমাং সংসিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥১৫॥

মহাত্মাগণ আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয় স্বরূপ অনিত্য জন্ম পান না। [অথবা পুনর্জ্জন্ম এবং দুঃখ সকলের স্থান

---

* এই শ্লোকদ্বয়ে ভগবান্ যে প্রক্রিয়ার বিষয় বলিলেন তাহা সদ্‌গুরূপদেশ ব্যতীত জানা যায় না।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭

এই অনিত্য সংসার প্রাপ্ত হন না] যে হেতু তাঁহারা পরমা সিদ্ধি অর্থাৎ যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন॥১৫॥

হে অর্জ্জুন, [ব্রহ্মণো ভুবনং ব্রহ্মলোকঃ তম্ অভিব্যাপ্য] আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ) তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয়, মাম্ উপেত্য [বর্ত্তমানানাং] পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ॥১৬॥

হে অর্জ্জুন,ব্রহ্মলোক হইতেও সকল লোক পুনরায় আবর্ত্তন-শীল হয়, অর্থাৎ পুনরায় ভূলোকে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইয়া লোকের পুনর্জন্ম হয় না ॥১৬॥

সহস্রযুগপর্য্যান্তং (সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তঃ অবসানং যস্য তৎ) ব্রহ্মণো যৎ অহঃ [তৎ যে বিদুঃ ; তথা] যুগসহস্রান্তাং (যুগসহস্রম্ অন্তো যস্যাঃ তাম্) রাত্রিঞ্চ [যোগবলেন] (যে) বিদুঃ তে (সর্ব্বজ্ঞাঃ) জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ। [যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভি-প্রেতম্] ॥১৭॥

সহস্রযুগ পর্যান্ত ব্রহ্মার যে একটী দিন তাহা যাঁহারা জানেন এবং সহস্রযুগান্তা যে রাত্রি তাহাও যোগবলে যাঁহারা জানেন,

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই বাস্তবিক অহোরাত্রবেত্তা। [এখানে যুগ-শব্দে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ বুঝিতে হইবে] ॥১৭

অহরাগমে (ব্রহ্মণো দিনস্য উপক্রমে) অব্যক্তাৎ (কারণরূপাৎ) সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (চরাচরাণি ভূতানি) প্রভবন্তি (প্রাদুর্ভবন্তি); রাত্র্যাগমে তত্র (তস্মিন্নেব) অব্যক্তসংজ্ঞকে (কারণরূপে) এব প্রলীয়ন্তে (প্রলয়ং যান্তি) ॥১৮॥

ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদায় ব্যক্ত (চরাচর প্রাণিগণ) প্রাদুর্ভূত হয়, এবং ব্রহ্মার রাত্রির উপক্রমে সেই অব্যক্তস্বরূপ কারণ রূপেই প্রলীন হয় ॥১৮॥

হে পার্থ, অয়ং [যঃ প্রাগাসীৎ] স এব ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে; [প্রলীয় প্রলীয় পুনরপি] অহরাগমে অবশঃ (কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্) প্রভবতি ॥ ১৯ ॥

হে পার্থ, যে সমুদায় ভূত পূর্ব্বে ছিল, এই সেই চরাচর ভূত সকল বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রি সমাগমে প্রলীন হয় এবং পুনরায় দিবসাগমে স্বস্ব কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১

তস্মাৎ (চরাচরকারণভূতাৎ) তু অব্যক্তাৎ পরঃ (তস্যাপি কারণভূতঃ) অন্যঃ অব্যক্তঃ (চক্ষুরাদ্যগোচরঃ) সনাতনঃ (অনাদিঃ) যঃ ভাবঃ [অস্তি] সঃ [কার্য্যকারণলক্ষণেষু] সর্ব্বভূতেষু নশ্যৎসু [অপি] ন বিনশ্যতি॥ ২০।

কিন্তু সেই চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ তাহারও কারণভূত) অতীন্দ্রিয় অনাদি যে একটী ভাব আছে তাহা সমুদায় ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না।।২০॥

[যঃ] অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ) [ভাবঃ] অক্ষরঃ (প্রবেশনাশ-শূন্যঃ) ইতি উক্তঃ [শ্রুতিষু ইতি শেষঃ]; তং পরমাং গতিম্ (গম্যং পুরুষার্থম্) আহুঃ; যং প্রাপ্য [পুনঃ] ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম (স্বরূপঃ) [অহমেব পরমা গতিঃ ইত্যর্থঃ।।২১।।

যে অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়ভাব অক্ষর বলিয়া (বেদে) উক্ত হইয়াছে, তাহাকে পরমা গতি অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ বলে; যাহাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয় তাহা আমারই পরম ধাম (স্বরূপ) অর্থাৎ আমিই পরমা গতি॥২১॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

হে পার্থ, ভূতানি যস্য (কারণভূতস্য) অন্তঃস্থানি (মধ্যে স্থিতানি) যেন (কারণভূতেন) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ততং (ব্যাপ্তং) সঃ পরঃ পুরুষঃ [অহং] তু অনন্যয়া ভক্ত্যা (একান্তভক্ত্যা) লভ্যঃ [নান্যথা] ॥২২॥

হে পার্থ, কারণভূত যাহাতে ভূতগণ অবস্থিত রহিয়াছে এবং কারণভূত যাহা কর্ত্তৃক এই সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য। (অন্য কিছুতেই প্রাপ্য নহি) ॥২২॥

হে ভরতর্ষভ, যত্র (যস্মিন্) কালে (কালাভিমানিনীভিঃ দেবতাভিঃ উপলক্ষিতে মার্গে) প্রযাতাঃ যোগিনঃ [যথাক্রমং] অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ এব যান্তি তং কালং (কালাভিমানিনীভিঃ দেবতাভিঃ উপলক্ষিতং মার্গং) বক্ষ্যামি ॥২৩॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে যে কালে অর্থাৎ কালরূপ পথে (মরণান্তে) প্রযাত হইয়া যোগিগণ অপুনরাবৃত্তি (মোক্ষ) এবং পুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনরাগমন) প্রাপ্ত হন সেই কাল অর্থাৎ কালরূপ পথ কহিতেছি ॥২৩॥ [পরিশিষ্ট দেখ]

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

অগ্নির্জ্যোতিঃ (শ্রুত্যুক্তা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা) ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসাঃ ইতি উত্তরায়ণাভি-মানিনী দেবতা) [এতাসাং দেবতানাং যোমার্গঃ] তত্র প্রযাতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি॥২৪॥

অগ্নি এবং জ্যোতিঃ (তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্ল (শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) উত্তরায়ণরূপ ষণ্মাস (উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ঐ ঐ দেবতা গণের উপলক্ষিত যে মার্গ (পথ) তাহাতে (মৃত্যুর পর) গমনশীল ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মকে পান॥২৪॥ [পরিশিষ্ট দেখ]

ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়নরূপাঃ ষণ্মাসাঃ ইতি দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা) [এতাভিঃ উপলক্ষিতো যোমার্গঃ] তত্র [প্রযাতঃ] যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং) প্রাপ্য [তত্র কর্ম্মফলং ভুক্ত্বা] নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্ততে)॥২৫॥

কর্ম্মযোগিগণ, (মরণান্তে) ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তোভবার্জ্জুন ॥ ২৭

ষণ্মাস ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমীপে উত্তরোত্তর উপগত হইয়া ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, এবং ভোগাবসানে তথা হইতে সংসারে পুনরায় আগমন করেন ॥২৫॥ [পরিশিষ্ট দেখ]

জগতঃ শুক্লকৃষ্ণে (শুক্লা অর্চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ তমোময়ত্বাৎ) এতে গতী (মার্গৌ) শাশ্বতে (অনাদী) মতে (সংজ্ঞিতে) [সংসারস্য অনাদিত্বাৎ] ; [তয়োঃ] একয়া (শুক্লয়া) অনাবৃত্তিং (মোক্ষং) যাতি ; অন্যয়া (কৃষ্ণয়া) পুনঃ আবর্ত্ততে ॥২৬॥

"প্রকাশময় বলিয়া অর্চ্চিরাদি শুক্লা গতি এবং তমোময় বলিয়া ধূমাদি কৃষ্ণা গতি" জগতের এই দুই মার্গ অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ আছে : এই দুয়ের মধ্যে একটী দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অপরটী দ্বারা পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় ॥২৬॥ [পরিশিষ্ট দেখ]

হে পার্থ, এতে সৃতী (মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ মার্গৌ) জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি (সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদি ফলং ন কাময়তে) তস্মাৎ হে অর্জ্জুন, সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব ॥২৭॥

হে পার্থ, মোক্ষ ও সংসার প্রাপক এই দুইটী মার্গ জ্ঞাত হইলে কোন যোগী মোহ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ সুখবুদ্ধিবশতঃ স্বর্গাদি ফল কামনা করেননা অতএব অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও ॥২৭॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ।

[অধ্যয়নাদিভিঃ] বেদেষু, [অনুষ্ঠানাদিভিঃ] যজ্ঞেষু, [কায়-শোষণাদিভিঃ] তপঃসু, [সৎপাত্রে অর্পণাদিভিঃ] দানেষু এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ (উপদিষ্টম্) ; ইদং (ময়া উক্তং তত্ত্বং) বিদিত্বা যোগী তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি (ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি) আদ্যং (জগন্মূলভূতং) পরং (উৎকৃষ্টং) স্থানং (বিষ্ণোঃ পদং) উপৈতি চ (প্রাপ্নোতি চ) ॥২৮॥

(অধ্যয়নাদি দ্বারা) বেদ সকলে, (অনুষ্ঠানাদি দ্বারা) যজ্ঞ সকলে, (কায়শোষণাদিদ্বারা) তপস্যা সকলে, (সৎপাত্রে অর্পণাদি দ্বারা) দানে যে পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, আমার কথিত এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী সে সমুদায় অতিক্রম করিয়া থাকেন অর্থাৎ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন এবং জগতের মূলভূত উৎকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন ॥২৮॥

ইতি অষ্টম অধ্যায়।

নবমোঽধ্যায়ঃ

—ঃ০ঃ—

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

শ্রীভগবান্ উবাচ, ইদং গুহ্যতমং তু বিজ্ঞানসহিতং (প্রকৃষ্টং) জ্ঞানং (ঈশ্বরবিষয়ম্) অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিরহিতায়) তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে (মুক্তোভবিষ্যসি) ॥১॥

শ্রীভগবান কহিলেন, এই পরম গুহ্য প্রকৃষ্ট জ্ঞান (ঈশ্বর বিষয়) দোষদৃষ্টিবিহীন তোমারে কহিতেছি, যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥১॥

ইদং (জ্ঞানং) রাজগুহ্যং (গুহ্যানাং রাজা) রাজবিদ্যা (বিদ্যানাং রাজা [বিদ্যাসু গোপ্যেষু চ অতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ] উত্তমং পবিত্রং (অত্যন্তপাবনং) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টঃ অবগমঃ বোধঃ

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসার বর্ত্মনি ॥ ৩

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

যস্য, দৃষ্টফলমিত্যর্থঃ) ধর্ম্ম্যং কর্ত্তুং সুসুখম্ (সুখেন কর্ত্তুং শক্যম্) অব্যয়ঞ্চ ॥২॥

এই ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান অতি গুহ্য এবং বিদ্যা সকলের শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র, প্রত্যক্ষ জ্ঞানপ্রদ, ধর্ম্মসম্মত, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ফলপ্রদ ॥২॥

হে পরন্তপ, অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে) নিবর্ত্তন্তে ॥৩॥

হে পরন্তপ, এই ধর্ম্মের অশ্রদ্ধাকারী পুরুষেরা আমারে না পাইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসার-পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥৩॥

অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অতীন্দ্রিয়স্বরূপেণ) ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততম্ (ব্যাপ্তম্) ; সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) অহং চ [অসঙ্গত্বাৎ] তেষু ন অবস্থিতঃ ॥৪॥

অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছি ; চরাচর ভূত সমুদায় কারণভূত আমাতে অবস্থিত, আমি নির্লিপ্ত বলিয়া সে সকলে অবস্থিত নহি ॥৪॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭

নচ ভূতানি মৎস্থানি [মম অসঙ্গত্বাৎ] মে (মম) ঐশ্বরং যোগং পশ্য ; মম আত্মা ভূতভৃৎ (ভূতধারকঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ) চ [তথাপি] ন ভূতস্থঃ ॥৫॥

আমি নির্লিপ্ত, এজন্য ভূতসকলও আমাতে অবস্থিত নহে ; আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ ; আমি ভূতধারক ও ভূতপালক, তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি ॥৫॥

বায়ুঃ সর্ব্বত্রগঃ [অপি] মহান্ [অপি] যথা নিত্যম্ আকাশ-স্থিতঃ [আকাশেন সংশ্লিষ্যতে] তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) ইতি উপধারয় (জানীহি) ॥৬॥

সর্ব্বব্যাপী এবং মহান্ বায়ু যেরূপ অসংশ্লিষ্ট ভাবে আকাশে অবস্থিত, সমুদায় ভূতও সেইরূপ ভাবে আমাতে অবস্থিত ; ইহা জানিও ॥৬॥

হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব্বাণি ভূতানি

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯

মামিকাং (মদীয়াং) প্রকৃতিং যান্তি, (মায়ায়াং লীয়ন্তে) পুনঃ কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) তানি বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি) ॥৭॥

হে কৌন্তেয়, প্রলয়কালে সমুদায় ভূত মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় (মদীয় মায়াতে লয় প্রাপ্ত হয়) ; এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি ॥৭॥

স্বাং (স্বাধীনাং) প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য (অধিষ্ঠায়) প্রকৃতেঃ বশাৎ (প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ততত্তৎস্বভাববশাৎ) ইমং কৃৎস্নম্ অবশং (কর্ম্মাদিপরবশং) ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি ॥৮॥

আমি স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ায় অধিষ্ঠান করিয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম নিমিত্ত স্বভাববশে কর্ম্মাদিপরবশ এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥৮॥

হে ধনঞ্জয়, তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ উদাসীনবৎ আসীনং (বর্ত্তমানং) চ মাং তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥৯॥

হে ধনঞ্জয়, সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত আমাকে সেই সকল কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না ॥৯॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

অধ্যক্ষেণ (অধিষ্ঠাত্রা) ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং [বিশ্বং] সূয়তে (জনয়তি); হে কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃপুনর্জায়তে) ॥১০॥

অধিষ্ঠাতা আমাকর্ত্তৃক প্রকৃতি চরাচরসহিত বিশ্ব প্রসব করে, হে কৌন্তেয়, এই হেতু জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয় ॥১০॥

মোহিনীং (বুদ্ধিভ্রংশকরীং) রাক্ষসীং (তামসীং) আসুরীং (রাজসীং) চ প্রকৃতিমেব শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) সন্তঃ মোঘাশাঃ মোঘকর্ম্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ) ভূতমহেশ্বরং মম পরং ভাবম্ (তত্ত্বম্) অজানন্তঃ মূঢ়াঃ (মূর্খাঃ) মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি (অবমন্যন্তে) ॥১১॥১২॥

বুদ্ধিভ্রংশকরী তামসী রাজসী প্রকৃতি অবলম্বনকারী বিফলাশাবিশিষ্ট, বিফলকর্ম্মা ও বৃথাজ্ঞানবিশিষ্ট বিক্ষিপ্তচিত্ত মূর্খগণ সর্ব্বভূতমহেশ্বর আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥১১।১২॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ তু অনন্যমনসঃ [সন্তঃ] ভূতাদিম (জগৎকারণম) অব্যয়ং (নিত্যং) জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥১৩॥

হে পার্থ, দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মাগণ অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে জগৎকারণ ও নিত্যস্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন ॥১৩॥

[কেচিৎ] সততং [স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ] কীর্ত্তয়ন্তঃ মাম্ [উপাসতে] ; [কেচিৎ] দৃঢ়ব্রতাঃ [সন্তঃ] যতন্তশ্চ (প্রযত্নং কুর্ব্বন্তশ্চ) [উপাসতে] [কেচিৎ] ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ (প্রণমন্তশ্চ) [উপাসতে], [অন্যে] নিত্যযুক্তাঃ (অনবরতমবহিতাঃ) মাম্ উপাসতে ॥১৪॥

কেহ কেহ সর্ব্বদা স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্ত্তন করিয়া, কেহ কেহ দৃঢ় নিয়মস্থ হইয়া প্রযত্ন করিয়া, কেহ কেহ ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া, কেহ কেহ বা সর্ব্বদা অবহিত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥১৪॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬

অন্যেঽপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) উপাসতে [তত্রাপি] কেচিৎ একত্বেন (অভেদভাবনয়া) [কেচিৎ] পৃথক্ত্বেন (দাসোঽহমিতি), [কেচিৎ তু] বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বাত্মকং) মাং বহুধা (ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণ) উপাসতে ॥১৫॥

অন্য কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া আমাকে উপাসনা করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভেদ ভাবনায়, কেহ কেহ 'আমি দাস' এই ভাবে, কেহ কেহ বা সর্ব্বাত্মক আমাকে ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে উপাসনা করেন ॥১৫॥

অহং ক্রতুঃ (শ্রৌতঃ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞঃ), অহং যজ্ঞঃ (স্মার্ত্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ),অহং স্বধা (পিত্রর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ), অহম্ ঔষধম্ (ওষধিপ্রভবম্ অন্নম্), অহং মন্ত্রঃ, অহম্ আজ্যম্ (হোমাদিসাধনম্) অহম্ অগ্নিঃ (আহবনীয়াদিঃ), অহং হুতম্ (হোমঃ) ॥১৬

আমিই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমিই স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞ, আমিই পিত্রর্থ শ্রাদ্ধাদি, আমিই ওষধিজাত অন্ন, আমিই মন্ত্র, আমিই হোমাদিসাধন ঘৃত, আমিই অগ্নি এবং আমিই হোম ॥১৬॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ॥ ১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯

অহম্ অস্য জগতঃ পিতা মাতা ধাতা পিতামহঃ বেদ্যং (জ্ঞেয়ং) পবিত্রম্ (শোধকম্) ওঙ্কারঃ ঋক্‌সামযজুঃ এব চ ॥১৭॥

আমি এই জগতের পিতা মাতা ধাতা (কর্ম্মফলবিধাতা) এবং পিতামহ; আমি জ্ঞাতব্য, পবিত্র, ওঁকার, ঋক্ সাম এবং যজুঃ ॥১৭॥

গতিঃ, ভর্ত্তা, প্রভুঃ (নিয়ন্তা), সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাসঃ (ভোগস্থানং), শরণং (রক্ষকঃ), সুহৃৎ (হিতকর্ত্তা), প্রভবঃ (স্রষ্টা) প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা), স্থানম্ (আধারঃ), নিধানং (লয়স্থানং), বীজম্ (কারণম্) অব্যয়ং (অবিনাশি) ॥১৮॥

আমি এই জগতের গতি, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান, এবং বীজ অর্থাৎ কারণ ও অবিনাশী ॥১৮॥

হে অর্জ্জুন, অহং [আদিত্যরূপেণ] তপামি, অহং বর্ষম্ উৎসৃজামি, নিগৃহ্ণামি চ, অহম্ এব অমৃতং (জীবনং), মৃত্যুঃ (নাশঃ) চ, সৎ (স্থূলং দৃশ্যম্) অসৎ (সূক্ষ্মম্ অদৃশ্যঞ্চ) ॥১৯॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

হে অর্জ্জুন, আমিই সূর্য্যরূপে তাপ দিয়া থাকি, আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং বৃষ্টি আকর্ষণ করি, আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু ; আমিই স্থূল এবং আমিই সূক্ষ্ম ॥১৯॥

ত্রৈবিদ্যাঃ (বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরাঃ) যজ্ঞৈঃ মাম্ ইষ্ট্বা (সংপূজ্য) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি তথোক্তাঃ) পূতপাপাঃ (শোধিতপাপাঃ সন্তঃ) স্বর্গতিং (স্বর্গং প্রতিগতিং) প্রার্থয়ন্তে ; তে পুণ্যং (পুণ্যফলরূপং) সুরেন্দ্রলোকং (স্বর্গং) আসাদ্য (প্রাপ্য) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তমান্) দেবভোগান্ অশ্নন্তি (ভুঞ্জতে) ॥ ২০ ॥

বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞসকলদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যফলরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগসকল ভোগ করেন ॥২০॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২

তে তং বিশালং (বিপুলং) স্বর্গ লোকং (তৎসুখং) ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে [সতি] মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি [পুনরপি] এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ (বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মম্) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুগতাঃ) কামকামাঃ (ভোগান্ কাময়মানাঃ) গতাগতং লভন্তে ॥ ২১ ॥

তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন; এবং পুনরায় বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কামনাপরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন ॥২১॥

অনন্যাঃ (নাস্তি অন্যৎ কাম্যং যেষাং তে) মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে (সেবন্তে) অহং নিত্যাভিযুক্তানাং (সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং) তেষাং যোগক্ষেমং (যোগঃ সমাধেরনুষ্ঠানং, ক্ষেমং তৎপালনং মোক্ষং বা) বহামি ॥২২॥

অন্যকামনাহীন হইয়া আমাকে চিন্তা করতঃ যাঁহারা উপা-

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪

সনা করেন, আমি সর্ব্বপ্রকারে মৎপরায়ণ তাঁহাদের যোগক্ষেম (সমাধির অনুষ্ঠান এবং তৎসংরক্ষণ বা মোক্ষ) বহন করি।।২২।।

হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্তাঃ) ভক্তাঃ [সন্তঃ] যে অন্যদেবতাঃ অপি যজন্তে, তে অপি মামেব যজন্তি [কিন্তু] অবিধিপূর্ব্বকম্ (মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা) ।।২৩।।

হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধাযুক্ত ও ভক্ত হইয়া যাঁহারা অন্য দেবতাও ভজনা করেন তাঁহারাও আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপক বিধি বিনা) ভজনা করেন।।২৩।।

হি (যতঃ) সর্ব্বযজ্ঞানাং অহমেব ভোক্তা প্রভুঃ চ (স্বামী ফলদাতা অপি) ; তে তু মাং তত্ত্বেন (যথাবৎ) ন অভিজানন্তি ; অতঃ চ্যবন্তি (পুনরাবর্ত্তন্তে) ।।২৪।।

যেহেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ স্বামী এবং ফলদাতা ; কিন্তু তাঁহারা আমারে যথার্থরূপে জানেন না এই জন্যই পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥২৪॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

দেবব্রতাঃ (যজ্ঞপরায়ণাঃ) দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াপরায়ণাঃ) পিতৃন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ (ভূতেষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে বিনায়কাদিপূজাপরায়ণাঃ) ভূতানি যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ অপি মাং (অক্ষয়ং পরমানন্দরূপং) যান্তি ॥২৫॥

দেবার্চ্চনাকারিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনাকারিগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, বিনায়কাদি ভূতপূজাকারিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন, আর আমার অর্চ্চনাকারিগণ অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥২৫॥

যঃ মে (মহ্যং) ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, অহং প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্ত্যা তেন সমর্পিতং) তৎ অশ্নামি (প্রীত্যা গৃহ্ণামি) ॥২৬॥

যিনি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তি পূর্ব্বক প্রদত্ত পত্রপুষ্পাদি গ্রহণ করি ॥২৬॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥২৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯

হে কৌন্তেয়, যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মদর্পণং (ময়ি অর্পণং) কুরুষ্ব ॥২৭॥

হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে ॥২৭॥

এবং [কুর্ব্বন্] কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মনিমিত্তশুভাশুভফলৈঃ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি); বিমুক্তঃ [সন্] সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং স এব যোগঃ তেন যুক্তঃ আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতঃ) [ত্বং] মাম্ উপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

এইরূপ করিলে কর্ম্ম নিমিত্ত শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে; পরে সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা অর্থাৎ আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ রূপ যোগে যুক্তচিত্ত হইয়া তুমি আমাকে পাইবে॥ ২৮ ॥

অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ [অতঃ] মে (মম) দ্বেষ্যঃ প্রিয়শ্চ নাস্তি ; যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে ময়ি [বর্ত্তন্তে] অহমপি চ তেষু [বর্ত্তে] ॥২৯॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১

আমি সর্ব্বভূতেই সমান, অতএব আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই; কিন্তু আমাকে যাহারা ভক্তিসহকারে ভজনা করেন তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি ॥২৯॥

সুদুরাচারঃ অপি চেৎ (যদ্যপি) অনন্যভাক্ (অপৃথক্‌ত্বেন পৃথক্ দেবতাপি বাসুদেব এব ইতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিম্ অকুর্ব্বন্) মাং ভজতে [তর্হি] সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ; হি (যতঃ) সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ (শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্) ॥৩০॥

যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভজনশীল (অর্থাৎ অন্য দেবতাও বাসুদেব এই মনে করিয়া যিনি দেবতান্তরে ভক্তি করেন না এতাদৃশ) হইয়া আমাকে ভজন করেন তবে তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য; যেহেতু তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন ॥৩০

[সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্] ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ধর্ম্মাত্মা ভবতি; [ততশ্চ] শশ্বচ্ছান্তিং (শাশ্বতীমুপশান্তিং, পরমেশ্বরনিষ্ঠাং) নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি); হে কৌন্তেয়, [পরমেশ্বরস্য] মে ভক্তঃ [সুদুরাচারোঽপি] ন প্রণশ্যতি ইতি প্রতিজানীহি (নিঃশঙ্কং প্রতিজ্ঞাং কুরু) ॥৩১॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩

অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমারে ভজনা করিলে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হন, নিত্য শান্তি (ঈশ্বরনিষ্ঠা) প্রাপ্ত হন; হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত প্রণষ্ট হয় না ইহা তুমি নিঃশঙ্ক ভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার ॥৩১॥

হে পার্থ, যে অপি পাপযোনয়ঃ (নিকৃষ্টজন্মানঃ অন্ত্যজাদয়ঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য (সংসেব্য) হি (নিশ্চিতং) পরাং গতিং যান্তি ॥৩২॥

হে পার্থ, যাঁহারা পাপবংশসম্ভূত অথবা স্ত্রীলোক বৈশ্য কিংবা শূদ্র তাঁহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই পরম গতি প্রাপ্ত হন ॥৩২॥

পুণ্যাঃ (সুকৃতিনঃ) ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ [পরাং গতিং যান্তি ইতি] কিং পুনঃ ? [অতঃ ত্বং] অনিত্যম্ (অধ্রুবম্) অসুখম্ (সুখরহিতম্) ইমং লোকং (মর্ত্ত্যলোকং) প্রাপ্য, মাং ভজস্ব ॥৩৩॥

সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করিবেন ইহাতে আর কথা কি ? অতএব তুমি অনিত্য এবং

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগঃ।

অসুখকর এই মর্ত্ত্যলোক পাইয়া (সংসারে আসিয়া) আমারে ভজনা কর ॥৩৩॥

মন্মনাঃ (ময়ি এব মনো যস্য সঃ) মদ্‌ভক্তঃ (মৎসেবকঃ) মদ্‌যাজী (মৎপূজনশীলঃ) ভব ; মাং নমস্কুরু ; এবং (এভিঃ প্রকারৈঃ) মৎপরায়ণঃ [সন্] আত্মানং (মনঃ) [ময়ি] যুক্ত্বা (সমাধায়) মাম্ এব এষ্যসি ॥৩৪॥

তুমি মদ্‌গতচিত্ত, মদ্‌ভক্ত এবং আমার উপাসক হও ; আমাকেই নমস্কার কর ; মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপে মনকে আমাতে সমাহিত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥৩৪॥

ইতি নবম অধ্যায়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ০ঃ—

শ্রী ভগবান্ উবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে মহাবাহো, ভূয়ঃ এব মে পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠং) বচঃ শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় (প্রীতিং প্রাপ্নুবতে) তে (তুভ্যং) অহং হিতকাম্যয়া (হিতেচ্ছয়া) বক্ষ্যামি ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো, পুনর্ব্বার আমার পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর, যাহা প্রীতিমান্ তোমারে আমি হিতার্থ কহিতেছি ॥১॥

সুরগণাঃ মে প্রভবং ন বিদুঃ (জানন্তি) মহর্ষয়শ্চ ন ; হি (যতঃ) অহং দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ আদিঃ ॥২॥

দেবগণ আমার উৎপত্তি (আবির্ভাব) অবগত নহেন, মহর্ষি-

যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪

গণও অবগত নহেন; যেহেতু আমি দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্ব্বতোভাবে আদি ॥২॥

যঃ মাম্ অনাদিম্ অজং লোকমহেশ্বরঞ্চ বেত্তি সঃ মর্ত্ত্যেষু (মানুষেষু) অসংমূঢ়ঃ (সংমোহরহিতঃ) [সন্] সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

যিনি আমারে অনাদি, জন্মরহিত ও লোকসকলের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মনুষ্যলোকে মোহরহিত হইয়া সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হন ॥৩॥

বুদ্ধিঃ (সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং), জ্ঞানম্ (আত্মবিষয়ম্), অসংমোহঃ (ব্যাকুলতাভাবঃ), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), সত্যং (যথার্থভাষণং), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ) শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ), সুখং, দুঃখং, ভবঃ (উদ্ভবঃ), অভাবঃ (নাশঃ), ভয়ং চ অভয়ম্ এব চ, অহিংসা (পরপীড়ানিবৃত্তিঃ), সমতা (রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং), তুষ্টিঃ (দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ), তপঃ, দানং (ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ সৎপাত্রে অর্পণং), যশঃ (সৎকীর্ত্তিঃ), অযশঃ (দুষ্কীর্ত্তিঃ), ভূতানাং [এতে] পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব (মৎসকাশাদেব) ভবন্তি ॥৪॥৫॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ—প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা হইতেই জন্মে। (বুদ্ধি প্রভৃতির অর্থ টীকায় দেখ) ॥৪॥৫॥

সপ্ত মহর্ষয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়ঃ), [এতেভ্যঃ অপি] পূর্ব্বে [অন্যে] চত্বারঃ [মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ], তথা মনবঃ (স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ চতুর্দ্দশ) [এতে] মদ্‌ভাবাঃ (মদীয়োভাবঃ প্রভাবো যেষু তে) মানসাঃ জাতাঃ (হিরণ্যগর্ভাত্মনো মম সংকল্পমাত্রাৎ জাতাঃ) ; লোকে [বর্দ্ধমানাঃ] ইমাঃ (ব্রাহ্মণাদ্যাঃ) যেষাং প্রজাঃ (সন্ততয়ঃ) ॥৬॥

ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি, তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দজন মনু—ইহাঁরা সকলে আমার প্রভাববিশিষ্ট এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সংকল্প মাত্র হইতে জাত ; জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই সমুদায় ব্রাহ্মণাদি যাঁহাদের সন্তানসন্ততি ॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯

যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ (ঐশ্বর্য্যলক্ষণং) তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন (নিঃসংশয়েন) যোগেন (সম্যগ্দর্শনেন) যুজ্যতে (যুক্তোভবতি) অত্র ন সংশয়ঃ ॥৭॥

যিনি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমার এই বিভূতি এবং যোগ (ঐশ্বর্য্যলক্ষণ) জানেন, তিনি নিঃসন্দেহ যোগে যুক্ত হন ইহাতে সংশয় নাই ॥৭॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ; ইতি মত্বা বুধাঃ (বিবেকিনঃ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্তাঃ) [সন্তঃ] মাং ভজন্তে ॥৮॥

আমি সমুদায় জগতের উৎপত্তিহেতু এবং আমা হইতেই সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, এই মনে করিয়া বিবেকিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমারে ভজনা করেন ॥৮॥

মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ, নিত্যং কথয়ন্তশ্চ, তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০

তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১

যাঁহাদের চিত্ত কেবল আমাতেই রত, এবং যাঁহাদের * প্রাণ কেবল আমাতেই অর্পিত, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া এবং সদা আমার কথা কীর্ত্তন করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হন এবং নিবৃ´তি পান ॥৯॥

সততযুক্তানাং (সদৈব মষ্যর্পিতচিত্তানাং, মদেকচিত্তানাংবা) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিরূপম্ উপায়ং) দদামি যেন তে মাম্ উপযান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥১০॥

সদা আমাতে অর্পিতচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী তাঁহাদিগকে আমি এতাদৃশ বুদ্ধিযোগ (বুদ্ধিরূপ উপায়) প্রদান করি যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।।১০।

তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তৌ

---

* কিরূপে ভগবানকে প্রাণ অর্পণ করিতে হয় তাহা জানিতে হইলে সদ্গুরুর আবশ্যক। ভাগ্যবলে ও পূর্ব্ব সুকৃতি বলে যাঁহারা সদ্গুরুকৃপায় ভগবানকে ঐরূপে প্রাণ সমর্পণ করিতে জানিয়াছেন, তাঁহাদের ১০ ১১ শ্লোকের লিখিত অবস্থা ক্রমশঃ আপনা হইতেই হইয়া থাকে।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্য মাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদ স্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩

স্থিতঃ) [সন্] ভাস্বতা (প্রভাবশালিনা) জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি ॥১১॥

তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আমি তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁহা-দের অজ্ঞানজাত অন্ধকার নাশ করি ॥১১॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ, ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম (আশ্রয়ঃ), পরমং পবিত্রং চ ; সর্ব্বে ঋষয়ঃ, দেবর্ষিঃ নারদঃ, তথা অসিতঃ, দেবলঃ, ব্যাসশ্চ ত্বাং শাশ্বতং (নিত্যং) পুরুষং দিব্যং (স্বপ্রকাশং), আদিদেবম্ (দেবানামাদিভূতম্), অজং (জন্মরহিতং) বিভুং (ব্যাপকং) চ আহুঃ ; স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি ॥ ১২॥১৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন, তুমি পরব্রহ্ম, পরমাশ্রয় এবং পরম পবিত্র ; ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪

তোমাকে নিত্য পুরুষ, স্বপ্রকাশ, আদিদেব (দেবগণেরও কারণ স্বরূপ), জন্মরহিত ও সর্ব্বব্যাপক কহিয়া থাকেন ; তুমি স্বয়ংও আমাকে এইরূপ কহিতেছ ॥১২॥১৩॥

হে কেশব, যৎ মাং বদসি এতৎ সর্ব্বম্ ঋতং (সত্যং) মন্যে; হি (যতঃ) হে ভগবন্ দেবাঃ তে ব্যক্তিং (আবির্ভাবং) ন বিদুঃ, দানবাশ্চ ন ॥ ১৪ ॥

হে কেশব তুমি আমারে যাহা বলিলে সে সকল আমি সত্য মনে করি ; * যেহেতু হে ভগবন্, দেবগণ তোমার আবির্ভাব (আবির্ভাব কারণ) জানেন না দানবগণও জানেন না ॥ ১৪ ॥

---

* সদ্গুরুকৃপায় জ্ঞানোদয় হইতে আরম্ভ হইলে ভগবদ্-বাক্যের যাথার্থ্য স্বয়ংই অনুভব করিতে পারা যায়, তখন আর কোন প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা থাকে না ; যেহেতু ভগবান গীতায় যে সকল অবস্থার কথা বলিয়াছেন ঐ সকল অবস্থা সাধ-কের ক্রমশঃ আপনা আপনিই হইয়া থাকে। ফলতঃ সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত কিছুই হয় না।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫
বক্তু মর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন (ভূতোৎপাদক), হে ভূতেশ, হে দেবদেব (দেবানাম্ আদিত্যানাং দেব প্রকাশক), হে জগৎপতে (বিশ্বপালক), ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ (জানাসি) [নান্যঃ] ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব (আদিত্যাদির প্রকাশক), যে জগৎপতে, তুমি আপনিই আপনাকে আপনার দ্বারা জান ॥ ১৫ ॥

ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, তাঃ দিব্যাঃ (অদ্ভুতাঃ) বিভূতয়ঃ অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি ॥ ১৬ ॥

তুমি যে সকল বিভূতি দ্বারা এই লোক সমুদয়কে ব্যাপিয়া রহিয়াছ সেই সমুদায় আত্মবিভূতি অশেষরূপে বল ॥১৬ ॥

হে যোগিন্, কথং সদা ত্বাং পরিচিন্তয়ন্ অহং ত্বাং বিদ্যাং (জানীয়াম্); হে ভগবন্, কেষু কেষু ভাবেষু চ (পদার্থেষু) ময়া চিন্ত্যঃ অসি ? ॥১৭॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯

হে যোগিন্, সর্ব্বদা কিরূপে (কিরূপ বিভূতি ভেদ দ্বারা) তোমারে ভাবনা করিয়া জানিতে পারিব ? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ পদার্থে আমি তোমারে চিন্তা করিব ? ১৭॥

হে জনার্দ্দন, আত্মনঃ যোগং (যোগৈশ্বর্য্যং) বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয় ; হি (যতঃ) অমৃতং (বাক্যমমৃতরূপং) শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ নাস্তি ॥১৮॥

হে জনার্দ্দন, তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি বিস্তৃতরূপে পুনরায় বল। যেহেতু তোমার অমৃতরূপ বাক্য শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥১৮॥

শ্রীভগবান্ উবাচ, হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্যাঃ [যা মম] আত্মবিভূতয়ঃ [তাঃ] প্রাধান্যতঃ (প্রাধান্যেন) তে (তুভ্যং) কথয়িষ্যামি ; হি (যতঃ) মে (মম) বিস্তরস্য (বিভূতিবিস্তরস্য) অন্তঃ নাস্তি ॥১৯॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ আমার দিব্য বিভূতি সকল

অহমাত্মা গুড়াকেশ, সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১

স্থূলরূপে তোমারে কহিতেছি, যেহেতু আমার বিভূতিবাহুল্যের অন্ত নাই ॥১৯॥

হে গুড়াকেশ, সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বভূতানাম্ অন্তঃকরণেষু অবস্থিতঃ) আত্মা (পরমাত্মা) অহম্; ভূতানাম্ আদিঃ (জন্ম) মধ্যং (স্থিতিঃ) অন্তঃ (সংহারঃ) চ অহমেব ॥২০॥

হে গুড়াকেশ, ভূতগণের অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মা আমি; ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহারও আমি (অর্থাৎ আমিই ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংসের হেতু ॥২০॥

অহম্ আদিত্যানাং (মধ্যে) বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাং (প্রকাশকানাং মধ্যে) অংশুমান্ রবিঃ (বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তঃ সূর্য্যঃ), মরুতাং (বায়ূনাং মধ্যে) মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং (মধ্যে) শশী অস্মি ॥২১

আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে বিশ্বব্যাপিকিরণশালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র ॥২১॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪

বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ (ইন্দ্রঃ) অস্মি। ইন্দ্রিয়াণাং চ মনঃ অস্মি, ভূতানাং চ চেতনা (জ্ঞানশক্তিঃ) অস্মি ॥২২॥

আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের জ্ঞানশক্তি ।।২২।।

[একাদশানাং] রুদ্রানাং [মধ্যে] শঙ্করঃ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং [মধ্যে] বিত্তেশঃ (কুবেরঃ), [অষ্টানাং] বসূনাং [মধ্যে] পাবকঃ (অগ্নিঃ) অস্মি, শিখরিণাং (পর্ব্বতানাং মধ্যে) মেরুঃ অস্মি ।।২৩।।

আমি একাদশ রুদ্র মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি, এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু ।।২৩॥

হে পার্থ, মাং পুরোধসাং মুখ্যং (প্রধানং) বৃহস্পতিং বিদ্ধি। অহং সেনানীনাং [মধ্যে] স্কন্দঃ, [তথা] সরসাং (স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে) সাগরঃ অস্মি ।।২৪।।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্মোকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥ ২৬

হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং স্থির জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর ।।২৪।।

অহং মহর্ষীণাং [মধ্যে] ভৃগুঃ, গিরাম্ (বাক্যানাং মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (ওঁ কারাখ্যম্) অস্মি, যজ্ঞানাং [মধ্যে] জপযজ্ঞঃ (অজপারূপো জপযজ্ঞঃ) [তথা] স্থাবরাণাং [মধ্যে] হিমালয়ঃ অস্মি ।। ২৫ ।।

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য সকলের মধ্যে এক অক্ষর অর্থাৎ ওঁকার, যজ্ঞগণের মধ্যে (অজপারূপ) জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ।।২৫।

সর্ব্ববৃক্ষাণাং [মধ্যে] অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ ।।২৬।।

আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি ।।২৬।।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮

অশ্বানাং [তথা] গজেন্দ্রাণাং [মধ্যে] মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতার্থং ক্ষীরাব্ধিমন্থনাৎ উদ্ভূতম্) উচ্চৈঃশ্রবসম্ ঐরাবতঞ্চ [বিদ্ধি] ; নরাণাং [মধ্যে] মাং নরাধিপং বিদ্ধি ॥২৭॥

অশ্বগণের মধ্যে এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমারে (অমৃতার্থ ক্ষীরোদ মথনোদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবাঃ এবং ঐরাবত জানিও। মানবগণ মধ্যে আমারে নরাধিপ জানিও ॥২৭॥

আয়ুধানাম্ [মধ্যে] অহং বজ্রং, ধেনূনাং [মধ্যে] কামধুক্ অস্মি ; অহং প্রজনঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) কন্দর্পঃ অস্মি, [তথা] সর্পাণাং * [মধ্যে] বাসুকিঃ অস্মি ॥২৮॥

অস্ত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু, আমি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প এবং সর্পগণের [রাজা] বাসুকি ॥২৮॥

* সর্প = বিষধর সর্প।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণোযাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

অহং নাগানাং * [রাজা] অনন্তঃ অস্মি, [তথা] যাদসাং (জলচরাণাং) চ [রাজা] বরুণঃ অস্মি, পিতৃণাম্ [রাজা] অর্য্যমা অস্মি, সংযমতাং (নিয়মং কুর্ব্বতাং) [মধ্যে] যমঃ অস্মি ॥২৯॥

আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, এবং নিয়মকারিগণের মধ্যে যম ॥২৯॥

দৈত্যানাং চ [মধ্যে] প্রহ্লাদঃ অস্মি ; কলয়তাং (বশী কুর্ব্বতাং গণয়তাং বা) [মধ্যে] অহং কালঃ, মৃগাণাঞ্চ [মধ্যে] অহং মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাঞ্চ [মধ্যে] বৈনতেয়ঃ ॥৩০॥

আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ ; বশীভূতকারিগণের মধ্যে (অথবা সংখ্যাকারীদিগের মধ্যে) আমি কাল, মৃগগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড় ॥৩০॥

---

* নাগ=নির্বিষ সর্প।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

পবতাং (বেগবতাং মধ্যে) পবনঃ [তথা] শস্ত্রভৃতাং [মধ্যে] রামঃ অস্মি। ঝষাণাং (মৎস্যানাং মধ্যে) মকরঃ অস্মি [তথা] স্রোতসাং [মধ্যে] জাহ্নবী অস্মি ॥৩১॥

আমি বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, স্রোতো মধ্যে জাহ্নবী ॥৩১॥

হে অর্জ্জুন, সর্গাণাং (সৃষ্টবস্তূনাং) আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ অহমেব ; বিদ্যানাং [মধ্যে] অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মবিদ্যা) ; প্রবদতাং (বাদিনাং) চ অহং বাদঃ ॥৩২॥

হে অর্জ্জুন আমিই সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত ; বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা এবং বাদিগণের (বাদ জল্প ও বিতণ্ডা * নামক যে তিন প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে তন্মধ্যে) আমি বাদ ॥৩২॥

---

* বাদ=পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর যে বিচার ; যথার্থ বিচার।

জল্প=পরমত যে কোনরূপে খণ্ডন করিয়া স্বমত ব্যবস্থাপন।

বিতণ্ডা=স্বমত ব্যবস্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ বাগাড়ম্বর।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪

অক্ষরাণাং (বর্ণানাং মধ্যে) অকারঃ, [তস্য বাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ] ; [তথা] সামাসিকস্য (সমাসসমূহস্য মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ অস্মি (উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ); অহমেব অক্ষয়ঃ (প্রবাহরূপঃ) কালঃ ; অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা (সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতা) ॥৩৩॥

অক্ষরগণের মধ্যে আমি অকার ; সমাস সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব ; আমি প্রবাহরূপ অক্ষয় কাল, এবং বিশ্বতোমুখ ধাতা অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতা ॥৩৩॥

অহং [সংহারকাণাং মধ্যে] সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং (ভাবিকল্যানাং প্রাণিনাং) চ উদ্ভবঃ (অভ্যুদয়ঃ); নারীণাং (স্ত্রীণাং মধ্যে) কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ (সপ্ত দেবতারূপা স্ত্রিয়ঃ) অহমেব ॥৩৪॥

আমি সংহারকগণ মধ্যে সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, এবং ভবিষ্যৎ প্রাণীদিগের উদ্ভব, আর নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এই সপ্ত দেবতা রূপা (অর্থাৎ যাহাদের আভাস মাত্রেই প্রাণিগণ শ্লাঘ্য হয়, তাহাও আমি) ॥৩৪॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

অহং সাম্নাং [মধ্যে] বৃহৎ সাম (তেন চ ইন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়তে ইতি শ্রেষ্ঠত্বং) ছন্দসাং (ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং) [মধ্যে] গায়ত্রী, [তথা] মাসানাং [মধ্যে] অহং মার্গশীর্ষঃ, ঋতূনাং [মধ্যে] কুসুমাকরঃ (বসন্তঃ) ॥৩৫॥

আমি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম; ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র সকলের মধ্যে গায়ত্রী; মাস সকলের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত ॥৩৫॥

অহং ছলয়তাং (অন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং) [সম্বন্ধি] দ্যূতং, [তথা] তেজস্বিনাং (প্রভাবতাং) তেজঃ (প্রভা) অস্মি; অহং [জেত্রাণাং] জয়ঃ অস্মি, [উদ্যমবতাং ব্যবসায়িনাং] ব্যবসায়ঃ (উদ্যমঃ) অস্মি, সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকানাং) সত্ত্বম্ [অস্মি] ॥৩৬॥

আমি বঞ্চনাপরায়ণগণের দ্যূত, তেজস্বীদিগের তেজ, জয়শীলদিগের জয়; উদ্যমশালীদিগের উদ্যম, এবং সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব ॥৩৬॥

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭
দণ্ডোদময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

অহং বৃষ্ণীণাং বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনামপি (বেদার্থতত্ত্বজ্ঞানামপি) ব্যাসঃ, কবীনাম্ (শাস্ত্রদর্শিনাম্) উশনাঃ [নাম] কবিঃ (শুক্রঃ) অস্মি ॥৩৭॥

আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় ; আমি (বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ) মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং (শাস্ত্রদর্শী) কবিগণের মধ্যে উশনাঃ কবি (শুক্রাচার্য্য) ॥৩৭॥

অহং দময়তাং (দমনকর্তৃণাং) [সম্বন্ধী] দণ্ডঃ অস্মি, [যেন অসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি] জিগীষতাং (জেতুমিচ্ছতাং) [সম্বন্ধিনী] নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং (গোপ্যানাং) [গোপনহেতুঃ] মৌনম্ এব চ অস্মি ; জ্ঞানবতাং (তত্ত্বজ্ঞানিনাং) জ্ঞানম্ অস্মি ॥৩৮॥

আমি দমনকারিগণের দণ্ড (যাহাতে অসংযতগণও সংযতচিত্ত হয়) ; জয়েচ্ছুগণের নীতি, গুহ্যগণের গোপনহেতু মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞান ॥৩৮॥

হে অর্জ্জুন, যৎ চ সর্ব্বভূতানাং বীজং (প্ররোহকারণম্) তৎ অহম্। ময়া বিনা যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি ॥৩৯॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তির কারণ তাহা আমি। যেহেতু আমি ব্যতীত যাহা থাকে এরূপ চর বা অচর ভূত নাই (আমি ছাড়া আর কিছুই নাই) ॥৩৯॥

হে পরন্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাং অন্তঃ ন অস্তি; এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপতঃ) প্রোক্তঃ ॥৪০॥

হে পরন্তপ, আমার দিব্যবিভূতিসকলের অন্ত নাই। এই বিভূতি বাহুল্য আমি সংক্ষেপে কহিলাম ॥৪০॥

বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং), শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্তং), উর্জ্জিতং (কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেন অতিশয়িতং) যৎ যৎ সত্ত্বং তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবম্ (তেজসঃ প্রভাবস্য অংশেন সম্ভূতম্) অবগচ্ছ (জানীহি) ॥৪১॥

ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, অথবা প্রভাববলাদিগুণদ্বারা সমৃদ্ধ যাহা যাহা আছে, তুমি সে সমুদায়ই আমার প্রভাবের অংশ সম্ভূত জানিও ।|৪১||

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

বিভূতিযোগঃ।

অথবা হে ধনঞ্জয়, এতেন বহুনা জ্ঞাতেন (পৃথক্ জ্ঞাতেন) কিম্? অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন (একদেশমাত্রেণ) বিষ্টভ্য (ধৃত্বা) স্থিতঃ। (ন মদ্‌ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদপি অস্তি ইত্যর্থঃ) ।।৪২।

অথবা হে ধনঞ্জয়, এইরূপ পৃথগ্‌বিধ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদায় জগৎ একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি (অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই) ।।৪২।।

ইতি দশম অধ্যায়।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

—ঃ০ঃ—

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২

অর্জ্জুনঃ উবাচ, মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (আত্মবিবেকবিষয়কং) যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ (অহং হন্তা এতে হন্যন্তে ইত্যাদি লক্ষণঃ ভ্রমঃ) বিগতঃ ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন, আমায় অনুগ্রহার্থ পরম গোপনীয় আত্ম-বিবেক বিষয়ক যে বাক্য তুমি বলিলে, তাহাতে আমার (আমি হন্তা, ইহারা হত হইতেছে এইরূপ) মোহ দূর হইল ॥১॥

হে কমলপত্রাক্ষ ত্বত্তঃ (ভবৎসকাশাৎ) ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ (সৃষ্টিপ্রলয়ৌ) ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, অব্যয়ং (অক্ষরং) মহাত্ম্য-মপি চ [শ্রুতম্] ॥২॥

এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

হে কমলপত্রাক্ষ, তোমার নিকট হইতে আমি ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় এবং অক্ষয় মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ শুনিলাম ॥২॥

হে পরমেশ্বর, যথা ত্বম্ আত্মানং আত্থ (ব্রবীষি) এতৎ এবম্ (অত্রাপি অবিশ্বাসো মে নাস্তি) [তথাপি] হে পুরুষোত্তম, তব ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥৩॥

হে পরমেশ্বর যেরূপ তুমি আপনার বিষয় বলিলে ইহা এই-রূপই বটে * ; পুরুষোত্তম, আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ॥৩॥

হে প্রভো, যদি তৎ [রূপং] ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে, ততঃ হে যোগেশ্বর ত্বং মে (মহ্যং) অব্যয়ম্ (নিত্যম্) আত্মানং দর্শয় ॥৪॥

হে প্রভো, যদি আমি সেইরূপ দেখিতে পারি এরূপ মনে কর তবে হে যোগেশ্বর তুমি আমারে সেই অব্যয় আত্মা দেখাও ॥৪॥

---

* সদ্গুরুকৃপায় ভগবৎসম্বন্ধে সাধকের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, এই অধ্যায়ে অর্জ্জুনের সেই জ্ঞানের কথা হইতেছে।

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পার্থ মে দিব্যানি (অলৌকিকানি) নানাবিধানি, নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য ॥৫॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ আমার অলৌকিক, নানাবিধ, নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ অবলোকন কর ॥৫॥

হে ভারত, আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ পশ্য; বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য ॥৬॥

হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, অশ্বিদ্বয়, ও ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ (আমাতে) দেখ; অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বস্তু আমাতে অবলোকন কর ॥৬॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

হেগুড়াকেশ, ইহ (অস্মিন্) মম দেহে একস্থং (অবয়বরূপেণ একত্র স্থিতং) কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ অন্যচ্চ যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি [তৎ] অদ্য পশ্য ॥৭॥

হে গুড়াকেশ, আমার এই শরীরে একত্রস্থিত সমুদায় চরাচর জগৎ * এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা এখনি দেখ ॥৭॥

অনেন স্বচক্ষুষা এব তু মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ; [অতঃ] তে (তুভ্যং) দিব্যং (জ্ঞানাত্মকং) চক্ষুঃ দদামি ; মে (মম) ঐশ্বরং (অসাধারণং) যোগং (অঘটনঘটনাসামর্থ্যং) পশ্য ॥৮॥

এই স্বীয় চক্ষুদ্বারা কিন্তু তুমি আমারে দেখিতে পাইবে না, অতএব তোমারে দিব্য (জ্ঞানময়) চক্ষু দিতেছি ; আমার অসাধারণ অঘটনঘটনাসামর্থ্য দেখ ॥৮॥

---

* ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এই দেহ ; আত্মজ্ঞানে দেহতত্ত্ব জানিতে পারিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা জন্মে তাহারই কথা হইতেছে।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

সঞ্জয়ঃ উবাচ, হে রাজন, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস ॥৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্, মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পরে পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ॥৯॥

অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥

(তাহা) অনেক মুখনেত্রবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুতদর্শনবিশিষ্ট, অনেক অলৌকিক আভরণবিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যত দিব্যাস্ত্রবিশিষ্ট ॥১০॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং, দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং (দ্যোতনাত্মক্) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতোমুখবিশিষ্টম্ ॥১১॥

দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্রধারী দিব্যগন্ধদ্রব্যে অনুলেপিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, প্রভাময়, অনন্ত এবং সর্ব্বত্র মুখ বিশিষ্ট ॥১১॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪

দিবি (আকাশে) সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ (প্রভা) যদি যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ, সা (প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ (প্রভায়াঃ) সদৃশী স্যাৎ ।।১২।।

আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি এককালে উদিত হয় তাহা হইলে সেই মহাত্মার প্রভার সদৃশী হইতে পারে ।।১২।।

তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং (নানাভাগেন অবস্থিতং) কৃৎস্নং জগৎ একস্থম্‌ অপশ্যৎ ।।১৩।।

তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানা ভাগে অবস্থিত সমুদায় জগৎ একত্র ব্যবস্থিত অবলোকন করিলেন * ।।১৩।।

ততঃ স ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্মিতঃ) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিতঃ) দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত ।।১৪।।

---

* "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" জ্ঞান হইল। ৭ম শ্লোকের টীকা দেখ।

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫
অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।

অনন্তর বিস্মিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর সেই অর্জ্জুন দেবকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন ॥১৪॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ, হে দেব, তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসংঘান্, দিব্যান্ ঋষীন্, সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ, [তেষাং দেবাদীনাম্] ঈশং (স্বামিনং) কমলাসনস্থং (পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতম্) ব্রহ্মাণং চ পশ্যামি ॥১৫॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে দেব, তোমার দেহে সমুদায় দেবগণ ও পৃথক পৃথক্ প্রাণিবিশেষ সকল, দিব্য ঋষিগণ, সমুদায় সর্পগণ ও দেবতা প্রভৃতির ঈশ্বর কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি ॥১৫॥

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, তব পুনঃ ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি ॥১৬।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেক বাহু উদর বক্ত্র ও নেত্রবিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। কিন্তু সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু তোমার না [illegible] না মধ্য না আদি দেখিতেছি।১৬॥

কিরীটিনং গদি[illegible] চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং দীপ্তান[illegible] (প্রদীপ্তবহ্নিসূর্য্যসমদ্যুতিশালিনম্) অপ্রমেয়ঞ্চ ত্বাং সমন্ত[illegible]ম।১৭॥

মুকুটবান্, গদা[illegible]রা, সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রচণ্ড অ[illegible] ন্যায় প্রভাশালী এবং অপ্রমেয় তোমাকে সর্ব্বত্র দে[illegible]॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে ॥১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।

ত্বম্ অক্ষরং পরমং (ব্রহ্ম) বেদিতব্যং (মুমুক্ষুভিঃ জ্ঞাতব্যম্); ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ) ; ত্বম্ অব্যয়ঃ (নিত্যঃ), শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (সনাতনধর্ম্মপালকঃ), ত্বং সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) পুরুষঃ মে মতঃ ।।১৮।।

তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম, তুমি মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি নিত্য ও সনাতনধর্ম্মের পালক, তুমি চিরন্তন পুরুষ আমি জানি ।।১৮।।

অনাদিমধ্যান্তম্ (উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতম্) অনন্তবীর্য্যম্ (অমিতপ্রভাবম্), অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং, দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রদীপ্তাগ্নিমুখং), স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি ।।১৯।।

উৎপত্তিস্থিতিবিনাশরহিত, অমিতপ্রভাব, অনন্তবাহু, চন্দ্রসূর্য্য-

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০

নেত্র, দীপ্তাগ্নিমুখ, এবং স্বীয় তেজে এই সমুদায় বিশ্বসন্তাপক তোমারে দেখিতেছি ।।১৯।।

হে মহাত্মন্, দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ (অন্তরীক্ষম্) একেন ত্বয়া হি (নিশ্চিতং) ব্যাপ্তম্ ; তথা সর্ব্বাঃ দিশশ্চ [ব্যাপ্তাঃ] ; তব অদ্ভুতম্ ইদম্ উগ্রং (ঘোরং) রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্ (অতীবভীতং) [পশ্যামি] ।।২০।।

হে মহাত্মন্, স্বর্গ ও পৃথিবীর এই অন্তর (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) এবং সমুদায় দিক্ একমাত্র তোমাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; তোমার এই অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইতেছে দেখিতেছি ॥২০॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২

অমী সুরসংঘাঃ (দেবাঃ) হি (নিশ্চয়ে) ত্বাং বিশন্তি (শরণং প্রবিশন্তি), কেচিৎ ভীতাঃ [সন্তঃ] প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি (প্রার্থয়ন্তে) মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ (উৎকৃষ্টাভিঃ) স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি ॥২১॥

ঐ দেবতাসমূহ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে ; কেহ বা ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রক্ষা প্রার্থনাকরিতেছে ; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ "স্বস্তি"এই বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তবসমূহে তোমার স্তব করিতেছে ॥২১॥

রুদ্রাদিত্যাঃ, বসবঃ, যে চ সাধ্যাঃ, বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতশ্চ উষ্মপাশ্চ (পিতরঃ) গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ, সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে ॥২২॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্॥ ২৩

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যে সকল সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ, ঊষ্মপা (পিতৃগণ) এবং গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর ও সিদ্ধসমূহ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমারে অবলোকন করিতেছে॥২২॥

হে মহাবাহো, তে (তব) বহুবক্ত্রনেত্রং, বহুবাহূরুপাদং বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহুভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ দশনৈঃ করালং ভয়ঙ্করং) মহৎরূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ (আতভীতাঃ) অহং [অপি] তথা॥২৩॥

হে মহাবাহো, তোমার বহু বদন ও নেত্রবিশিষ্ট, বহুবাহু ঊরু ও চরণ বিশিষ্ট, বহু উদর বিশিষ্ট, বহু দংষ্ট্রাদ্বারা ভয়ঙ্কর, মহৎ রূপ দেখিয়া সমুদায় লোক ও আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি॥২৩॥

হে বিষ্ণো, নভস্পৃশং (অন্তরীক্ষব্যাপিনং) দীপ্তম্ (তেজোময়ম্) অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং (ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

ষস্তু তং বিবৃতমুখং) দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা (অতিভীতচিত্তঃ) [অহং] ধৃতিং (ধৈর্য্যং) শমং (উপশমং) চ ন বিন্দামি (ন লভে) ॥২৪॥

হে বিষ্ণো, অন্তরীক্ষব্যাপী, তেজোময়, অনেকবর্ণ, বিবৃতমুখ ও প্রদীপ্তবিশালনেত্র তোমারে দেখিয়া অতিভীতচিত্ত আমি ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥২৪॥

হে দেবেশ, দংষ্ট্রাকরালানি, কালানলসন্নিভানি, (প্রলয়াগ্নি-সদৃশানি) তে মুখানি দৃষ্ট্বাএব [অহং] [ভয়াবেশেন] দিশঃ ন জানে, শর্ম্ম (সুখং) চ ন লভে, হে জগন্নিবাস, প্রসীদ (প্রসন্নোভব) ॥২৫॥

হে দেবেশ, বিকৃতদন্তবিশিষ্ট, কালাগ্নিতুল্য তোমার মুখ সমূহ দেখিয়া আমি দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, সুখও পাইতেছি না, হে জগন্নিবাস তুমি প্রসন্ন হও ॥২৫॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

অবনিপালসঙ্ঘৈঃ (রাজ-সমূহৈঃ) সহ অমী চ [তে] ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বেএব পুত্রাঃ, তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ) চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ (ধাবন্তঃ) [সন্তঃ] তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি (বদনানি) বিশন্তি [তেষাং মধ্যে] কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (শিরোভিঃ) [উপলক্ষিতাঃ] দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধিষু) সংদৃশ্যন্তে ॥২৬।২৭॥

ভূপালগণ সহিত ঐ সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সকলেই এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও ঐ কর্ণ আমাদের প্রধান যোদ্ধাদিগের সহিত ধাবমান হইয়া তোমার দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়ানক ভয়ঙ্কর মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে চূর্ণিতমস্তকবিশিষ্ট কেহ কেহ দন্ত সন্ধিতে লগ্ন রহিয়াছে দৃষ্ট হইতেছে ॥২৬.২৭॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

যথা নদীনাং [অনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং] বহবঃ অম্বুবেগাঃ (বারিপ্রবাহাঃ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখাঃ) [সন্তঃ] সমুদ্রমেব দ্রবন্তি (বিশন্তি), তথা অমী নরলোকবীরাঃ [তে] অভিবিজ্বলন্তি (সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি) তব বক্ত্রাণি বিশন্তি ॥২৮॥

যেমন নদী সকলের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে সেইরূপ এই নরলোকবীরগণ সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমান তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে ॥২৮॥

যথা সমৃদ্ধবেগাঃ পতঙ্গাঃ নাশায় (মরণায়) প্রদীপ্তং জ্বলনং (অগ্নিং) বিশন্তি তথাএব সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি নাশায় এব তব বক্ত্রাণি বিশন্তি ॥২৯॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ ।

যেমন বেগশালী পতঙ্গগণ মরণের নিমিত্তই প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে সেইরূপ বেগশালী জনগণও মরণের নিমিত্তই তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে ॥২৯॥

জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লেলিহ্যসে (অতিশয়েন ভক্ষয়সি)। হে বিষ্ণো তব ভাসঃ (দীপ্তয়ঃ) উগ্রাঃ (তীব্রাঃ) [সত্যঃ] তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য (ব্যাপ্য) প্রতপন্তি ॥৩০॥

জ্বলন্ত বদন সকল দ্বারা লোক সকলকে গ্রাস করিয়া বিলক্ষণ রূপে ভক্ষণ করিতেছ। হে বিষ্ণো, তোমার উগ্র প্রভা সকল তেজ দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া তাপ দিতেছে ॥৩০॥

উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ, মে আখ্যাহি, তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু, হে দেববর প্রসীদ, আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ; হি (যতঃ) তব প্রবৃত্তিং (চেষ্টাং) ন প্রজানামি ॥৩১॥

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

উগ্ররূপ আপনি কে? আমায় বলুন, আপনাকে নমস্কার। হে দেববর প্রসন্ন হউন, আদিপুরুষ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি, কারণ কি জন্য আপনার এরূপ চেষ্টা আমি তাহা জানি না ॥৩১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ, লোকক্ষয়কৃৎ (লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা) প্রবৃদ্ধঃ (উৎকটঃ) কালঃ অস্মি; লোকান্ (প্রাণিনঃ) সমাহর্ত্তুম্ (সংহর্ত্তুম্) ইহ (লোকে) প্রবৃত্তঃ অস্মি, ত্বাম্ ঋতে প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ সর্ব্বেঽপি [তে] ন ভবিষ্যন্তি ॥৩২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয় কর্ত্তা উৎকট কাল; লোক সকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। তুমি ব্যতীত প্রতি সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই থাকিবে না ॥৩২॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।

তস্মাৎ ত্বম্ [যুদ্ধায়] উত্তিষ্ঠ ; যশো লভস্ব ; শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ; ময়াএব এতে পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ, হে সব্যসাচিন্ ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব ॥৩৩॥

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও ; যশোলাভ কর ; শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর ; ইহারা সকলে পূর্ব্বেই আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ; হে সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্তমাত্র হও ॥৩৩॥

"ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিতি" যা আশঙ্কা সাপি ন কার্য্যা ইত্যাহ। ময়া হতান্ দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং চ তথা অন্যান্ যোধবীরান্ অপি ত্বং জহি (ঘাতয়) ; মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ভয়ং মা কার্ষীঃ) রণে সপত্নান্ (শত্রূন্) জেতাসি (জেষ্যসি) [অতঃ] যুদ্ধস্ব ॥৩৪॥

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

আমা কর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীরগণকেও তুমি হনন কর; ভয় করিও না; যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিতে পারিবে; অতএব যুদ্ধ কর ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ, কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ (কম্পমানঃ) কিরীটী (অর্জ্জুনঃ) কৃতাঞ্জলিঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা (নমস্কৃত্য) ভীতভীতঃ (অতিভীতঃ) [সন্] প্রণম্য (অবনতোভূত্বা) ভূয়ঃ এব সগদ্গদম্ আহ ॥৩৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, কেশবের এই বাক্য শুনিয়া কম্পমান অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক অতি ভীত হইয়া প্রণতিপুরঃসর পুনরায় গদ্গদ বচনে কহিলেন ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।

অর্জ্জুনঃ উবাচ, হে হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন) জগৎ প্রহৃষ্যতি (প্রকৃষ্টং হর্ষমাপ্নোতি) অনুরজ্যতেচ (অনুরাগমুপৈতি চ), [ইতিযৎ], রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি] দিশঃ [প্রতি] দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) [ইতিযৎ], সর্ব্বেচ সিদ্ধসংঘাঃ (সিদ্ধসমূহাঃ) নমস্যন্তিচ [ইতিযৎ এতচ্চ] স্থানে (যুক্তমেব) ॥৩৬॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে জগৎ যে অতিশয় আনন্দ লাভ করে এবং অনুরাগবিশিষ্ট হয়, রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ যে নমস্কার করে এই সকলই যুক্তিযুক্ত ॥৩৬॥

হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে (গুরুতরায়) আদিকর্ত্রে চ (ব্রহ্মণোঽপি জনকায়) তে তুভ্যং কস্মাৎ [হেতোঃ] ন নমেরন্ (ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ) ;

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

সৎ (ব্যক্তং) অসৎ (অব্যক্তং) পরং (তাভ্যাং পরং মূলকারণম্) যৎ অক্ষরং (ব্রহ্ম) তচ্চ (ত্বমেব) ॥৩৭॥

হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর এবং ব্রহ্মারও জনক তোমাকে জগৎ কেন না নমস্কার করিবে ? যেহেতু তুমি ব্যক্ত অব্যক্ত এবং এই দুয়ের মূল কারণ যে ব্রহ্ম তাহাও তুমিই ॥৩৭॥

হে অনন্তরূপ, ত্বম্ আদিদেবঃ (দেবানামাদিঃ) [যতঃ] পুরাণঃ (অনাদিঃ) পুরুষঃ ; [অতএব] অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (স্থিতিস্থানং) [তথা] বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং (জ্ঞাতব্যং) পরঞ্চ ধাম (বৈষ্ণবং পদম্) [অতএব] ত্বয়া বিশ্বং ততম্ (ব্যাপ্তম্) ॥৩৮॥

হে অনন্তরূপ তুমি দেবগণের আদি ; যেহেতু তুমি অনাদি পুরুষ ; অতএব তুমি এই বিশ্বের পরম স্থিতি স্থান, এবং জ্ঞাতা জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম (বিষ্ণুপদ) ; অতএব তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ ॥৩৮॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ।

ত্বং বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ প্রপিতামহশ্চ ; [অতঃ] তে (তুভ্যং) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রশঃ) নমঃ অস্তু ; পুনশ্চ [সহস্রকৃত্বঃ] নমঃ অস্তু, ভূয়োঽপি (পুনরপি) সহস্রকৃত্বঃ নমঃ নমঃ ॥৩৯॥

তুমি বায়ু যম অগ্নি বরুণ শশাঙ্ক প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ ; তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় সহস্রবার নমস্কার, আবারও সহস্রবার নমস্কার ॥৩৯॥

হে সর্ব্ব (সর্ব্বাত্মন্) তে (তুভ্যং) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) নমঃ ; তে (তব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাসু দিক্ষু) এব নমঃ অস্তু ; হে অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং [বিশ্বং] সমাপ্নোষি (ব্যাপ্নোষি ; ব্যাপ্য বর্ত্তসে) ততঃ ত্বং সর্ব্বঃ (সর্ব্বস্বরূপঃ) অসি ॥৪০॥

অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

হে সর্ব্বাত্মন্ তোমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার। তোমার সকল দিকেই নমস্কার; হে অনন্তবীর্য্য, অপরিমিত বিক্রম তুমি সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, অতএব তুমি সর্ব্বস্বরূপ ॥৪০॥

তব মহিমানম্, ইদং (বিশ্বরূপং) চ অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন অপি বা সখা ইতি মত্বা,হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা (সখে) ইতি প্রসভং (হঠাৎ তিরস্কারেণ) যৎ উক্তং,হে অচ্যুত,বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ (কেবলঃ সখীন্ বিনা, রহসিস্থিতঃ) অথবা তৎসমক্ষং (তেষাং সখীনাং পুরতঃ) অপি অবহাসার্থং (পরিহাসার্থং) যৎ অসৎকৃতঃ (তিরস্কৃতঃ) অসি, অহম্ অপ্রমেয়ং (অচিন্ত্যপ্রভাবং) ত্বাং তৎ [সর্ব্বং] ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি) ॥৪১॥৪২॥

একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদ বশতঃ বা প্রণয় বশতঃ সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখে ইত্যাদি হঠাৎ তিরস্কারভাবে যাহা বলিয়াছি, হে অচ্যুত, বিহার শয়ন উপবেশন ও ভোজনকালে যখন তুমি একাকী থাকিতে বা সখিগণের সমক্ষে থাকিতে তখন পরিহাসার্থ যে তিরস্কার করিয়াছি, আমি অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি ॥৪১।৪২॥

হে অপ্রতিমপ্রভাব, ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা অসি, [অতএব] পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ, গরীয়াংশ্চ (গুরোরপি গুরুতরশ্চ) অসি, অতঃ লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি, অন্যঃ অভ্যধিকঃ (ত্বত্তোঽধিকঃ) কুতঃ [স্যাৎ] ॥৪৩॥

হে অতুল্যপ্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা; অতএব পূজ্য গুরু এবং গুরু হইতেও গুরুতর; লোকত্রয়েও তোমার সমান কেহ নাই; তোমা অপেক্ষা অধিক কোথা? ॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।

হে দেব, তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় (দণ্ডবৎ নিপত্য; প্রণম্য (নত্বা) ঈড্যম্ (স্তুত্যম্) ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে; পুত্রস্য [অপরাধং] পিতা ইব সখ্যুঃ [অপরাধং] সখা ইব, [প্রিয়স্য অপরাধং] প্রিয়ায় (প্রিয়ার্থং) প্রিয়ঃ [ইব] সোঢ়ুম্ অর্হসি॥৪৪॥

হে দেব, অতএব আমি দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিয়া স্তুত্য ঈশ্বর তোমারে প্রসন্ন করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের অপরাধ, সখা মিত্রের অপরাধ এবং প্রিয়ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়-ব্যক্তির অপরাধ প্রিয়ার্থ সহ্য করিয়া থাকেন সেইরূপ আমার অপরাধ সহ্য কর॥৪৪॥

হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্বং [তব রূপং] দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ (হৃষ্টঃ) অস্মি, [তথা] ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং (প্রচলিতম্), [তস্মাৎ] তৎ রূপম্ এব মে দর্শয়; হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস প্রসীদ॥৪৫॥

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি, অথচ ভয়ে আমার মন অস্থির হইতেছে ; অতএব তোমার সেই রূপ আমায় দেখাও, হে দেব, হে জগন্নিবাস প্রসন্ন হও ॥৪৫॥

অহং তথা এব [যথা পূর্ব্বং দৃষ্টবান্] ত্বাং কিরীটিনং গদিনং (গদাবন্তং) চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি, হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে [ইদং রূপম্ উপসংহৃত্য] তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব (আবির্ভব) ॥৪৬॥

আমি পূর্ব্বে তোমারে যেমন দেখিয়াছি সেইরূপই কিরীটী গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে, হে সহস্রবাহো, সেই চতুর্ভুজ রূপেই আবির্ভূত হও ॥৪৬॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে অর্জ্জুন, তব আত্মযোগাৎ (আত্মনো যোগবলেন হেতুনা) প্রসন্নেন ময়া ইদং তেজোময়ং বিশ্বম্ (বিশ্বাত্মকম্) অনন্তম্ আদ্যঞ্চ মে পরং রূপং দর্শিতম্; যৎ (মম রূপং) ত্বদন্যেন (ত্বৎসদৃশাৎ ভক্তাদন্যেন) ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥৪৭॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন, আমি তোমার যোগবলপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত এবং আদ্য পরমরূপ দেখাইলাম * যাহা তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই॥৪৭॥

হে কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ নচ দানৈঃ নচ ক্রিয়াভিঃ (অগ্নিহোত্রাদিভিঃ) নচ উগ্রৈঃ তপোভিঃ (চান্দ্রায়ণাদিভিঃ) এবংরূপঃ অহং ত্বদন্যেন নৃলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ॥৪৮॥

---

* ৫৫শ শ্লোকের টীকা দেখ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

হে কুরুপ্রবীর, না বেদের দ্বারা, না যজ্ঞের দ্বারা, না অধ্যয়নের দ্বারা, না দানের দ্বারা, না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা, না চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যার দ্বারা আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন মনুষ্যলোকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয়* ॥৪৮॥

ঈদৃক্ ঘোরং মম ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা [অস্তু] বিমূঢ়ভাবশ্চ মা [অস্তু] ; ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়ঃ) প্রীতমনাশ্চ [সন্] পুনঃ ত্বং মে ইদং তৎ রূপম্ এব প্রপশ্য ॥৪৯॥

আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা যেন না হয়, বিমূঢ়ভাবও যেন না হয় ; ভয়হীন ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই সেই রূপই দেখ ॥৪৯॥

---

* ৫৩শ শ্লোক দেখ।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫০

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

সঞ্জয় উবাচ, বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা (কিরীটাদিযুক্তং) স্বকং (স্বীয়ং) রূপং দর্শয়ামাস; সৌম্যবপুঃ ভূত্বা মহাত্মা পুনঃ ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস চ ॥৫০॥

সঞ্জয় কহিলেন, বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া আবার সেই স্বীয় মূর্ত্তি দেখাইলেন; মহাত্মা প্রসন্নমূর্ত্তি হইয়া বিশ্বরূপদর্শনভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় আশ্বাসিত করিলেন ॥৫০॥

অর্জ্জুনঃ উবাচ, হে জনার্দ্দন তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীম্ অহং সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) সংবৃত্তঃ (জাতঃ) অস্মি; প্রকৃতিং (স্বাস্থ্যং) চ গতঃ [অস্মি] ॥৫১॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন তোমার এই সৌম্য মানুষ মূর্ত্তি দেখিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত এবং স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম ॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

শ্রীভগবান্ উবাচ, মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি, দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমার এই সুদুর্দ্দর্শ যে রূপ দেখিলে দেবগণও সদা এইরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী* ॥৫২॥

মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি, ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, নচ ইজ্যয়া (যজ্ঞেন) এবংবিধঃ অহং দ্রষ্টুং শক্যঃ ॥৫৩॥

আমাকে যেরূপ দেখিলে, না বেদদ্বারা, না তপস্যা দ্বারা, না দান দ্বারা, না যজ্ঞ দ্বারা ঈদৃশ আমাকে দেখিতে পাওয়া যায় ॥৫৩॥

---

* দেবতারাও যাহা দেখিতে পান না সদ্‌গুরুকৃপায় সাধক নিজসাধনবলে তাহাও দেখিতে পান। এমন দুর্লভ ও অমূল্য মানব জন্ম পাইয়া তদুচিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪

হে পরন্তপ অর্জ্জুন, অনন্যয়া (মদেকনিষ্ঠয়া) ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ (ঈদৃশঃ) অহং তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ ॥৫৪॥

হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার প্রতি অনন্যভক্তিদ্বারা * এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায় ॥৫৪॥

---

* যতদিন পর্য্যন্ত মনের চাঞ্চল্য একেবারে না যায় তত দিন পর্য্যন্ত অনন্যভক্তি হইতে পারে না। যে অবস্থায় মন শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদির দ্বারা বিচলিত না হয় তাহাই অনন্যভক্তির অবস্থা। ভগবান্ ২য় অধ্যায় ৫৩শ শ্লোকেও মনের এই নিশ্চল অবস্থার কথা বলিয়াছেন। যতদিন ফলাফলের দিকে লক্ষ্য থাকে ততদিন মনের স্থিরতা জন্মে না। সমগ্র গীতার তাৎপর্য্যই এই যে, সাধনদ্বারা মন স্থির কর তাহা হইলেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে। সেই সাধন প্রণালী সদ্‌গুরুবক্ত্‌গম্য।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ।

হে পাণ্ডব, যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ (মৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী), মৎপরমঃ (অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ), মদ্ভক্তঃ, (ইন্দ্রিয়েষু) সঙ্গবর্জ্জিতঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরশ্চ সঃ মাম্ এতি (প্রাপ্নোতি) ॥৫৫॥

হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, * আমিই যাঁহার পরম পুরুষার্থ, যিনি আমার ভক্ত, (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ে) অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন ॥৫৫॥

ইতি একাদশ অধ্যায়।

---

* এখানে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে ভগবানের কর্ম্ম কি ? আত্মকর্ম্মই ভগবানের কর্ম্ম—যাহা সদ্গুরুব্যতীত অন্যের নিকট জানা যায় না। ঐ কর্ম্মের দ্বারা যে অনন্যভক্তি হয় তাহাই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সাধকের যখন ঐরূপ ভক্তির অবস্থা হয় তখনই তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে সঙ্গবর্জ্জিত, সকল ভূতে সমদর্শী, নিত্যযুক্ত ইত্যাদি হইতে পারেন, নতুবা অন্য অবস্থায় ঐরূপ হওয়া যায় না। এই আত্মকর্ম্মই আত্মযোগ এবং ইহারই প্রভাবে অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ৪৭শ শ্লোক দেখ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

—ঃ০ঃ—

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১

অর্জ্জুনঃ উবাচ, এবং (সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা) সততযুক্তাঃ (সদা ত্বদ্গতচিত্তাঃ) যে ভক্তাঃ [বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিঞ্চ] ত্বাং পর্য্যুপাসতে (ধ্যায়ন্তি) যে চাপি অব্যক্তম্ (নির্বিশেষম্) অক্ষরং (বিনাশশূন্যং) পর্য্যুপাসতে, তেষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ (অতিশয়েন যোগবিদঃ) ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন, এইরূপে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণাদিদ্বারা সদা তোমাগতচিত্ত যে সকল ভক্ত, বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তোমাকে ধ্যান করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত অবিনাশীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারা অতিশয় যোগবিৎ? ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

শ্রীভগবান্ উবাচ, ময়ি মনঃ আবেশ্য (একাগ্রং কৃত্বা) নিত্য-যুক্তাঃ (সদৈব মদর্পিতপ্রাণাঃ) [সন্তঃ] পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া) শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (যুক্তাঃ) যে মাম্ উপাসতে, তে, মে (ময়া) মতাঃ (অভি-মতাঃ) যুক্ততমাঃ ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমাতে মন একাগ্র করিয়া সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম (প্রধান) যোগী, * ॥২॥

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য অনির্দ্দেশ্যম্ (শব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্) অব্যক্তং (রূপাদিহীনং) সর্ব্বত্রগম্ (সর্ব্বব্যাপিনম্) অচিন্ত্যং কূটস্থম্ (কূটে মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠানত্বেন অবস্থিতম্) অচলং (স্পন্দনরহিতং) [অতএব] ধ্রুবম্ (নিত্যম্) অক্ষরং (অবিনাশি) পর্য্যুপাসতে, সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ তে মামেব প্রাপ্নুবন্তি ॥৩॥৪॥

---

* ১০ম অধ্যায় ৯ম শ্লোকের, ১১শ অধ্যায় ৫৫শ শ্লোকের ও ১২শ অধ্যায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোকের টীকা দেখ।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫

সর্ব্বত্র সমদর্শী যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যক্‌রূপে সংযত করিয়া শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিবার অযোগ্য, রূপাদিবিহীন, সর্ব্ব-ব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ (মায়াপ্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত,) স্পন্দনরহিত সুতরাং নিত্য অর্থাৎ বৃদ্ধ্যাদি-শূন্য, অবি-নাশীর উপাসনা করেন, সমুদায় প্রাণিগণের হিতকারী তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥৩।৪॥

তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (অব্যক্তে আসক্তং চেতঃ যেষাং) [সিদ্ধিপ্রাপ্তিবিষয়ে] অধিকতরঃ ক্লেশঃ [ভবতি]; হি (যতঃ) অব্যক্তা (অব্যক্তবিষয়া) গতিঃ (নিষ্ঠা) দেহবদ্ভিঃ দুঃখং [যথাস্যাৎ তথা] অবাপ্যতে ॥৫॥

অব্যক্তে যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে তাঁহাদের [সিদ্ধি প্রাপ্তিবিষয়ে] অধিকতর ক্লেশ হয়; যেহেতু অব্যক্ত বিষয়ক নিষ্ঠা মনুষ্যগণ দুঃখে লাভ করিয়া থাকে ॥৫॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭

যে তু অনন্যেন (নবিদ্যতে অন্যঃ ভজনীয়ঃ যস্মিন্ তেন) এব যোগেন (ভক্তিযোগেন) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (সমর্প্য) মৎপরাঃ [ভূত্বা] মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে, হে পার্থ অহং ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাৎ) নচিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি ॥৬।৭॥

কিন্তু যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া * মৎপরায়ণ হইয়া আমারে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে অর্পিতচিত্ত তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার সমুদ্র হইতে শীঘ্রই উদ্ধারকারী হই ॥৬।৭॥

---

* অনন্যভক্তির অবস্থা ভিন্ন মনের অন্য অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে ভগবানে কোন কর্ম্মেরই অর্পণ হইতে পারে না; যেহেতু অনন্য-ভক্তি ব্যতীত আত্মসমর্পণ হয় না এবং আত্মসমর্পণ না হইলে কর্ম্ম-সমর্পণ সম্ভবে না। ১১শ অধ্যায় ৫৪শ শ্লোকের টীকা দেখ।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥৯

ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব (স্থিরীকুরু) ময়ি [ব্যবসায়াত্মিকাং] বুদ্ধিং নিবেশয় [এবং কুর্ব্বন্] অতঃ ঊর্দ্ধং (ঊর্দ্ধদেশে) ময়িএব নিবসিষ্যসি [অত্র] সংশয়ঃ ন ॥৮॥

আমাতেই মনঃস্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর; এই-রূপ করিলে ঊর্দ্ধদেশে আমাতেই থাকিবে, * সংশয় নাই ॥৮॥

হে ধনঞ্জয়, অথ (যদি) ময়ি চিত্তং স্থিরং [যথাস্যাৎ তথা] সমাধাতুং (ধারয়িতুং) ন শক্নোষি ততঃ অভ্যাসযোগেন (সদ্গুরূপদিষ্টেন উপায়েন) মাম্ আপ্তুম্ (প্রাপ্তুম্) ইচ্ছ (প্রযত্নং কুরু) ॥৯॥

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার †

---

* সদ্গুরূপদেশ গম্য। ১৬শ শ্লোকের টীকা দেখ।

† অর্থাৎ যে অবস্থায় তোমার বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছে সে অবস্থায় তুমি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে সমর্থ হইয়াছ, তথাপি বলিতেছি যে যদি আপনাকে অসমর্থ মনে কর তবে অভ্যাস যোগ ইত্যাদি।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।

মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০

তবে অভ্যাস যোগ দ্বারা অর্থাৎ সদ্‌গুরূপদিষ্ট উপায় দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে প্রযত্ন কর ॥৯॥

[যদি পুনঃ] অভ্যাসেঽপি অসমর্থঃ অসি [তর্হি] মৎকর্ম্মপরমঃ ভব, মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিঃ (মোক্ষং) অবাপ্স্যসি ॥১০॥

আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে আমার কর্ম্মে * নিরত হও। কেবল আমার জন্য (অর্থাৎ নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়িয়া কেবল আমাতে অর্থাৎ আত্মাতে) লক্ষ্য রাখিয়া সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।১০॥

---

* অর্থাৎ আত্মকর্ম্মে। ১১শ অধ্যায় ৫৫শ শ্লোকের টীকা দেখ। সাধক মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে ভগবান্ ৯ম শ্লোকে যে কার্য্য বলিয়াছেন ১০ম শ্লোকে তাহা হইতে কঠিন কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ১০মশ্লোক অপেক্ষা ১১শ শ্লোকে আরো অধিক কঠিন কার্য্যের কথা বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছে সে অবস্থার পক্ষে এ কয়েকটি কার্য্যই সহজ ও উপযোগী; তবে এ গুলির মধ্যে অর্জ্জুন যেটিকে সহজ ও সাধ্য মনে করেন তাহাই করিবেন। এ কয়েকটির মধ্যে যেটি করা যায় তাহাতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু অগ্রে সদ্‌গুরুর উপদেশ দ্বারা বিশ্বরূপদর্শনযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক নতুবা কোনটিই সহজ ও সাধ্য হইবে না॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

অথ (যদি) এতৎ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অসি, ততঃ (তর্হি) মদ্‌যোগম্ (মদেকশরণত্বম্) আশ্রিতঃ [সন্] যতাত্মবান্ (সংযতচিত্তঃ) [ভূত্বা] সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ॥১১॥

যদি ইহাও করিতে অসমর্থ হও তবে একমাত্র আমার শরণাপন্ন ও সংযতচিত্ত হইয়া সমুদয় কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ কর ॥১১॥

[সম্যক্ জ্ঞানরহিতাৎ] অভ্যাসাৎ (অপরোক্ষং প্রত্যক্ষং বা) জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, তদ্রূপাৎ জ্ঞানাৎ [প্রত্যক্ষবিষয়স্য] ধ্যানং বিশিষ্যতে ; ধ্যানাৎ [উক্তলক্ষণঃ] কর্ম্মফলত্যাগঃ [শ্রেষ্ঠঃ], (উক্তরূপাৎ) ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ [ভবতি] ॥১২॥

সম্যক্ জ্ঞানরহিত অভ্যাস হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে প্রত্যক্ষ বিষয়ের ধ্যান * শ্রেষ্ঠ ; উক্তরূপ ধ্যান হইতে কথিতরূপ কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ ; এইরূপ ত্যাগ হইতে শীঘ্রই শান্তি হইয়া থাকে ॥১২॥

---

* প্রকৃত ধ্যানাবস্থা সদ্‌গুরূপদেশলভ্য, যেহেতু প্রত্যক্ষ বিষয় ব্যতীত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের ধ্যান হইতে পারে না।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪

সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ, করুণঃ,(কৃপালুঃ) এব চ, নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ,সমদুঃখসুখঃ (সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ), ক্ষমী (ক্ষমাশীলঃ), সততং (সদা) সন্তুষ্টঃ, যোগী,যতাত্মা (সংযতচিত্তঃ), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়ঃ মদ্‌বিষয়ঃ নিশ্চয়োযস্য সঃ), ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [এবংভূতঃ] যঃ মদ্‌ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥১৩,১৪॥

সর্ব্বভূত সম্বন্ধে অদ্বেষ্টা, মৈত্র এবং কৃপালু, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, যোগী, মদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য ও আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী (এরূপ) যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় * ॥১৩।১৪॥

---

* যিনি ভগবানের প্রকৃত ভক্ত তাঁহার লক্ষণ কি তাহাই ভগবান ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। সদ্‌গুরুকৃপায় সাধনমার্গে উন্নতিশীল সাধক ক্রমশঃ এই সকল অবস্থা আপনা-আপনিই অনুভব করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন না হইলে ভগবানের প্রকৃতভক্ত ও প্রিয় হওয়া যায় না। যাঁহারা প্রকৃত পথ পাইয়াছেন তাঁহারা নিজেনিজেই ইহা সহজে বুঝিতে পারেন এবং তাঁহাদের আর কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক থাকে না।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে (ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি) যশ্চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যশ্চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগঃ ভয়াদিনিমিত্তচিত্তক্ষোভঃ এতৈঃ) মুক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না আর যিনি হর্ষ পরশ্রীকাতরতা ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥১৫॥

অনপেক্ষঃ (সর্ব্বেষ্বেব বিষয়েষু নিস্পৃহঃ), শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ), দক্ষঃ (অনলসঃ), উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্যঃ), গতব্যথঃ (বিগতক্লেশঃ,) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বান্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ) যঃ মদ্‌ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥

সকল বিষয়েই নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন * (পক্ষপাতশূন্য), চিন্তাশূন্য এবং সমুদায় উদ্যম পরিত্যাগী যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥১৬॥

---

* ৮ম শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন উদাসীন শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাই। উৎ+আসীন = উদাসীন, অর্থাৎ উর্দ্ধদেশে (ভ্রূর উর্দ্ধে)

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮

যঃ [প্রিয়ং প্রাপ্য] ন হৃষ্যতি, [অপ্রিয়ং প্রাপ্য] ন দ্বেষ্টি [ইষ্টনাশে] ন শোচতি, [অপ্রাপ্তং] ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভ-পরিত্যাগী (পুণ্যপাপত্যাগী) যঃ ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥

যিনি প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পাইয়া দ্বেষ করেন না, ইষ্টনাশে শোক করেন না অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, ও যিনি পুণ্যপাপ পরিত্যাগী এবং মদ্‌ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয় ॥১৭॥

শত্রৌ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ (একরূপঃ), শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (ক্বচিদপি অনাসক্তঃ), তুল্য-নিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী (সংযতবাক্), যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ (বাসশূন্যঃ), স্থিরমতিঃ (ব্যবস্থিতচিত্তঃ), [এবং ভূতঃ] ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ ॥১৮।১৯॥

প্রাণের স্থিতি হইলে যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাপন্ন লোকই যথার্থ উদাসীন। ইহা সদ্‌গুরূপদেশগম্য। সাধারণতঃ উদাসীন শব্দে যাহা বুঝায় তাহা ঐরূপ অবস্থাপন্ন লোকের বাহ্য অনুকরণ মাত্র।

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥১৯

শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে একরূপ, শীতোষ্ণসুখ-দুঃখে বিকার শূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনী, যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই সন্তুষ্ট, বাসস্থানহীন *, স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥১৮,১৯॥

---

* বাস যেখানে সেখানে হউক না কেন, সদ্‌গুরুকৃপায় সাধকের মন যখন এইভাবে পরিণত হয় তখনই তিনি ভগবানের প্রকৃতভক্ত হন। ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য স্ত্রীপুত্রগৃহাদি সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার আবশ্যক নাই। গৃহে বাসকরতঃ অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও যিনি আপনাকে গৃহশূন্য মনে করেন ও এইরূপ ভাবাপন্ন হন তিনিই বীর সাধক ও ভক্ত। বাসনাই সংসার, গৃহে থাকিয়া বাসনাত্যাগ হইলেই সংসার ত্যাগ হয়, নতুবা বাসনা সত্ত্বে বনে যাইলেও নিস্তার নাই। জনকাদি ঋষিগণ অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও উক্তরূপ ভক্ত ও মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভরত রাজা রাজত্বত্যাগ করিয়া বনে যাইয়াও হরিণশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। প্রকৃত পথ পাইলে কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না, সংসারে থাকিয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০

ভক্তিযোগঃ।

যেতু যথোক্তম্ (উক্তপ্রকারম্) ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাংকুর্ব্বন্তঃ) মৎপরমাঃ (মৎ-পরায়ণাঃ) ভক্তাঃ (মদ্‌ভক্তাঃ) তে অতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

যাঁহারা উক্তবিধ এই অমৃতরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধা-শীল মৎপরায়ণ আমার ভক্ত তাঁহারা আমার অতীব প্রিয় ॥২০॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

—:○:—

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞইতি তদ্বিদঃ ॥১

শ্রীভগবান উবাচ, হে কৌন্তেয় ইদং (ভোগায়তনং) শরীরং ক্ষেত্রমিতি অভিধীয়তে [সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ]; যঃ এতদ্বেত্তি (তত্ত্বতো জানাতি) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্রজ্ঞাঃ) তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে কৌন্তেয় (সংসারের প্ররোহভূমি বলিয়া) এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, যিনি ইহাকে তত্ত্বতঃ জানেন ক্ষেত্রজ্ঞগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥১॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥২

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৩

হে ভারত, সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি: ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ [মোক্ষহেতুত্বাৎ] জ্ঞানং মম মতম্ ॥২॥

হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান (মুক্তির হেতু বলিয়া) আমার অভিমত ॥২॥

তৎ ক্ষেত্রং [স্বরূপতঃ] যৎ, যাদৃক্ [ইচ্ছাদিধর্ম্মকম্], যদ্-বিকারি (যৈঃ ইন্দ্রিয়াদিবিকারৈঃ যুক্তং), যতশ্চ [ভবতি], যৎ চ (স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈঃ ভিন্নম্ ইত্যর্থঃ) সচ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ) [স্বরূপতঃ] যঃ, যৎপ্রভাবঃ (অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ) তৎ সমাসতঃ (সংক্ষেপতঃ) মে (মত্তঃ) শৃণু ॥৩॥

সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা, যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, যে যে ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, যাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে যেরূপ ভিন্ন, আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা এবং যেরূপ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগে প্রভাবসম্পন্ন তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৩॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৪

[যৎ] ঋষিভিঃ (বশিষ্ঠাদিভিঃ) বহুধা গীতং (নিরূপিতম্) ; ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ (ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ) [বহুধা গীতম্] ; হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিমদ্ভিঃ) বিনিশ্চিতৈঃ (অসন্দিগ্ধপ্রতিপাদকৈঃ) বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (বেদৈঃ) [বহুধাগীতম্], [তৎ সংক্ষেপতঃ তুভ্যং কথয়িষ্যামি] ॥৪॥

(যাহা) বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিরূপিত হইয়াছে,ব্রহ্মসূত্র (অর্থাৎ যাহাদ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন মেরুদণ্ডস্থিত সেই সূত্র *) এবং ব্রহ্মপদ (অর্থাৎ যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞান করা যায় সেই ব্রহ্মপদ *) এই উভয় দ্বারা ঐ ঋষিগণ যাহা নানারূপে নিরূপণ করিয়াছেন, আর যাহা তাঁহারা যুক্তিবিশিষ্ট বিনিশ্চিত (অসন্দিগ্ধপ্রতিপাদক) বিবিধ বেদ সকল দ্বারা নানা প্রকারে বলিয়াছেন (তাহা সংক্ষেপে আমি তোমারে বলিতেছি) ॥৪॥

* সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬

মহাভূতানি (ভূম্যাদীনি পঞ্চ), [তৎকারণভূতঃ] অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ (জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বং), অব্যক্তং চ (মূলপ্রকৃতিঃ), এব, [বাহ্যাভ্যন্তরাণি] ইন্দ্রিয়াণি দশ, একং [মনঃ] চ, ইন্দ্রিয়-গোচরাশ্চ পঞ্চ (তন্মাত্ররূপাএব শব্দাদয়ঃ আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তঃ ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ) [তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি উক্তানি] ॥৫॥

মহাভূতসকল অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ, তাহাদের কারণভূত অহঙ্কার, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ) (এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব কথিত হইল) ॥৫॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতঃ (শরীরং) চেতনা (জ্ঞানা-ত্মিকা মনোবৃত্তিঃ) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) এতৎ সবিকারং (ইন্দ্রিয়াদি-বিকারসহিতং) ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপতঃ), উদাহৃতম্ ॥৬॥

ইচ্ছা দ্বেষ সুখদুঃখ শরীর জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তিরূপা চেতনা ও ধৈর্য্য এই ইন্দ্রিয়াদিবিকারসহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল ॥৬॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৮

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯

অমানিত্বম্ (স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্), অদম্ভিত্বম্ (দম্ভরাহিত্যম্), অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জনং), ক্ষান্তিঃ (সহিষ্ণুতা),আর্জ্জবম্, (সরলতা), আচার্য্যোপাসনং (সদ্গুরুসেবনং), [বাহ্যম্. আভ্যন্তরঞ্চ] শৌচং, স্থৈর্য্যম্ (মনসঃ স্থিরত্বম্), আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীরসংযমঃ); ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়াদিষু) বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কার এবচ, জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ; পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ (আসক্তি-শূন্যতা), অনভিষ্বঙ্গশ্চ (পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখীচ ইতি বোধশূন্যতা, ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু (ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিষু) নিত্যং সমচিত্তত্বম্ ; ময়ি চ অনন্যযোগেন (সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা) অব্যভি-চারিণী (একান্তা ভক্তিঃ), বিবিক্তদেশসেবিত্বং (বিবিক্তঃ নির্জ্জনঃ তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্), জনসংসদি (জনানাং সভায়াং) অরতিঃ (বিরাগঃ) ; অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মানম্ অধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ) তত্ত্বজ্ঞানার্থ-

মযি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১০

দর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ মোক্ষঃ তস্য দর্শনম্) এতৎ (অমানিত্ব-মিত্যাদি বিংশতি সংখ্যকম্) জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্; যৎ অতঃ অন্যথা (অস্মাদ্ বিপরীতং) [তৎ] অজ্ঞানম্ ॥৭॥৮॥৯॥১০॥১১॥

আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, পরপীড়াত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্‌গুরুসেবা, অন্তর্বহিঃশুচিতা, মনের স্থিরতা এবং শরীর-সংযম; বিষয় সকলে বৈরাগ্য, অহঙ্কাররাহিত্য এবং জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ স্পষ্ট উপলব্ধি; পুত্রদারগৃহাদিতে অনাসক্তি আর তাহাদের সুখ অথবা দুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ জ্ঞান না করা এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়েরই প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা চিত্তের একরূপত্ব; আমাতে অনন্যযোগ (অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি) দ্বারা একান্ত ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে * অবস্থিতি এবং মনুষ্য সমাজে বিরাগ; আর আত্মজ্ঞান-

---

* এই দেহের মধ্যে এমন স্থান আছে যেথানে প্রাণকে লইয়া রাখিলে নির্জ্জন অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইতে পারা যায়। তদ্‌ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থানই নাই যথায় জীব নির্জ্জন বা নিঃসঙ্গ হইতে পারে। সদ্‌গুরুর উপদেশ দ্বারা প্রাণকে ঐ স্থানে লইয়া যাইতে পারিলে মন নিঃসঙ্গ ও ভক্তি অব্যভিচারিণী হয়। পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাদিগকে ঐরূপ একাকী পাইলেই দর্শন দেন এবং দর্শন দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১১

পরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন—এই অমানিত্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; আর যাহা ইহা হইতে অন্য প্রকার অর্থাৎ ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান ॥৭॥৮॥৯॥১০॥১১॥

ফিরিতেছেন। কিন্তু আমরা এমনই ঘোর পাষণ্ড ও সংসারের কীট যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঐরূপ একাকী হইতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করি না, যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে পাই এবং এই দুর্লভ মানব জন্ম সফল করি। তিনিই সকল বিষয় সকল বিভব ও সকল সুখের আকর। তাঁহাকে পাইলে সকল অভাব সকল দুঃখ ও জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিরূপ মহাযন্ত্রণা হইতে যে চিরকালের জন্য মুক্ত হইতে পারিব ইহা ভ্রমেও আমাদিগের চিন্তাপথে উদয় হয় না। আমরা এতই বিকৃতমস্তক হইয়াছি যে আমাদের নিজের রত্নভাণ্ডার অমূল্যরত্নে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও তাহা শূন্য অথবা অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া থাকি। বস্তুতঃ এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ মহাগ্রন্থে না আছে এমন বিষয়ই নাই। আমাদের সমুদায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থে যাহা যাহা আছে তৎসমস্তেরই সার এই গীতাতে আছে। এই জন্য মহাত্মারা ইহাকে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বলিয়া থাকেন। পরন্তু ইহা কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে। তবে ইহা বুঝিবার ও বুঝাইবার লোক অতি বিরল।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥১২
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩

যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতং (মোক্ষং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি); তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে ॥১২॥

যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি; যাহা জানিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। তিনি অনাদি, পরব্রহ্ম, সৎও নহেন অসৎ ও নহেন * ॥১২॥

তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ যুক্তং) লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩॥

তিনি (ব্রহ্ম) সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট সর্ব্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখবিশিষ্ট সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥১৩॥

---

* তিনি সৎ অসৎ এতদুভয় বর্জ্জিত। ১২শ হইতে ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় যাহা বলিতেছেন তাহা বুঝা মুক্তাত্মা ব্যতীত অন্যের সাধ্যাতীত। যিনি মুক্তাত্মা তিনি নিজেই বুঝেন অন্যকে বুঝাইতে পারেন না; তবে যে উপায়ে ইহা বোধগম্য হয় তিনি সেই সাধনপ্রণালী বলিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা সাধক ক্রমশঃ উন্নতি সহকারে আপনিই বুঝিতে থাকেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে যৎ তৎ), সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্, অসক্তং (সঙ্গশূন্যং), সর্ব্বভৃৎ (সর্ব্বস্য আধারভূতং), নির্গুণং (সত্ত্বাদিগুণরহিতং) চ, গুণভোক্তৃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকং) চ ॥১৪।

তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়গণের গুণস্বরূপ রূপাদি বৃত্তিতে সেই সেই আকারে প্রকাশমান, অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সত্ত্বাদিগুণের পালক ।১৪।

ভূতানাং বহিশ্চ অন্তশ্চ তৎ এব, অচরং (স্থাবরং) চরং (জঙ্গমঞ্চ); সূক্ষ্মত্বাৎ (রূপাদিহীনত্বাৎ) তৎ অবিজ্ঞেয়ং; [অবিদুষাঞ্চ] দূরস্থং [বিদুষাং পুনঃ] অন্তিকে [নিত্যসন্নিহিতম্] ॥১৫॥

জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন; স্থাবর ও জঙ্গমও তিনি; সূক্ষ্মত্বজন্য অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়; অজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণের নিত্য সন্নিহিত ॥১৫ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৬

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৭

ভূতেষু চ অবিভক্তং বিভক্তঞ্চ ইব স্থিতং (জ্ঞানচক্ষুষা অভিন্নম্, অজ্ঞানেন ভিন্নমিব প্রতীয়মানং), জ্ঞেয়ং তৎ চ [স্থিতিকালে] ভূতভর্ত্তৃ (ভূতানাং পোষকং), [প্রলয়কালে] গ্রসিষ্ণু (গ্রসনশীলং), [সৃষ্টিকালে] প্রভবিষ্ণু চ (ভবনশীলম্)* ॥১৬॥

জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্ত রূপে অবস্থিত ; জ্ঞানীর চক্ষে অভিন্ন ও অজ্ঞানীর চক্ষে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান) ; সেই জ্ঞেয় বস্তু স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু (স্বয়ং নানা কার্য্যরূপে উৎপত্তিশীল) ॥১৬॥

তৎ জ্যোতিষাম্ (সূর্য্যাদীনাম্) অপি জ্যোতিঃ (প্রকাশকম্) [অতএব] তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরম্ (তেন অসংস্পৃষ্টম্) উচ্যতে ; জ্ঞানং [তদেব] জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যঞ্চ (জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যং চ) সর্ব্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতং (বিশেষেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্) চ ॥১৭॥

---

* সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রতি মুহূর্ত্তেই হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য সদ্গুরূপদেশগম্য।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৮

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯

তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃসকলেরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক অতএব অজ্ঞান হইতে পর অর্থাৎ তাহা কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনিই জ্ঞান তিনিই জ্ঞেয়, ও জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিত্বাদি জ্ঞান সাধন দ্বারা প্রাপ্য; এবং সমুদায় জীবের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত ॥১৭॥

ইতি (এবং) ক্ষেত্রং (মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং) তথা জ্ঞানং (অমানিত্বাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শননিত্যন্তং) জ্ঞেয়ঞ্চ (অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং) সমাসতঃ (সংক্ষেপেণ) উক্তম্; মদ্‌ভক্তঃ এতদ্বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায় (ব্রহ্মত্বায়) উপপদ্যতে ॥১৮॥

এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলিলাম। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হয় ॥১৮॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ উভৌএব অনাদী বিদ্ধি (অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং) বিকারাংশ্চ (দেহেন্দ্রিয়াদীন্) গুণান্ (ত্রীন্ গুণান্) চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি ॥১৯॥

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সত্ত্বরজ স্তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতিজাত জানিবে ॥১৯॥

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥২১

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে; পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে ॥২০॥

কার্য্য এবং কারণ ইহাদের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন; আর পুরুষ সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু বলিয়া কথিত হন ॥২০॥

হি (যতঃ) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ [সন্] প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুংক্তে; অস্য চ (পুরুষস্য) সদসদ্‌যোনিজন্মসু গুণসঙ্গঃ (গুণৈঃ ত্রিভিগু´ণৈঃ সঙ্গঃ) কারণম্ ॥২১॥

যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাতগুণ সকল ভোগ করেন কিন্তু এই পুরুষের সৎ এবং অসৎ যোনিতে যে জন্ম, তদ্বিষয়ে সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণের সংসর্গই কারণ * ॥২১॥

---

* প্রকৃতি ও পুরুষ কি এবং পুরুষ কেমন করিয়া ও কেনই বা প্রকৃতিস্থ হন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ সকলই বা কেন ও কিরূপে ভোগ করেন এবং ঐ গুণ-ত্রয়ের সঙ্গহেতু তাঁহার জন্মই বা কেন ও কিরূপে হয় এই

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২

অস্মিন্ (প্রকৃতিকার্য্যে) দেহে [বর্ত্তমানঃ অপি] পুরুষঃ পরঃ (ভিন্নঃ ন তদ্গুণৈঃ যুজ্যতে ইত্যর্থঃ) [যস্মাৎ] উপদ্রষ্টা (পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ), [তথা] অনুমন্তা (সন্নিধিমাত্রেণ অনুগ্রাহকঃ) চ, ভর্ত্তা (বিধায়কঃ), ভোক্তা (পালকঃ), মহেশ্বরঃ (ব্রহ্মাদীনামপি পতিঃ), পরমাত্মা (অন্তর্যামী) চ ইতি অপি উক্তঃ ॥২২॥

এই প্রকৃতিকার্য্যস্বরূপ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তদ্গুণে যুক্ত নহেন, যেহেতু তিনি উপদ্রষ্টা (সাক্ষিমাত্র), অনুমন্তা (অনুগ্রাহক), ভর্ত্তা (ভরণকর্ত্তা), ভোক্তা (প্রতিপালক), মহেশ্বর (ব্রহ্মাদিরও অধিপতি) এবং অন্তর্যামি স্বরূপ ইহাও উক্ত আছে * ॥২২॥

সকল বিষয় সদগুরুর উপদেশ দ্বারা সাধন মার্গে উন্নতিলাভ করিলে সাধক ক্রমশঃ নিজেই বুঝিতে পারেন।

* ২১শ শ্লোকের টীকা দেখ।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৩

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪

যঃ এবং পুরুষং বেত্তি, গুণৈঃ (ত্রিভিগুর্ণৈঃ) সহ প্রকৃতিঞ্চ [বেত্তি] সঃ সর্ব্বথা (যেন কেন প্রকারেণ, যস্যাং কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং বা) বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে [মুচ্যতে এব] ॥২৩॥

যিনি এই প্রকারে পুরুষকে জানেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন তিনি যে কোন প্রকারে অথবা যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও পুনরায় জন্মেন না অর্থাৎ মুক্ত হন ॥২৩॥

কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি (দেহেএব) আত্মনা (দিব্যচক্ষুষা) আত্মানং পশ্যন্তি, অন্যে সাংখ্যেন যোগেন (জ্ঞানযোগেন) অপরেচ কর্ম্মযোগেন [পশ্যন্তি] ॥২৪॥

কেহ কেহ ধ্যানযোগে দেহেই দিব্যচক্ষুরদ্বারা আত্মাকে দেখেন, অন্য কেহ কেহ সাংখ্য যোগ * দ্বারা আর কেহ কেহ বা (নিষ্কাম) কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন ॥২৪॥

---

* কর্ম্ম যোগ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে সাংখ্য কহে। এই নিমিত্তই ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ । ৫ম শ্লোকে ভগবান সাংখ্যকে ও যোগকে একই বলিয়াছেন । কর্ম্মযোগ সদ্‌গুরূপদেশগম্য ।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬

অন্যেতু এবং (সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ আত্মানং সাক্ষাৎ কর্ত্তুম্) অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ (আচার্য্যেভ্যঃ উপদেশতঃ) শ্রুত্বা উপাসতে; তেঽপি চ শ্রুতিপরায়ণাঃ (উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তঃ) মৃত্যুম্ অতিতরন্তি এব ॥২৫॥

কিন্তু কেহ কেহ এই প্রকারে অর্থাৎ সাংখ্যযোগাদি দ্বারা আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানিয়া আচার্য্যাদির নিকট উপদেশ ক্রমে শুনিয়া উপাসনা করেন; তাঁহারা উপদেশশ্রবণ-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু অতিক্রম করেন ॥২৫॥

হে ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং (যৎকিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং) সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ বিদ্ধি ॥২৬॥

হে ভরতর্ষভ, যে কিছু স্থাবর জঙ্গম সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তৎ সমুদায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে হয় জানিও ॥২৬॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥২৯

সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং (নির্ব্বিশেষস্বরূপেণ যথাতথা) তিষ্ঠন্তং, বিনশ্যৎসু [অপি] অবিনশ্যন্তং, পরমেশ্বরং (পরমাত্মানং) যঃ পশ্যতি সঃ [সম্যক্] পশ্যতি ; [নাণ্যঃ] ॥২৭॥

সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থিত, এবং ভূতগণের বিনাশে অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি দেখেন তিনিই সম্যক্ দেখেন ॥২৭॥

সর্ব্বত্র (ভূতমাত্রে) সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং (পরমাত্মানং) পশ্যন্ আত্মনা [সচ্চিদানন্দরূপম্] আত্মানং ন হিনস্তি (ক্লিশ্নাতি), ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥২৮॥

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মদর্শনকারী ব্যক্তি আপনাকে কষ্ট দেন না তজ্জন্য শ্রেষ্ঠ গতি (মুক্তি) লাভ করেন ॥২৮॥

যশ্চ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যাএব সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) ক্রিয়মাণানি তথা আত্মানম্ অকর্ত্তারং পশ্যতি সঃ (সম্যক্) পশ্যতি ॥২৯॥

প্রকৃতিই সর্ব্ব-প্রকারে কার্য্য করিতেছেন এবং আত্মা অকর্ত্তা ইহা যিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যক্ দেখেন ॥২৯॥

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩০

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ (ভূতানাং পৃথগ্‌ভাবং ভেদম্) একস্থম্ (একমাত্রে ব্রহ্মণি এব স্থিতম্) অনুপশ্যতি (আলোকয়তি) তত এব (তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ এব) [ভূতানাং] বিস্তারং চ [অনুপশ্যতি], তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মৈব ভবতি) ॥৩০॥

যখন ভূতগণের পৃথগ্‌ভাবকে একস্থ অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মে অবস্থিত অবলোকন করেন * এবং তাঁহা হইতেই ভূতগণের বিস্তার অবলোকন করেন তখন তিনি ব্রহ্মই হয়েন ॥৩০॥

হে কৌন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ং পরমাত্মা অব্যয়ঃ (অবিকারী); শরীরস্থোঽপি ন করোতি, [কর্ম্মফলৈঃ] ন লিপ্যতে ॥৩১॥

হে কৌন্তেয়, অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব জন্য এই পরমাত্মা অবিকারী, এবং শরীরে অবস্থিত থাকিয়াও কিছুই করেন না এবং কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥৩১॥

---

* ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩১শ শ্লোক দেখ।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩

যথা সর্ব্বগতম্ (পঙ্কাদিষু অপি স্থিতম্) আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ (অসঙ্গত্বাৎ) [পঙ্কাদিভিঃ] ন উপলিপ্যতে, তথা সর্ব্বত্র (উত্তমে মধ্যমে অধমে বা) দেহে অবস্থিতঃ [অপি] আত্মা ন উপলিপ্যতে (দৈহিকৈঃ দোষগুণৈঃ ন যুজ্যতে) ॥৩২॥

যেমন সর্ব্বগত অর্থাৎ পঙ্কাদিতেও অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্মত্ব জন্য পঙ্কাদি দ্বারা লিপ্ত হয় না সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার (উত্তম মধ্যম বা অধম) দেহে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মা দৈহিক দোষগুণ দ্বারা লিপ্ত হন না ॥৩২॥

হে ভারত, যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি ॥৩৩॥

হে ভারত, যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশিত করেন সেইরূপ ক্ষেত্রী অর্থাৎ পরমাত্মা সমুদায় ক্ষেত্র অর্থাৎ মহাভূতাদি প্রকাশিত করিতেছেন ॥৩৩॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৪

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ।

এবং (উক্তপ্রকারেণ) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং (ভেদং) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ (ভূতানাং প্রকৃতিঃ তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষোপায়ং) জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুঃ তে পরং [পদং] যান্তি ॥৩৪॥

উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং জীবগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা যাঁহারা জানিতে পারেন তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥৩৪॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

—ঃ○ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধি মিতোগতাঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ, জ্ঞানানাং (তপঃকর্ম্মবিষয়কানাং) [মধ্যে] উত্তমং পরং (পরমাত্মনিষ্ঠং) জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ (দেহবন্ধনাৎ) পরাং সিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তপঃকর্ম্মাদিবিষয়ক জ্ঞান সকলের মধ্যে উত্তম পরমাত্ম নিষ্ঠ জ্ঞান পুনরায় বলিব। যাহা জানিয়া মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥১॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ব্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়) মম সাধর্ম্ম্যং (মদ্রূপত্বম্) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] সর্গেঽপি (সৃষ্টিকালেঽপি) ন উপজায়ন্তে (ন উৎপদ্যন্তে) প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ (প্রলয়-দুঃখং ন অনুভবন্তি) ॥২॥

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হন না এবং প্রলয় কালেও প্রলয়-দুঃখ অনুভব করেন না ॥২॥

হে ভারত, [অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ] মহৎ, [বৃংহিতত্বাৎ] ব্রহ্ম মম যোনিঃ (গর্ভাধানস্থানং); তস্মিন্ অহং গর্ভং (জগদ্‌বিস্তারহেতুং চিদাভাসং) দধামি (নিক্ষিপামি) ততঃ (গর্ভাধানাৎ) সর্ব্বভূতানাং (ব্রহ্মাদীনাং) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) ভবতি ॥৩॥

হে ভারত, মহৎ (পরিচ্ছেদশূন্য) ব্রহ্ম আমার যোনি (গর্ভাধান স্থান), এবং তাহাতেই আমি গর্ভ (জগদ্‌বিস্তারের হেতুস্বরূপ চিদাভাস) ক্ষেপণ করি, তাহাহইতেই ব্রহ্মাদি ভূত-সকলের উৎপত্তি হয় ॥৩॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬

হে কৌন্তেয় সর্ব্বযোনিষু (মনুষ্যাদ্যাসু) যাঃ মূর্ত্তয়ঃ (স্থাবর-জঙ্গমাত্মিকাঃ) সম্ভবন্তি, তাসাং (মূর্ত্তীনাং) মহৎ ব্রহ্ম যোনিঃ (মাতৃস্থানীয়া) অহং বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্ত্তা) পিতা ॥৪॥

হে কৌন্তেয়, মনুষ্যাদি যোনিসকলে স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয় মহদ্‌ব্রহ্ম তাহাদের যোনি (মাতৃস্থা-নীয়া) এবং আমি বীজপ্রদ (গর্ভাধানকর্ত্তা) পিতা ॥৪॥

হে মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ দেহে অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) দেহিনং নিবধ্নন্তি (স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তি) ॥৫॥

হে মহাবাহো, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহে স্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে সুখদুঃখ মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে ॥৫॥

হে অনঘ, তত্র (তেষাং গুণানাং মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (স্বচ্ছত্বাৎ) [জ্ঞানস্য] প্রকাশকম্ অনাময়ং (নিরুপদ্রবং শান্তং) সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি ॥৬॥

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮

হে অপাপ, সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্বহেতু (জ্ঞানের) প্রকাশক এবং অনাময় (শান্ত) সত্ত্বগুণ (দেহীকে) সুখসঙ্গ দ্বারা (সুখে আসক্তি দ্বারা) এবং জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা (জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা) বদ্ধ করে ।।৬।।

হে কৌন্তেয়, রজঃ রাগাত্মকং (অনুরাগাত্মকং) তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং বিদ্ধি, তৎ দেহিনং কর্ম্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি ।।৭।।

হে কৌন্তেয়, রজোগুণকে রাগাত্মক অর্থাৎ অনুরাগাত্মক এবং তৃষ্ণা * ও সঙ্গ † হইতে উৎপন্ন জানিও; তাহা দেহীকে কর্ম্ম সকলের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।।৭।।

হে ভারত, তমস্তু অজ্ঞানজং [অতএব] সর্ব্বদেহিনাং মোহনং (ভ্রান্তিজনকং) বিদ্ধি, তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ দেহিনং নিবধ্নাতি। (প্রমাদঃ অনবধানম্,আলস্যম্ অনুদ্যমঃ নিদ্রা চিত্তস্য অবসাদঃ) ॥৮॥

হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত এজন্য সকল প্রাণীর ভ্রান্তি-জনক জানিও। ইহা অনবধানতা, অনুদ্যম ও চিত্তের অবসন্নতা দ্বারা দেহীদিগকে আবদ্ধ করে ॥৮॥

---

* তৃষ্ণা—অভিলাষ। † সঙ্গ—আসক্তি।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত ।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০

হে ভারত, সত্ত্বং [দেহিনং] সুখে সঞ্জয়তি (সংশ্লেষয়তি) ; রজঃ কর্ম্মণি [সঞ্জয়তি], তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে উত সঞ্জয়তি ॥৯॥

হে ভারত, সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে সংশ্লিষ্ট করে, রজোগুণ কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট করে আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে ॥৯॥

হে ভারত, সত্ত্বং রজস্তমশ্চ অভিভূয় (তিরস্কৃত্য) ভবতি (অদৃষ্টবশাৎ উদ্‌ভবতি), রজঃ সত্ত্বং তমশ্চ [অভিভূয় উদ্‌ভবতি] তথা তমঃ সত্ত্বং রজশ্চ [অভিভূয় উদ্ভবতি] ॥১০॥

হে ভারত, জীবের অদৃষ্টবশে রজঃ এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া সত্ত্বগুণ উদ্‌ভূত হয় ; সত্ত্ব এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া রজোগুণ উদ্‌ভূত হয় ; আর সত্ত্ব এবং রজোগুণকে পরাভূত করিয়া তমোগুণ উদ্‌ভূত হয় ॥১০॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২

যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (শ্রোত্রাদিষু) জ্ঞানং (জ্ঞানাত্মকঃ) প্রকাশঃ উপজায়তে, তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ ॥১১॥

যখন এই দেহে (শ্রোত্রাদি) সর্ব্বদ্বারে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয় তখন সত্ত্বগুণকে বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত জানিবে * ॥১১॥

হে ভরতর্ষভ, লোভঃ (বহুধা ধনাদ্যাগমেঽপি পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ) প্রবৃত্তিঃ (নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপা) কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ (মহাগৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ) অশমঃ (ইদং কৃত্বা ইদং করিষ্যামীত্যাদি সংকল্পবিকল্পানুপরমঃ) স্পৃহা (দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু জিঘৃক্ষা) এতানি [লিঙ্গানি] রজসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে ॥১২॥

হে ভরতর্ষভ, লোভ (বহু ধনাগমেও বারংবার ধনবর্দ্ধনেচ্ছা), প্রবৃত্তি (সর্ব্বদা কর্ম্মকরণেচ্ছা), কর্ম্ম সকলের আরম্ভ (অট্টালিকাদি নির্ম্মাণোদ্যম), অশম (ইহা করিয়া ইহা করিব ইত্যাদি রূপ সংকল্পের অনিবার্য্যতা), এবং স্পৃহা (দৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই গ্রহণেচ্ছা) এই সকল চিহ্ন রজোগুণ বৰ্দ্ধিত হইলেই জন্মে ॥১২॥

---

* সাধক যখন কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থিত হন তখন তিনি

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহএব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪

হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ (বিবেকভ্রংশঃ), অপ্রবৃত্তিশ্চ (অনুদ্যমঃ), প্রমাদঃ (কর্ত্তব্যানুসন্ধানরাহিত্যং), মোহঃ (মিথ্যাভিনিবেশঃ) এব চ এতানি তমসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে ॥১৩॥

হে কুরুনন্দন, বিবেকভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্ত্তব্যের অনুসন্ধানরাহিত্য ও মিথ্যাভিনিবেশ এই সকল চিহ্ন তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উৎপন্ন হয় ॥১৩॥

যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভৃৎ (জীবঃ) প্রলয়ং (মৃত্যুং) যাতি তদা উত্তমবিদাম্ (উত্তমান্ বিন্দতি উপাসতে ইতি উত্তমবিদঃ তেষাম্) অমলান্ (প্রকাশময়ান্) লোকান্ প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) (তস্য পরমা গতিঃ ভবতীত্যর্থঃ) ॥১৪॥

যদি সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তখন সে উত্তম উপাসকাদগের প্রকাশময় লোক সকল প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহার উত্তম গতি হয়) ॥১৪॥

প্রত্যেক বিষয় হইতেই প্রকৃত জ্ঞানের আভাস পান এবং তাঁহার পক্ষে আত্মজ্ঞান অতি সুলভ হয়। ১৮শ শ্লোক ও তৎটীকা দেখ।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখ মজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬

রজসি [বিবৃদ্ধে সতি] প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যুং প্রাপ্য) কর্ম্ম-সঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু) জায়তে ; তথা তমসি [বিবৃদ্ধে সতি] প্রলীনঃ (মৃতঃ) মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদিষু) জায়তে ॥১৫॥

রজোগুণের বিবৃদ্ধি সময়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য-লোকে জন্মে এবং তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে মৃত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্মে ॥১৫॥

সুকৃতস্য (সাত্ত্বিকস্য) কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং (প্রকাশবহুলং) সাত্ত্বিকং (সত্ত্বপ্রধানং) ফলম্ [পণ্ডিতাঃ] আহুঃ ; রজসঃ তু (রাজসস্য তু কর্ম্মণঃ) দুঃখং ফলং [আহুঃ]; তমসঃ (তামসস্য কর্ম্মণঃ) অজ্ঞানং (মূঢ়ত্বং) ফলম্ [আহুঃ] ॥১৬॥

সুকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ম্মের সত্ত্বপ্রধান নির্ম্মলতাই ফল, [ইহা পণ্ডিতেরা] কহিয়াছেন ; রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ মূঢ়ত্ব ॥১৬॥

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥১৭
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥১৮

সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সংজায়তে, রজসশ্চ লোভঃ এব, তমসঃ অজ্ঞানম্ প্রমাদমোহৌচ এব ভবতঃ॥১৭॥

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, রজঃ হইতে লোভই জন্মে এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও অবিবেক জন্মে॥১৭॥

সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ) ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি; রাজসাঃ (তৃষ্ণাদ্যাকুলাঃ) মধ্যে তিষ্ঠন্তি; জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টস্য তমোগুণস্য প্রমাদমোহাদিবৃত্তৌ স্থিতাঃ) তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি॥১৮॥

সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে থাকে, আর নিকৃষ্টগুণাবলম্বী তামসেরা (তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিরা) অধঃপথে গমন করে *॥১৮॥

---

* আজ্ঞাচক্রের নীচে কণ্ঠ পর্যান্ত সত্ত্বগুণের স্থান, কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত রজোগুণের স্থান এবং নাভির নীচে তমোগুণের স্থান। যিনি সদ্গুরূপদেশের দ্বারা হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রস্থিত কূটস্থে থাকিতে পারেন তিনিই ত্রিগুণাতীত। সাধনদ্বারা কণ্ঠের ঊর্দ্ধে থাকিতে পারিলেই রজস্তমঃ অতিক্রম করিয়া কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থান করা যায় এবং তখনই

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০

যদা দ্রষ্টা [জ্ঞানচক্ষুষা] গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি (গুণাএব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ইতি পশ্যতি), গুণেভ্যশ্চ পরং (ব্যতিরিক্তং, তৎসাক্ষিণম্ আত্মানং) বেত্তি তদা সঃ মদ্ভাবম্ (ব্রহ্মত্বম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥১৯॥

যখন জ্ঞানী ব্যক্তি গুণ ব্যতিরিক্ত অন্য কর্ত্তাকে না দেখেন অর্থাৎ গুণসকলই কর্ম্ম করিতেছে, তিনি কিছুই করিতেছেন না এইরূপ দেখেন এবং গুণ সকল হইতে পর অর্থাৎ তৎসাক্ষী আত্মাকে জানেন তখন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥১৯॥

দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ [সন্] দেহী অমৃতম্ (পরমানন্দম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥২০॥

দেহ সমুদ্ভব এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু-জরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহী পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥২০

সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থা আর তখনই দেহের সকল দ্বারে জ্ঞান প্রকাশ পায়। ১১শ শ্লোক দেখ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতোভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২

অর্জ্জুনঃ উবাচ, হে প্রভো, [দেহী] কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কীদৃশৈঃ আত্মচিহ্নৈঃ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি? কিমাচারঃ (কঃ আচারঃ অস্য ইতি কিমাচারঃ, কথং বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে ॥২১॥

অর্জ্জুন কহিলেন, প্রভো, দেহী কীদৃশ চিহ্ন দ্বারা এই তিন গুণের অতীত হন? তাঁহার আচার কিরূপ? এবং কি উপায় দ্বারা এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন ॥২১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পাণ্ডব, প্রকাশং (সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ ইতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং), প্রবৃত্তিঞ্চ (রজঃ কার্য্যং), মোহমেবচ (তমঃকার্য্যং), [এতানি সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং] সংপ্রবৃত্তানি (স্বতঃ প্রবৃত্তানি) [সন্তি] [যঃ] ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি চ [সন্তি] ন কাঙ্ক্ষতি, [সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে] ॥২২॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব, প্রকাশ (সত্ত্বকার্য্য) প্রবৃত্তি (রজঃকার্য্য) এবং মোহ (তমঃকার্য্য) এই সকল গুণকার্য্য প্রবৃত্ত হইলে যিনি দ্বেষ না করেন, এবং নিবৃত্ত থাকিলে আকাঙ্ক্ষাও না করেন অর্থাৎ গুণকার্য্যের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি চান না, [তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন] ॥২২॥

যঃ উদাসীনবৎ (সাক্ষিতয়া) আসীনঃ (স্থিতঃ সন্) গুণৈঃ (গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ) ন বিচাল্যতে (স্বরূপাৎ ন প্রচ্যবতে) [অপিতু] গুণাঃ (গুণেষেব) বর্ত্তন্তে ইত্যেবং (মত্বা) অবতিষ্ঠতি, ন চ ইঙ্গতে (চলতি) [সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে] ॥২৩॥

যিনি উদাসীনবৎ * অর্থাৎ সাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকিয়া সুখদুঃখাদি গুণকার্য্যসকলকর্ত্তৃক বিচালিত হন না; গুণ সকল (কেবল) স্বীয় স্বীয় কার্য্যেই আছে এইরূপ মনে করিয়া অবস্থান করেন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে, তিনি কিছুই করিতেছেন না এই রূপ মনে করেন) ও বিচলিত হন না (তাঁহাকে গুণাতীত বলে) ॥২৩॥

---

* ১২শ অধ্যায় ১৬শ শ্লোকের টীকা দেখ। এই শ্লোকে যাহা বলিতেছেন ৩য় অধ্যায় ২৮শ শ্লোকেও সেই কথা বলিয়াছেন।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারি পক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫

যঃ সমদুঃখসুখঃ,স্বস্থঃ (স্বরূপে আত্মনি এব স্থিতঃ),সমলোষ্টাশ্ম-কাঞ্চনঃ, তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ, ধীরঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ), তুল্যনিন্দাত্ম-সংস্তুতিঃ [সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে] ॥২৪॥

যিনি সুখ ও দুঃখ সমান মনে করেন, আত্মাতে অবস্থিত থাকেন, লোষ্ট প্রস্তর ও সুবর্ণে সমান জ্ঞান করেন, প্রিয় ও অপ্রিয় তুল্য বোধ করেন, ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন এবং নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য বোধ করেন (তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন) ॥২৪॥

যঃ মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্ব্বা-রম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বান্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ) সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

যিনি মানাপমানে সমভাব, মিত্র ও শত্রু পক্ষে সমান এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্যমত্যাগী তাঁহাকে গুণাতীত বলে ॥২৫॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥১৭

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ।

যশ্চ মাম্ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন (অনন্যভক্তিযোগেন) সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি) ॥২৬॥

এবং যিনি আমাকে একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা* সেবা করেন, তিনি এই সকল গুণ বিশেষরূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥২৬॥

হি (যতঃ) অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ) [তথা] অব্যয়স্য (নিত্যস্য) অমৃতস্য (মোক্ষস্য) চ শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ [প্রতিষ্ঠা] [পরমানন্দরূপত্বাৎ] ॥২৭॥

যেহেতু আমি ব্রহ্মের স্থিতিস্থান (অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি), এবং নিত্য অমরপদের অর্থাৎ মোক্ষের ও সনাতন ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখেরও (স্থিতিস্থান) ॥২৭॥

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

---

* ১১শ অধ্যায় ৫৪শ শ্লোকের টীকা দেখ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

—:○:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

শ্রীভগবান্ উবাচ, উর্দ্ধমূলম্ (উর্দ্ধম্ আজ্ঞাচক্রাৎ সহস্রার-পর্য্যন্তং মূলং যস্য তম্) অধঃশাখম্ (অধঃ আজ্ঞাচক্রস্য নিম্নে শাখা যস্য তম্) [প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাৎ] অব্যয়ম্ (দেহম্) অশ্বত্থং (শ্বঃপ্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি) প্রাহুঃ ; ছন্দাংসি (বেদাঃ) যস্য পর্ণানি (ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ দেহস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়াঃ বেদাঃ), তং (এবম্ভূতম্ অশ্বত্থং) যঃ বেদ, সঃ [এব] বেদবিৎ ॥১॥

ঊর্দ্ধে (আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত) যাহার মূল এবং অধঃ (আজ্ঞাচক্রের নিম্নে) যাহার শাখা আর প্রলয়ানন্তর পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিহেতু প্রবাহরূপে বিচ্ছেদাভাববশতঃ অব্যয় এতাদৃশ দেহকে অশ্বত্থ (পরদিন প্রভাত পর্য্যন্তও যাহা থাকিবে না) বলেন, বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়হেতু যাহার পত্র ; এতাদৃশ দেহরূপ অশ্বত্থকে যিনি জানেন তিনিই বেদবিৎ ॥১॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২

যস্য চ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ জলসেচনৈরিব বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ) বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়াঃ কামাঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়াঃ যাসাং) শাখাঃ [আজ্ঞাচক্রস্য] অধঃ ঊর্দ্ধং (আজ্ঞাচক্রপর্য্যন্তং) চ প্রসৃতাঃ (বিস্তৃতাঃ) ; মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি (কর্ম্মৈব অনুবন্ধি উত্তরভাবি বন্ধনহেতু যেষাং তানি) মূলানি (আজ্ঞাচক্রস্য) অধশ্চ ঊর্দ্ধং (আজ্ঞাচক্রপর্য্যন্তং) চ অনুসন্ততানি (বিরূঢ়ানি) [আজ্ঞাচক্রাৎ সহস্রারপর্য্যন্তং যৎ মূলং তত্তু ন কর্ম্মানুবন্ধি] ।।২।।

যাহার শাখাসকল সত্ত্বাদি-গুণরূপ-জলসেচনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, কামনারূপ পল্লববিশিষ্ট এবং আজ্ঞাচক্রের অধঃ এবং ঊর্দ্ধে (আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত) বিস্তৃত আছে ; মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধি মূলসকল আজ্ঞাচক্রের অধঃ এবং ঊর্দ্ধদিকে (আজ্ঞাচক্রপর্য্যন্ত) বিস্তৃত রহিয়াছে * (যেমন বটবৃক্ষের ঝুরি) ॥২॥

---

* যে সকল মূল জীবকে কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করে তৎসমুদায় গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন, সুতরাং আজ্ঞাচক্রের অধঃস্থিত। ১৪শ অধ্যায় ১৮শ শ্লোকের টীকা দেখ। কিন্তু আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধস্থ মূল কর্ম্মানুবন্ধি নহে ; কারণ ঐ মূল ত্রিগুণের অতীত।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।

ইহ (সংসারে) [স্থিতৈঃ প্রাণিভিঃ] অস্য দেহস্য রূপং (স্বরূপং তত্ত্বং বা) ন উপলভ্যতে ; তথা চ অন্তঃ [অবসানম্ প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাৎ] ন আদিঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) নচ সংপ্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ)। এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ (আত্মসঙ্গেন) ছিত্ত্বা ততঃ [তস্য মূলভূতং] তৎ পদং (বস্তু) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষ্টব্যম্) ; যস্মিন্ গতাঃ (যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি ॥ যতঃ এষা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ (সংসারপ্রবৃত্তিঃ) প্রসৃতা (বিস্তৃতা) তমেব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) [ইত্যেবং একান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ] ॥৩,৪॥

ইহলোকে এই দেহের রূপ (অর্থাৎ স্বরূপ বা তত্ত্ব) উপলব্ধ হয় না ; সেইরূপ ইহার অন্ত (অবসান) আদি (উৎপত্তিহেতু) এবং স্থিতিও উপলব্ধ হয় না। এই বদ্ধমূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অসঙ্গ-

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫

শস্ত্র (ইন্দ্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মসঙ্গরূপ শস্ত্র) দ্বারা ছেদন করিয়া পরে (তাহার মূলভূত) সেই বস্তু অন্বেষণ করিতে হইবে। যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। যাহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি অর্থাৎ চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে সেই আদ্য পুরুষকেই শরণ লইলাম [এইরূপ একান্ত ভক্তিদ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে] ॥৩।৪॥

নির্ম্মানমোহাঃ (নির্গতৌ মানমোহৌ অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যঃ তে), জিতসঙ্গদোষাঃ (জিতঃ ইন্দ্রিয়সঙ্গরূপঃ দোষঃ যৈঃ তে), অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিতাঃ), বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামঃ যেভ্যঃ তে) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ (সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি তৈঃ) বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ (নিবৃত্তা-বিদ্যাঃ) [সন্তঃ] তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ।।৫॥

মান অর্থাৎ অহঙ্কার এবং মোহ অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ যাঁহা-

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭

দের নাই, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ে আসক্তিরূপ দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবিশিষ্ট, যাঁহাদের কামনা বিশেষরূপে নিবৃত্তি পাইয়াছে, যাঁহারা সুখদুঃখনামক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত এতাদৃশ অমূঢ় অর্থাৎ অবিদ্যাবিরহিত সাধুগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ॥৫॥

যৎ [পদং] গত্বা (প্রাপ্য) [যোগিনঃ] ন নিবর্ত্তন্তে তৎ [পদং] সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) ন শশাঙ্কঃ ন চ পাবকঃ, [ভাসয়তে] তৎ মম পরমং ধাম ॥৬॥

যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন না, সেই পদকে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারে না; এবং সেই আমার পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ ॥৬॥

মম এব অংশঃ অয়ং [অবিদ্যয়া] জীবভূতঃ সনাতনঃ (সদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ) প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি (মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি) জীবলোকে [সংসারোপভোগার্থং] কর্ষতি ॥৭॥

আমারই অংশ এই সনাতন অর্থাৎ সদা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮

অবিদ্যাকৃত জীব, প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জীব-লোকে সংসারের উপভোগার্থ আকর্ষণ করে * ॥৭॥

ঈশ্বরঃ (দেহাদীনাং স্বামী) যৎ (যদা) শরীরম্ (কর্ম্মবশাৎ শরীরান্তরম্) অবাপ্নোতি, যৎ (যতশ্চ শরীরাৎ) চাপি উৎক্রামতি, [তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাৎ] এতানি গৃহীত্বা সংযাতি ; আশয়াৎ (স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ) গন্ধান্ [গৃহীত্বা] বায়ুঃ ইব ॥৮॥

ঈশ্বর অর্থাৎ দেহাদির স্বামী জীব যখন কর্ম্মবশে শরীরান্তর প্রাপ্ত হন অথবা যখন যে শরীর হইতে যাহাতে গমন করেন, তৎকালে পূর্ব্ব শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া যান ; যেমন বায়ু আশয় অর্থাৎ কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেই রূপ ॥৮॥

---

* ১৩শ অধ্যায় ২১শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ। প্রকৃতি মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্থান। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইলে জীবাখ্যা ধারণ করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসার উপভোগ করেন। সদ্‌গুরূ-পদেশগম্য।

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০

অয়ং (জীবঃ) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেবচ (এতানি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি) মনশ্চ (অন্তঃকরণং) অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) উপসেবতে ॥৯॥

এই জীব কর্ণ চক্ষুঃ ত্বক্ রসনা নাসিকা এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন॥৯

উৎক্রামন্তং (দেহাৎ দেহান্তরং গচ্ছন্তং) বা (অথবা) [তস্মিন্নেব দেহে] স্থিতম্ অপি [বিষয়ান্] ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং (ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং) [জীবং] বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি ; জ্ঞানচক্ষুষঃ (আত্মজ্ঞানিনঃ) পশ্যন্তি ॥১০॥

দেহান্তরগমনকারী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত অথবা বিষয় ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদিগুণবিশিষ্ট জীবকে মূঢ়েরা দেখিতে পায় না কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা দেখিতে পান ॥১০॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২

যতন্তঃ (প্রযতমনাঃ) যোগিনঃ এনম্ (আত্মানম্) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতং (বিবিক্তং) পশ্যন্তি ; যতন্তঃ (যত্নং কুর্ব্বাণাঃ) অপি অকৃতাত্মানঃ (আত্মানমজানন্তঃ) [অতএব] অচেতসঃ (মন্দ-মতয়ঃ) এনং ন পশ্যন্তি ।।১১॥

সংযতচিত্ত যোগিগণ এই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দেখেন ; চিত্তসংযম করিতে যত্নশীল হইলেও আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ (অতএব) মন্দমতিগণ ইহাঁকে দেখিতে পায় না ।।১১।।

আদিত্যগতং যৎ তেজঃ, চন্দ্রমসি চ যৎ [তেজঃ] অগ্নৌ চ যৎ [তেজঃ] অখিলং জগৎ ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) তত্তেজঃ মামকং বিদ্ধি ।।১২।।

সূর্য্যস্থ যে তেজ, চন্দ্রমাতে যে তেজ, অগ্নিতে যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে সেই তেজ আমার জানিও ।।১৩।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৪

অহং চ ওজসা (বলেন) গাম্ (পৃথিবীম্) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) ভূতানি ধারয়ামি ; রসাত্মকঃ (রসময়ঃ) সোমশ্চ ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি (সংবর্দ্ধয়ামি) ॥১৩॥

আমি বল দ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত সকল ধারণ করি এবং রসময় চন্দ্র হইয়া সমুদয় ওষধি সংবর্দ্ধিত করি । ১৩॥

অহং বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নিঃ) ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ (প্রবিশ্য) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ চতুর্বিধম্ অন্নং পচামি ॥১৪॥

আমি বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণি-গণের ভুক্ত চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি * ।১৪॥

---

* যাঁহারা প্রকৃত পথ পাইয়াছেন তাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আপনা আপনিই ইহা বুঝিতে পারেন। ভগবান্ গীতাতে যে সকল কথা বলিয়াছেন সদ্‌গুরুর উপদেশ পাইলে ঐ সকল কথা নিজ অনুভবের দ্বারা সাধক ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ ও যথার্থ বোধ করিয়া থাকেন। মন সর্ব্বদাই সুখলাভের জন্য লালায়িত ও

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫

অহং সর্ব্বস্য (প্রাণিজাতস্য) হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্যামিরূপেণ প্রবিষ্টঃ) [অতঃ] মত্তঃ [এব হেতোঃ] [পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া] স্মৃতিঃ, [বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং] জ্ঞানং, অপোহনঞ্চ (তয়োঃ প্রলয়শ্চ) [ভবতি]। সর্ব্বৈঃ বেদৈশ্চ অহমেব [তত্তৎ দেবতা-রূপেণ] বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ (তত্তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ জ্ঞানদঃ গুরুঃ) বেদবিৎ চ অহমেব ॥১৫॥

ব্যতিব্যস্ত হইয়া এক বস্তু হইতে বস্ত্বন্তরে আসক্ত হইতেছে কিন্তু কোন কিছুতেই প্রকৃত সুখ অর্থাৎ শান্তি পাইতেছে না ; সুতরাং সুখদায়ক বলিয়া এইমুহূর্ত্তে যেটিকে আশ্রয়করে পরক্ষণেই তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া অন্য আর একটির অন্বেষণ করে। এই চঞ্চল মন কোথায় ও কিরূপে অবিচলিতভাবে স্থির হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারে, সেই রহস্য সাধক সদ্‌গুরুকৃপায় নিজ অনুভবের দ্বারা গীতা হইতে ক্রমশঃ যতই জানিতে থাকেন ততই তাঁহার গীতার উপর আস্থা ও ভক্তি বাড়িতে থাকে ও ভগবদ্‌বাক্যে অচল অটল বিশ্বাস জন্মিতে থাকে। নতুবা কেবল কথায় বিশ্বাস কয়দিন থাকে ?

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭

আমি সমুদায় প্রাণিগণের হৃদয়ে (অন্তর্যামিরূপে) প্রবিষ্ট আছি, অতএব আমা হইতেই [পূর্ব্বানুভবজনিত] স্মৃতি, [বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজনিত] জ্ঞান এবং ঐ দুয়ের বিলোপ সাধিত হয় ; সমুদায় বেদদ্বারা আমিই [সেই সেই দেবতারূপে] জ্ঞাতব্য এবং আমি বেদান্তকৃৎ অর্থাৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরু এবং বেদার্থবেত্তা ॥১৫॥

ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চ [ইতি] দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে [প্রসিদ্ধৌ] ; তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ [পুরুষঃ], কূটস্থঃ (কূটে দেহে নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতি যঃ সঃ) অক্ষরঃ [পুরুষঃ] উচ্যতে [বিবেকিভিরিতি শেষঃ] ॥১৬॥

ক্ষর এবং অক্ষর নামে এই দুইটী পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ ; তাহার মধ্যে সমুদায় ভূতগণ ক্ষর পুরুষ আর কূটস্থ (শুদ্ধ চৈতন্য) অক্ষর পুরুষ বলিয়া উক্ত হন ॥১৬॥

[এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্] অন্যঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (উক্তঃ) [শ্রুতিভিরিতি শেষঃ] ; যঃ ঈশ্বরঃ অব্যয়শ্চ (নির্ব্বিকারএব সন্) লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি (পালয়তি) ॥১৭॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৮

এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন * ; যিনি ঈশ্বর ও নির্ব্বিকার এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন ॥১৭॥

যস্মাৎ [নিত্যমুক্তত্বাৎ] অহং ক্ষরম্ অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ) অক্ষরাৎ অপি উত্তমশ্চ ; অতঃ লোকে বেদেচ পুরুষোত্তমঃ [ইতি] প্রথিতঃ অস্মি ॥১৮॥

যেহেতু, আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম এই জন্য আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি ॥১৮॥

---

* এখানে ভগবান্ তিনটি অবস্থার কথা বলিলেন, ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম, ক্ষর এবং অক্ষরের অতীত অবস্থা। পরশ্লোক দেখ। ইহার তাৎপর্য্য জানা সাধনসাপেক্ষ। যেহেতু এ অবস্থা সাধকের নিজবোধরূপ। সদ্গুরুর কৃপায় যাঁহার মোহ একেবারে গিয়াছে তিনি ব্যতীত অন্যে জানিতে পারে না। ১৯শ শ্লোক দেখ।

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

পুরুষোত্তমযোগঃ।

হে ভারত, এবম্ (উক্ত প্রকারেণ) অসংমূঢ়ঃ (বিগতসংমোহঃ) [সন্] যঃ মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, সঃ সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) [সন্] সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারেণ) মাম্ [এব] ভজতি ।১৯॥

হে ভারত, এইরূপে নিশ্চিতমতি হইয়া যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন তিনি সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করেন এবং অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ হন ॥১৯॥

হে অনঘ (ব্যসনশূন্য) ভারত, ইতি (অনেন সংক্ষেপ-প্রকারেণ) গুহ্যতমম্ (অতি রহস্যং সম্পূর্ণম্) ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্; [যঃ কোঽপি] এতৎ (মদুক্তং) বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ (সম্যক্‌জ্ঞানী) স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ [স্যাৎ] ॥২০॥

হে ব্যসনশূন্য ভারত, এই অতি সংক্ষেপ প্রকারে পরম গুহ্য এই শাস্ত্র আমি বলিলাম; যে কেহ ইহা বুঝিয়া সম্যক্ জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয় ॥২০॥

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

—ঃ০ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥১

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে ভারত, অভয়ং (ভয়াভাবঃ) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তপ্রসন্নতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং (পরোপকারার্থম্) দমঃ (ইন্দ্রিয়সংযমঃ) যজ্ঞঃ, (ইজ্যতে অনেন ইতি) স্বাধ্যায়ঃ (আত্মধ্যানম্) তপঃ (উত্তরাধ্যায়বক্ষ্যমাণং শারীরাদি) আর্জ্জবং (সরলতা) অহিংসা (পরপীড়াবর্জনং) সত্যম্ (যথাদৃষ্টার্থভাবণম্) অক্রোধঃ (তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ) ত্যাগঃ (কর্ম্মফলত্যাগঃ) শান্তিঃ (চিত্তোপরতিঃ) অপৈশুনং (খলতাভাবঃ) ভূতেষু (সর্ব্বভূতেষু) দয়া, অলোলুপ্ত্বং (লোভাভাবঃ) মার্দ্দবং (নিরহঙ্কারিতা) হ্রীঃ (অকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লজ্জা) অচাপলং (চঞ্চলতারাহিত্যম্) তেজঃ (মনসস্তেজঃ) ক্ষমা

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥৩

(পরিভবাদিষু উৎপাদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ) ধৃতিঃ (দুঃখাদিভিঃ অবসাদে চিত্তস্য স্থিরীকরণম্) শৌচম্ (বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ) অদ্রোহঃ (জিঘাংসারাহিত্যং) নাতিমানিতা (আত্মনি পূজ্যত্বাভিমানাভাবঃ) [এতানি ষড়বিংশতিপ্রকারাণি] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য ভবন্তি ।১।২।৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে ভারত, ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপায়ে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, আত্মধ্যান, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি (চিত্তের উপরতি), খলতাশূন্যতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভশূন্যতা, অহঙ্কার-রাহিত্য, কুকর্ম্মপ্রবৃত্তিতে লজ্জা, চাপল্যশূন্যতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, হিংসারাহিত্য, এবং অতিপূজ্য বলিয়া যে অভিমান তাহার অভাব, এইগুলি দৈবী সম্পদভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥১,২,৩॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥৪

দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥৫

হে পার্থ, দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্বং), দর্পঃ (ধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্য), অভিমানঃ (আত্মনি অতিপূজ্যত্বাভিমানঃ), ক্রোধঃ, পারুষ্যং (নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞানং (অবিবেকঃ) চ এব [এতানি) আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (অভিলক্ষ্য জাতস্য) [ভবন্তি] ॥৪॥

হে পার্থ, ধার্ম্মিকতাপ্রকাশার্থ কাল্পনিক ধর্ম্মের আড়ম্বর, ধনাদিজন্য চিত্তের গর্ব্ব, নিজের অতি পূজ্যত্বাভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অবিবেক এইগুলি আসুরী সম্পদভিমুখী ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥৪॥

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায়, আসুরী [সম্পৎ] নিবন্ধায় মতা ; হে পাণ্ডব, মা শুচঃ [যতস্ত্বম্] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি ॥৫॥

দৈবী সম্পৎ মোক্ষের হেতু আর আসুরী সম্পৎ বন্ধনের হেতু, অতএব হে পাণ্ডব তুমি শোক করিও না, যেহেতু তুমি দৈবী-সম্পদভিমুখে জাত হইয়াছ ॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুরএবচ।
দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭

হে পার্থ, অস্মিন লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ (দ্বিপ্রকারৌ) ভূতসর্গৌ (ভূতানাং সর্গৌ ভাবৌ) [স্তঃ] ; দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ ; আসুরং মে শৃণু ॥৬॥

হে পার্থ, ইহলোকে প্রাণিগণের দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকার ভাব বিস্তররূপে বলা হইয়াছে, আসুর ভাব আমার নিকট শ্রবণ কর * ॥৬॥

আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ ন বিদুঃ [অতঃ] তেষু ন শৌচং, ন আচারঃ ন চাপি সত্যং বিদ্যতে ॥৭॥

আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি জানে না। অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ নাই আচার নাই সত্যও নাই ॥৭॥

---

*৭ম হইতে ২০শ শ্লোক পর্য্যন্ত আসুরভাব বর্ণন করিতেছেন। এরূপ প্রকৃতির লোকের যে ক্রমশঃ অধোগতিই হইয়া থাকে এবং ইহাদের দ্বারা জগতের অহিত ভিন্ন যে কিছুমাত্র হিতসাধন হয় না তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ইহারা যাহা কিছু করে সকলই নিজের কল্পিত সুখের জন্য করিয়া থাকে।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥৯

তে (আসুরাঃ জনাঃ) জগৎ অসত্যম্ (বেদপুরাণাদিপ্রমাণশূন্যম্), অপ্রতিষ্ঠম্ (নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুঃ যস্য তৎ), অনীশ্বরম্ (নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তৎ), অপরস্পরসম্ভূতং (অপরস্পরতঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ মিথুনাৎ সম্ভূতম্), কিমন্যৎ(কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ কিন্তু) কামহৈতুকং (স্ত্রীপুংসয়োঃ উভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেতি) প্রাহুঃ ॥৮॥

সেই আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কহে এই জগৎ অসত্য অর্থাৎ বেদপুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্যবিহীন, অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা বিহীন (স্বাভাবিক), ঈশ্বর শূন্য এবং অন্যোন্য সম্ভূত অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষমিথুনজনিত; ইহার আর কিছুই কারণ নাই কেবল ইহা স্ত্রীপুরুষের কামজনিত মাত্র ॥৮॥

অল্পবুদ্ধয়ঃ আসুরাঃ জনাঃ এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য (আশ্রিত্য) নষ্টাত্মানঃ (মলিনচিত্তাঃ) উগ্রকর্ম্মাণঃ (হিংস্রকর্ম্মাণঃ) অহিতাঃ (বৈরিণঃ) [ভূত্বা] জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি (উদ্‌ভবন্তি) ॥৯॥

এই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া মলিনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা এবং অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয় ॥৯॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥১০

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥১১

দুষ্পূরং (পূরয়িতুমশক্যং) কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ [সন্তঃ] মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ (অনেন মন্ত্রেণ এতাং দেবতাম্ আরাধ্য মহানিধিং সাধয়ামঃ ইত্যাদীন্ দুরাগ্রহান্) গৃহীত্বা (স্বীকৃত্য) অশুচিব্রতাঃ (অশুচীনি মদ্যমাংসপ্রভৃতীনি ব্রতানি যেষাং তে) [সন্তঃ] [অকার্য্যে] প্রবর্ত্তন্তে ॥১০॥

তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দম্ভ অভিমান এবং গর্ব্বযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ দুরাগ্রহ (এই মন্ত্রদ্বারা দেবতা আরাধনা করিয়া মহানিধি পাইব এইরূপ দুরাশা) স্বীকার করিয়া অশুচিব্রত (মদ্যমাংসাদি ঘটিত ব্রতাবলম্বী) হইয়া অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥১০॥

প্রলয়ান্তাম্ (প্রলয়ঃ মরণমেব অন্তঃ যস্যাং তাম্) অপরিমেয়াং চিন্তাম্ উপাশ্রিত্য কামোপভোগপরমাঃ, এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (কামোপভোগএব পরমঃ পুরুষার্থঃ নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ) আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে ॥১১।১২॥

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪

মরণকাল পর্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয় পূর্ব্বক কামভোগপরায়ণ হইয়া "এই কামভোগই পরম পুরুষার্থ" এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং শত শত আশারূপ পাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ হইয়া তাহারা কামভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক (চৌর্য্যাদি করিয়াও) অর্থ সঞ্চয় অভিলাষ করে ॥১১।১২॥

অদ্য ময়া ইদং লব্ধম্, ইদং মনোরথং (মনসঃ প্রিয়ং) প্রাপ্স্যে, ইদম্ অস্তি, পুনঃ মে ইদম্ অপি ধনং ভবিষ্যতি, অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ, অপরান্ [শত্রূন্] চ অপি হনিষ্যে, অহম্ ঈশ্বরঃ, অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ বলবান্ সুখীচ; [অহং] আঢ্যঃ (ধনাদিসম্পন্নঃ) অভিজনবান্ (কুলীনঃ) অস্মি, ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি, [অহং] যক্ষ্যে (যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ মহতীঃ প্রতিষ্ঠাঃ প্রাপ্স্যামি), দাস্যামি, মোদিষ্যে (হর্ষং প্রাপ্স্যামি) ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ, অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (অনেকেষু মনো-

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬

র্থেষু প্রবৃত্তং চিত্তং তেন বিভ্রান্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ) কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) [সন্তঃ] অশুচৌ নরকে পতন্তি ॥১৩।১৪।১৫।১৬॥

'অদ্য আমার ইহা লাভ হইল' 'এই মনোরথ প্রাপ্ত হইব' 'আমার ইহা আছে' 'আমার এই ধনও হইবে' 'আমাকর্ত্তৃক এই শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে' 'অপর শত্রু সকলও মারিব' 'আমি ঈশ্বর' 'আমি ভোগী' 'আমি সিদ্ধ' 'আমি বলবান্' 'আমি সুখী' 'আমি ধনবান্' 'আমি কুলীন' 'আমার মতন আর কে আছে' 'আমি যজ্ঞ করিব' অর্থাৎ 'যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারাও অন্য দীক্ষিতগণ অপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা পাইব' 'দান করিব' 'হর্ষ প্রাপ্ত হইব' এইরূপে অজ্ঞানে বিমোহিত ব্যক্তিগণ অনেক বিষয়ে প্রবৃত্ত চিত্তদ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মোহময় জালে আবৃত ও কামভোগে আসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হইয়া থাকে ॥১৩,১৪,১৫,১৬॥

আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মনৈব পূজ্যতাং নীতাঃ নতু সাধুভিঃ) স্তব্ধাঃ (অনম্রাঃ) ধনমানমদান্বিতাঃ [সন্তঃ] তে দম্ভেন [নতু শ্রদ্ধয়া] নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাঃ তৈঃ) অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে ॥১৭॥

আপনা আপনি সম্ভাবিত অর্থাৎ পূজ্যতাপ্রাপ্ত (কোন সাধু কর্ত্তৃক নহে), অনম্র, ধনজনিত অভিমান ও গর্ব্ববিশিষ্ট হইয়া তাহারা দম্ভ সহকারে নামমাত্র যজ্ঞ দ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করিয়া থাকে ॥১৭॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ [সন্তঃ] আত্মপরদেহেষু (আত্মদেহে পরদেহেষু চ) [চিদংশেন স্থিতং] মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ (সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ) [ভবন্তি] ॥১৮॥

অহঙ্কার, বল, দর্প কাম ও ক্রোধ অবলম্বন করিয়া আত্মদেহে ও পরদেহে চিদংশরূপে অবস্থিত আমাকে হিংসা করে ও সৎপথবর্ত্তী সাধুদিগের গুণে দোষারোপক হইয়া থাকে ॥১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১

অহং [মাং] দ্বিষতঃ ক্রূরান্ নরাধমান্ অশুভান্ তান্ সংসারেষু (জন্মমৃত্যুমার্গেষু) আসুরীষু যোনিষু (তির্য্যগ্‌যোনিষু) এব অজস্রং (অনবরতং) ক্ষিপামি ॥১৯॥

আমি আমার হিংসাকারী ক্রূর নরাধম অশুভ সেই সকল ব্যক্তিকে সংসারে তির্য্যগ্ যোনিতেই অনবরত নিক্ষেপ করি ॥১৯॥

হে কৌন্তেয়, মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ মাম্ অপ্রাপ্য এব ততঃ অধমাং গতিং (কৃমি-কীটাদিগতিং) যান্তি ॥২০॥

হে কৌন্তেয়, মূঢ়গণ, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমারে না পাইয়া আরও অধমাগতি প্রাপ্ত হয় ॥২০॥

কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ [ইতি] ইদং নরকস্য (অশান্তেঃ) ত্রিবিধং দ্বারং (হেতুঃ) আত্মনঃ (আত্মজ্ঞানস্য) নাশনং, তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥

কাম ক্রোধ এবং লোভ নরকের (অশান্তির) এই

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২

ত্রিবিধ দ্বার (হেতু); (ইহারা) আত্মার (আত্মজ্ঞানের) নাশক; এইজন্য এই তিনটী পরিত্যাগ করিবে ॥২১॥

হে কৌন্তেয়, তমোদ্বারৈঃ (তমসঃ নরকস্য দ্বারৈঃ দ্বারভূতৈঃ) এতৈঃ ত্রিভিঃ (কামাদিভিঃ) বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃসাধনম্) আচরতি, ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি ॥২২॥

হে কৌন্তেয়, নরকের দ্বার স্বরূপ এই তিনটী হইতে বিমুক্ত ব্যক্তি আপনার মঙ্গল আচরণ করেন এবং পরে পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন * ॥২২॥

---

* কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটীই সংসারে যাবতীয় অশান্তির হেতু। সদ্‌গুরুকৃপা ব্যতীত এই দুর্দ্দান্ত ও দুর্জ্জয় রিপুত্রয়কে পরাজিত করিবার উপায়ান্তর নাই। কারণ, যে প্রাণবায়ু স্থানভেদে ঊনপঞ্চাশ আখ্যা ধারণ করিয়া এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে চালাইতেছে তাহারই গতিবিশেষে ইহারা সমুদ্ভূত হয়। সুতরাং যিনি সদ্‌গুরুপ্রদর্শিত উপায় দ্বারা প্রাণের ঐ সকল গতি ফিরাইয়া প্রাণকে যথাস্থানে লইয়া রাখিতে পারেন তিনিই দেহস্থিত এই সকল মহান্ শত্রু জয় করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হন। নতুবা ইহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা করা দুরাশা ও বিড়ম্বনা মাত্র।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩

যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য কামচারতঃ (যথেষ্টং) বর্ত্ততে সঃ সিদ্ধিং (তত্ত্বজ্ঞানং) ন অবাপ্নোতি, ন সুখং (শান্তিং) ন চ পরাং গতিং (মোক্ষং) [প্রাপ্নোতি] ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি * ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সে তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি ও মোক্ষ পায় না ॥২৩॥

শাস্ত্রের বিধি নিষেধ এত এবং তন্মধ্যে কতকগুলি পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় যে, সে গুলি মানিয়া চলা অসম্ভব অথবা একটী মানিলে অপরটীর বিরুদ্ধাচরণ হয়। এস্থলে ভগবান্ কোন্‌গুলি মানিতে বলিতেছেন তাহা কিরূপে বুঝিব? গাড়ী গাড়ী পুঁথি পড়িলেও ইহার মীমাংসা হয় না। বরং যত বেশি পড়া যায় ততই সন্দেহ বাড়ে, এমন কি নাস্তিকও হইতে হয়। মহা মহা পণ্ডিতেরাও ইহার স্থির সিদ্ধান্ত করিতে নাপারায় ভিন্ন ভিন্ন পঙক্তি ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম না বুঝায় অধুনা সামাজিক আচারব্যবহার সম্বন্ধে এরূপ দুর্দ্দিন ও দুরবস্থা ঘটিয়াছে। যিনি যেরূপ বিধান চান, তিনি শাস্ত্র হইতে ঠিক স্বীয় মতের অনুকূল বিধিই পাইতে পারেন। কিন্তু—

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসোযথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য অনেক; আয়ুঃ অল্প এবং বিঘ্নও বহু—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ।

তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (ইদং কার্য্যম্ ইদম্ অকার্য্যঞ্চ ইত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং) শাস্ত্রং তে প্রমাণম্ ; [অতঃ] ইহ (কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ সন্) (সদ্গুরোঃসকাশাৎ *) শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি ॥২৪।

অতএব ইহা কার্য্য ইহা অকার্য্য এইরূপ ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ ; এজন্য কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া (সদ্গুরুর নিকট) শাস্ত্র বিধানোক্ত জানিয়া কর্ম্ম কর ॥২৪॥

ইতি ষোড়শ অধ্যায়।

(এস্থলে) জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংসের দুগ্ধ পানের ন্যায় (এ অনন্তের মধ্যে) সারাংশ টুকুই অবলম্বনীয়। সেই সারটুকু কাহার নিকট পাওয়া যায় ? পরশ্লোকের টীকা দেখ।

* তথোক্তং জ্ঞানসংকলিনীতন্ত্রে—

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

অর্থাৎ চারি বেদ এবং সকল শাস্ত্রই মন্থন করিয়া নবনীতরূপ সারভাগ যোগীরা খাইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ঘোল অর্থাৎ অসারভাগ লৌকিক পণ্ডিতেরা পান করেন।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১

অর্জ্জুনঃ উবাচ, হে কৃষ্ণ, যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া তু অন্বিতাঃ যজন্তে, তেষাং নিষ্ঠা কা ? (স্থিতিঃ কীদৃশী ?), সত্ত্বম্ ? রজঃ ? আহো (অথবা) তমঃ ? ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন, যাহারা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া, পরন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কীদৃশী ? সত্ত্ব ? কি রজঃ ? অথবা তমঃ ? ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যোযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩

শ্রীভগবান্ উবাচ, দেহিনাং সাত্ত্বিকী রাজসী চ তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব শ্রদ্ধা ভবতি, সা স্বভাবজা (পূর্ব্বসংস্কার-জাতা); তাং শৃণু ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দেহীদিগের সাত্ত্বিকী রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকারই শ্রদ্ধা হয়; তাহা স্বভাবজ অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার জাত; তাহা শ্রবণ কর ॥২॥

হে ভারত, সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা (বিশিষ্টসংস্কারোপেতান্তঃ-করণানুরূপা) ভবতি; অয়ং [অন্তর্য্যামিতয়া স্থিতঃ] পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) শ্রদ্ধাময়ঃ; যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ (যাদৃশশ্রদ্ধাযুক্তঃ) সঃ (পুরুষঃ) [তস্য সম্বন্ধে] স এব (তাদৃশ এব) ॥৩॥

হে ভারত সকলেরই শ্রদ্ধা বিশিষ্টসংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ; এই (অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত) পুরুষোত্তম শ্রদ্ধাময়; যে যাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহার পক্ষে তিনি তাদৃশই ॥৩॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬

সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি, অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে ॥৪॥

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের আরাধনা করে, রাজসিকগণ যক্ষ রাক্ষসদিগের পূজা করে এবং অন্য তামসব্যক্তিরা প্রেত ও ভূতগণকে পূজা করে ॥৪॥

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ (কামঃ অভিলাষঃ রাগঃ আসক্তিঃ বলম্ আগ্রহঃ এতৈঃ অন্বিতাঃ) যে অচেতসঃ (অবিবেকিনঃ) জনাঃ [বৃথোপবাসাদিভিঃ] শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ (পৃথিব্যাদিভূতসমূহম্) অন্তঃশরীরস্থং (অন্তর্যামিতয়া দেহমধ্যে স্থিতং) মাং চৈব কর্শয়ন্ত (কৃশং কুর্ব্বন্তঃ) অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং (ভূতভয়ঙ্করং) তপঃ তপ্যন্তে (কুর্ব্বন্তি) তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ (অতিক্রূরকর্ম্মান্) বিদ্ধি ॥৫।৬॥

দম্ভ এবং অহঙ্কার যুক্ত, অভিলাষ, আসক্তি ও আগ্রহবিশিষ্ট যে অবিবেকী জনগণ বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮

পঞ্চভূতকে এবং অন্তর্যামি হেতু দেহমধ্যস্থ আমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়া অশাস্ত্র বিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহাদিগকে অতিক্রূরকর্ম্মা বলিয়া জানিও ॥৫।৬॥

সর্ব্বস্য অপি [যঃ] আহারঃ [সঃ] তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি ; তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানঞ্চ ; তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু ॥৭॥

সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ, এবং দানও (তিন প্রকার) ; তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর ॥৭॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ জীবনং, সত্ত্বম্ সাত্ত্বিকোভাবঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগহীনতা, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিঃ অভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ) রস্যাঃ (রসবন্তঃ) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্তাঃ) স্থিরাঃ (দেহে সারাংশেনাবস্থায়িনঃ) হৃদ্যাঃ (দৃষ্টিমাত্রেণ হৃদয়ঙ্গমাঃ) আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

আয়ুঃ, সাত্ত্বিকভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচির বর্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী এরূপ, এবং দৃষ্টিমাত্রেই চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥৮॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতিকটুঃ নিম্বাদিঃ অত্যম্লঃ অতিলবণঃ অত্যুষ্ণঃ অতিতীক্ষ্ণঃ মরিচাদিঃ অতিরুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ এতে) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখং সন্তাপাদি, শোকঃ দৌর্ম্মনস্যং আময়ঃ রোগঃ এতান্ প্রদদতি ইতি তথা) আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ ॥৯॥

অতিকটু অতিঅম্ল অতিলবণ অত্যুষ্ণ অতিতীক্ষ্ণ অতিরুক্ষ অতিবিদাহী এই সকল দুঃখ মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার ॥৯॥

যাতযামং (শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্তং) গতরসং (নিষ্পীড়িতসারং) পূতি (দুর্গন্ধি) পর্য্যুষিতম্ (দিনান্তরপক্বম্) উচ্ছিষ্টম্ (অন্যভুক্তাবশিষ্টম্) অমেধ্যং (অভক্ষ্যং) চ যৎ [তৎ] ভোজনং (ভোজ্যং) তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

শীতলাবস্থাপ্রাপ্ত, গতরস, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিন পক্ব, অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট এবং অখাদ্য যে খাদ্য তাহা তামসগণের প্রিয় ॥১০॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮

পঞ্চভূতকে এবং অন্তর্য্যামি হেতু দেহমধ্যস্থ আমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়া অশাস্ত্র বিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহাদিগকে অতিক্রূরকর্ম্মা বলিয়া জানিও ॥৫।৬॥

সর্ব্বস্য অপি [যঃ] আহারঃ [সঃ] তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি; তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানঞ্চ; তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু ॥৭॥

সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ, এবং দানও (তিন প্রকার); তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর ॥৭॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ জীবনং, সত্ত্বম্ সাত্ত্বিকোভাবঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগহীনতা, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিঃ অভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ) রস্যাঃ (রসবন্তঃ) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্তাঃ) স্থিরাঃ (দেহে সারাংশেনাবস্থায়িনঃ) হৃদ্যাঃ (দৃষ্টিমাত্রেণ হৃদয়ঙ্গমাঃ) আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

আয়ুঃ, সাত্ত্বিকভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচির বর্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী এরূপ, এবং দৃষ্টিমাত্রেই চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥৮॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতিকটুঃ নিম্বাদিঃ অত্যম্লঃ অতিলবণঃ অত্যুষ্ণঃ অতিতীক্ষ্ণঃ মরিচাদিঃ অতিরুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ এতে) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখং সন্তাপাদি, শোকঃ দৌর্ম্মনস্যং আময়ঃ রোগঃ এতান্ প্রদদতি ইতি তথা) আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ ॥৯॥

অতিকটু অতিঅম্ল অতিলবণ অত্যুষ্ণ অতিতীক্ষ্ণ অতিরুক্ষ অতিবিদাহী এই সকল দুঃখ মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার ॥৯॥

যাতযামং (শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্তং) গতরসং (নিষ্পীড়িতসারং) পূতি (দুর্গন্ধি) পর্য্যুষিতম্ (দিনান্তরপক্বম্) উচ্ছিষ্টম্ (অন্যভুক্তাবশিষ্টম্) অমেধ্যং (অভক্ষ্যং) চ যৎ [তৎ] ভোজনং (ভোজ্যং) তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

শীতলাবস্থাপ্রাপ্ত, গতরস, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিন পক্ব, অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট এবং অখাদ্য যে খাদ্য তাহা তামসগণের প্রিয় ॥১০॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ [পুরুষৈঃ] যষ্টব্যমেব (যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়ম্) ইতি মনঃ সমাধায় (আত্মন্যেব মনঃ সমর্প্য) বিধিদিষ্টঃ (বিধিবিহিতঃ) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) সঃ সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তিগণ 'যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য' এই মনে করিয়া পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিয়া বিধিবিহিত যে যজ্ঞ করেন তাহা সাত্ত্বিক ॥১১॥

অপিতু ফলম্ অভিসন্ধায় দম্ভার্থম্ (স্বমহত্ত্বখ্যাপনায়) এব চ যৎ ইজ্যতে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥১২॥

কিন্তু ফল উদ্দেশকরিয়া এবং কেবলমাত্র নিজের মহত্ত্ব খ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ করা যায়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে ॥১২॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫

বিধিহীনম্ (শাস্ত্রোক্তবিধানশূন্যম্) অসৃষ্টান্নং (সৎপাত্রায়াদত্তান্নং) মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং (দক্ষিণারহিতং) শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥

শাস্ত্রোক্ত বিধিহীন * সৎপাত্রে অন্নদান শূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামস বলে ॥১৩॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচম্ আর্জ্জবং ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে ॥১৪॥

দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা,শৌচ সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীর তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥১৪॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ স্বাধ্যায়াভ্যসনং (বেদাভ্যাসঃ) চ এব বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে ॥১৫॥

অনুদ্বেগকর বাক্য সত্য এবং যাহা প্রিয় ও হিতকর এবং বেদাভ্যাস এই সকল বাক্যময় তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥১৫॥

---

* ১৬শ অধ্যায় ২৩শ।২৪শ শ্লোকের টীকা দেখ।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮

মনঃপ্রসাদঃ (মনসঃ প্রশান্তিঃ) সৌম্যত্বং (অক্রূরতা), মৌনম্, আত্মবিনিগ্রহঃ (মনসঃ বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ) ভাবসংশুদ্ধিঃ (আন্তরিকভাবসংশোধনম্) ইতি এতৎ তপঃ মানসম্ উচ্যতে ॥১৬॥

মনের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মৌন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও আন্তরিক ভাব সংশোধন এই সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥১৬॥

অফলাকঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈঃ) যুক্তৈঃ (আত্মন্যেবাবস্থিতৈঃ) নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) ॥১৭॥

ফলকামনাশূন্য আত্মাতে অবস্থিত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পরমশ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত সেই ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলে ॥১৭॥

সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ চলম্ (অনিত্যম্) অধ্রুবং (ক্ষণিকং) তৎ (তপঃ) রাজসং প্রোক্তম্ ॥১৮॥

সৎকার মান পূজার্থ এবং দম্ভার্থ যে তপস্যা করা হয় ইহলোকে অনিত্য ও ক্ষণিক সেই তপস্যাকে রাজস বলে ॥১৮॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনোযৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০

মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেকধৃতেন) পরস্য (অন্যস্য) উৎসাদনার্থং (বিনাশার্থং) বা আত্মনঃ পীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (কথিতম্) ॥১৯॥

অবিবেকবশতঃ, পরের বিনাশার্থ বা আত্মপীড়া দ্বারা যে তপস্যা করা হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত হয় * ॥১৯॥

অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারাসমর্থায়) দেশে (পুণ্যক্ষেত্রে) কালে (পুণ্যকালে) পাত্রে (তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্নায়) চ দাতব্যম্ ইতি যৎ দানং দীয়তে তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

"দান করা উচিত" এই বোধে † দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান দেওয়া যায় সেই দান সাত্ত্বিক জানিও ‡ ॥২০॥

---

* ১৭শ অধ্যায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক দেখ।

† অর্থাৎ সদ্‌গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়া যেমন শিষ্যের নিকট কোন স্বার্থ রাখেন না সেইরূপ নিষ্কাম ভাবে।

‡ অর্থাৎ সেই দানের পরিবর্ত্তে তত্তুল্য কিছুই দিবার যাহার ক্ষমতা নাই এরূপ অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান ইত্যাদি। যেমন

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলম্ উদ্দিশ্য বা পুনঃ, পরিক্লিষ্টং (চিত্তক্লেশযুক্তং যথা তথা) দীয়তে তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥

কিন্তু যাহা প্রত্যুপকারার্থ বা ফলের উদ্দেশে পরিক্লিষ্ট ভাবে (কষ্টের সহিত) দেওয়া হয় সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হয় ॥২১॥

অদেশকালে অপাত্রেভ্যশ্চ অসৎকৃতম্ (সৎকারশূন্যম্) অবজ্ঞাতং (তিরস্কার পূর্ব্বকং) যৎ দানং দীয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥২২॥

দেশকাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া সৎকারশূন্য তিরস্কার পূর্ব্বক যে দান দেওয়া যায় তাহাকে তামস বলে ॥২২॥

শিষ্য সদ্গুরুর নিকট উপদেশরূপ যে অমূল্য রত্ন লাভ করেন, সর্ব্বস্ব দিলেও সে দানের প্রতিদান হয় না। সদ্গুরুর প্রত্যুপকারে শিষ্য সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং সদ্গুরুও শিষ্যের উপর কোন প্রত্যুপকার লাভের আশা করেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ দানই সাত্ত্বিক দান।

ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪

ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) নির্দ্দেশঃ (নাম্না ব্যপদেশঃ) স্মৃতঃ ; তেন (ত্রিবিধেন) ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা বিহিতাঃ ॥২৩॥

ওঁ তৎ সৎ এই তিনটী পরমাত্মার নির্দ্দেশ (নাম) শিষ্টগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়। সেই তিনটী দ্বারা ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ পুরাকালে বিহিত হইয়াছে * ॥২৩॥

তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য (উচ্চার্য্য) ব্রহ্মবাদিনাং যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে (প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে), ॥২৪॥

অতএব ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীদিগের যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়া সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হয় * ॥২৪॥

---

* ইহা অন্তর্লক্ষ্যের কথা ; সুতরাং সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭

তৎ ইতি [উদাহৃত্য] মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা) বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে ॥২৫॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া তৎ এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা ক্রিয়া এবং দান ক্রিয়া করেন * ॥২৫॥

হে পার্থ, সদ্ভাবে (অস্তিত্বে) সাধুভাবে চ (সাধুত্বেচ) সৎ ইত্যেতৎ প্রযুজ্যতে; তথা প্রশস্তে (মাঙ্গলিকে) কর্ম্মণি সচ্ছব্দঃ যুজ্যতে ॥২৬।

হে পার্থ অস্তিত্বে এবং সাধুভাবে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়; আর মাঙ্গলিক কর্ম্মেও সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয় * ॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানেচ স্থিতিঃ (তাৎপর্য্যেণ অবস্থানং) সৎ ইতি উচ্যতে চ; তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ এব সৎ ইতি এব অভিধীয়তে ॥২৭

---

* ইহা অন্তর্লক্ষ্যের কথা; সুতরাং সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ।

যজ্ঞ তপস্যা এবং দানে অবস্থান করাকেও সৎ বলে, তদর্থীয় কর্ম্মও সৎ বলিয়া কথিত হয় * ॥২৭॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং (হবনং) দত্তং (দানং) তপ্তং (সম্পাদিতং) তপঃ [অন্যদপি] যৎকৃতং [তৎ সর্ব্বং] অসৎ ইতি উচ্যতে; হে পার্থ তৎ প্রেত্য (পরলোকে) ন [ফলতি] নো ইহ (ন চাস্মিন লোকে) [ফলতি] ॥২৮॥

অশ্রদ্ধাসহকারে হুত, দত্ত, কৃত তপস্যা, এবং অন্য যাহা কিছু করা হয় (সে সকলই) অসৎ বলিয়া উক্ত হয়। হে পার্থ তাহা না পরলোকে না ইহলোকে [ফলোপধায়ক] * ॥২৮॥

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়।

---

* ইহা অন্তর্লক্ষ্যের কথা; সুতরাং সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

—:○:—

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১

অর্জ্জুনঃ উবাচ, হে হৃষীকেশ (সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক) হে মহাবাহো, কেশিনিসূদন, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং (স্বরূপং) পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ হে মহাবাহো কেশিনিসূদন আমি সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ জানিতে বাসনা করি ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২

শ্রীভগবান্ উবাচ, কবয়ঃ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং (পরিত্যাগং) সন্ন্যাসং বিদুঃ (জানন্তি); বিচক্ষণাঃ (পণ্ডিতাঃ) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, পণ্ডিতেরা সমুদায় কাম্য কর্ম্মের ন্যাসকে (ত্যাগকে) সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। আত্মজ্ঞানিগণ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ * বলিয়া থাকেন।২॥

---

* কাম্য কর্ম্মত্যাগ করাকে সন্ন্যাস এবং ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম করাকে ত্যাগ কহে। এইরূপ ত্যাগকে ভগবান্ ৩য় অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে নৈষ্কর্ম্ম্য বলিয়াছেন। ইচ্ছারহিত অর্থাৎ নিষ্কাম না হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য হইতে পারে না। বাসনা সত্ত্বে কেবল হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্য না করায় ত্যাগ হয় না। "একর্ম্মটী করিব" অথবা "একর্ম্মটী করিব না" এ দুয়েতেই ইচ্ছা আছে; একটীতে করণেচ্ছা—অপরটীতে অকরণেচ্ছা। যিনি ইহাকে ত্যাগ বলেন তাঁহাকে মিথ্যাচার বলে। ৩য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক দেখ। সদ্গুরুর উপদেশে নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত অবস্থা হয় সেই অবস্থাতেই সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ হইতে পারে। তদ্ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ত্যাগ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ অবস্থা ভিন্ন অন্য

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪

একে মনীষিণঃ (কেচিৎ পণ্ডিতাঃ) কর্ম্ম দোষবৎ ইতি [হেতোঃ] ত্যাজ্যং প্রাহুঃ; অপরে যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি [প্রাহুঃ] ॥৩॥

কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্ম দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য বলেন; কেহ বা যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ত্যাজ্য নয় ইহা বলেন ॥৩॥

হে ভরতসত্তম, পুরুষব্যাঘ্র (পুরুষপ্রধান) তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু; ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান, সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার নিশ্চয় শ্রবণ কর; ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত ॥৪॥

অবস্থায় শান্তিও নাই। ১২ শ অধ্যায় ১২ শ শ্লোকেও ভগবান্ বলিয়াছেন "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" অর্থাৎ ত্যাগের পর শান্তি। এই নিমিত্ত সংসারে কাহারও শান্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি যত বড় বিদ্বান্ বা ধনবান্ হউন না কেন, শান্তি সুখে সকলেই বঞ্চিত। ইচ্ছার দাসত্ব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে না পারিলে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেও শান্তি কোথায়? যে জীবনে শান্তি নাই সে জীবন বৃথা।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎতস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তৎ কার্য্যম্ এব ; যজ্ঞঃ দানং তপশ্চ মনীষিণাং পাবনানি এব ॥৫॥

যজ্ঞ দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে ; নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য ; যজ্ঞ দান ও তপস্যা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধিকর ॥৫॥

হে পার্থ, অপিতু এতানি কর্ম্মাণি সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং) ফলানিচ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্ ॥৬॥

হে পার্থ, কিন্তু এই সকল কর্ম্মও কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফল ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য ; ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত ॥৬॥

নিয়তস্য (নিত্যস্য) কর্ম্মণঃ তু সন্ন্যাসঃ (ত্যাগঃ) ন উপপদ্যতে ; মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

কিন্তু নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস (ত্যাগ) কর্ত্তব্য নহে। মোহ হেতু নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥৭॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥৯

দুঃখম্ ইতিএব [মত্বা] কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ, সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং (শান্তিং) নৈব লভেৎ ॥৮॥

যে ব্যক্তি দুঃখ বুদ্ধিতে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগফল (শান্তি) কদাচ পায় না ॥৮॥

হে অর্জ্জুন, সঙ্গং ফলঞ্চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যম্ইতিএব যৎ নিয়তং (অবশ্যকর্ত্তব্যং) কর্ম্ম ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ ॥৯॥

হে অর্জ্জুন সঙ্গ (কর্ত্তৃত্বাভিমান) এবং ফল ত্যাগ করিয়া "কর্ত্তব্য" মনে করিয়া যে নিত্যকর্ম্ম করা যায়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় * ॥৯॥

---

*যেমন আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া থাকি, অথচ তাহাতে কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকে না, সেইরূপ ইচ্ছারহিত হইয়া কর্ম্ম করাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মত্যাগকে ত্যাগ বলে না। পরবর্ত্তী শ্লোক দেখ।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলেনানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১

সত্ত্বসমাবিশিষ্টঃ মেধাবী, ছিন্নসংশয়ঃ ত্যাগী অকুশলং (দুঃখা-বহং) কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে (সুখকরে কর্ম্মণি) ন অনুষজ্জতে (প্রীতিমনুভবতি) ১০॥

সত্ত্বগুণশালী, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শূন্য ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল (দুঃখজনক) কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না; এবং কুশল (সুখকর) কর্ম্মে প্রীতি বোধ করেন না ॥১০॥

* দেহভৃতা অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) কর্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শক্যম্, যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে ।।১১।।

দেহিগণ নিঃশেষরূপে কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন ।।১১॥

---

* ৩য় অধ্যায় ৫ম ও ৭ম শ্লোক দেখ।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩

অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং (ইষ্টানিষ্টমিশ্রিতং) চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ অত্যাগিনাং (সকামানাং) প্রেত্য (পরত্র) ভবতি ; তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ন [ভবতি] ।।১২।।

অনিষ্ট ইষ্ট এবং ইষ্টানিষ্টমিশ্রিত এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল সকাম ব্যক্তিদিগের পরকালে হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিদিগের * এই সকল কর্ম্মফল কোথাও ভুগিতে হয় না।।১২।।

হে মহাবাহো, সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে, সাংখ্যে (তত্ত্বজ্ঞাপকে) কৃতান্তে (বেদান্তসিদ্ধান্তে) প্রোক্তানি এতানি পঞ্চকারণানি মে [বচনাৎ] নিবোধ (জানীহি) ।।১৩ ।

হে মহাবাহো, সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক সাংখ্যে এবং বেদান্তসিদ্ধান্তে কথিত বক্ষ্যমাণ পাঁচটী কারণ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥১৩॥

---

* যিনি কেবল বর্ত্তমানের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন অথচ ভবিষ্যতের (মোক্ষের) ইচ্ছা করেন তিনি সন্ন্যাসী। আর যিনি বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুয়েরই ইচ্ছানাশ করিয়াছেন তিনি ত্যাগী।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬

অধিষ্ঠানং (শরীরং) তথা কর্ত্তা (অহঙ্কারঃ), পৃথগ্বিধং (নানাপ্রকারং) করণং (চক্ষুরাদি), বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ (প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ), অত্র পঞ্চমং দৈবম্এব ॥১৪॥

শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা অর্থাৎ প্রাণাপানাদির ব্যাপার ; এবং এস্থলে দৈবই পঞ্চম ॥১৪॥

নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ যৎ ন্যায্যং (ধর্ম্ম্যং) বা বিপরীতম্ (অধর্ম্ম্যং) বা কর্ম্ম প্রারভতে, এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ ॥১৫॥

মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনদ্বারা যে ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, এই পাঁচটী তাহার হেতু ॥১৫॥

তত্র এবং সতি যস্তু কেবলম্ আত্মানং কর্ত্তারং পশ্যতি অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ স দুর্ম্মতিঃ [সম্যক্] ন পশ্যতি ॥১৬॥

এরূপ হইলে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে, অপারমার্জ্জিত বুদ্ধিহেতু সে দুর্ম্মতি সম্যক্ দেখিতে পায় না ॥১৬॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮

যস্য অহঙ্কৃতঃ ভাবঃ (অহংকর্ত্তা ইত্যেবংভূতো ভাবঃ) ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (কর্ম্মসু ন সজ্জতে) স ইমান্ লোকান্ হত্বাপি ন হন্তি, ন নিবধ্যতে ॥১৭॥

যাঁহার "আমি কর্ত্তা" এইরূপ ভাব নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি (ইষ্টানিষ্ট বোধে) কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তিনি এই সকল লোককে হনন করিয়াও হনন করেন না এবং তাহার ফলে নিবদ্ধ হন না ॥১৭॥

জ্ঞানং (ইষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ), জ্ঞেয়ং (ইষ্টসাধনং কর্ম্ম) পরিজ্ঞাতা (এতজ্‌জ্ঞানাশ্রয়ঃ) [এবং] ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুঃ) ; করণং (সাধকতমং) কর্ম্ম (কর্ত্তুরীপ্সিততমং) কর্ত্তা (ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকঃ) ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ (ক্রিয়াশ্রয়ঃ) ॥১৮॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা, এই তিনপ্রকার কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু ; করণ, কর্ম্ম, এবং কর্ত্তা এই তিনপ্রকার কর্ম্মসংগ্রহ (ক্রিয়ার আশ্রয়) ॥১৮॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তাচ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে ; তানি অপি যথাবৎ গুণসংখ্যানে (গুণগণনায়াং গুণানুসারেণেত্যর্থঃ) শৃণু ॥১৯॥

জ্ঞান কর্ম্ম ও কর্ত্তা গুণভেদ বশতঃ ত্রিবিধই কথিত হয় ; সে সকলও গুণানুসারে শ্রবণ কর ॥১৯॥

যেন বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু অবিভক্তম্ একম্ অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) ভাবম্ ঈক্ষতে, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ॥২০॥

যাহা দ্বারা বিভক্তরূপ সর্ব্বভূতে অবিভক্ত এক বিকারহীন ভাব অবলোকিত হয় সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক * জানিবে ॥২০॥

পৃথক্‌ত্বেন তু যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্‌বিধান্ নানা ভাবান্ বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥২১॥

---

* ১৪শ অধ্যায় ১১শ শ্লোকের টীকা দেখ। কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থিত কর্ত্তার যে জ্ঞান তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। পরবর্ত্তী ২৩শ ও ২৬শ শ্লোকের টীকা দেখ।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩

পৃথক্‌রূপে যে জ্ঞানে সর্ব্বভূতে পৃথগ্‌বিধ নানাভাব জানা যায় সেই জ্ঞান রাজস জানিও ॥২১॥

যৎ তু একস্মিন্ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ (পরিপূর্ণবৎ) সক্তম্ অহৈতুকম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পঞ্চ, তৎ [জ্ঞানম্] তামসম্ উদাহৃতম্ ॥২২॥

কিন্তু যাহা একমাত্রকার্য্যে পরিপূর্ণবৎ আসক্ত (এই দেহই আত্মা বা এই প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ বোধবিশিষ্ট), হেতুশূন্য, পরমার্থাবলম্বনহীন অতএব অল্প অর্থাৎ তুচ্ছ, তাহা (সেই জ্ঞান) তামস বলিয়া উদাহৃত হয় ॥২২॥

অফলপ্রেপ্সুনা (নিষ্কামেণ কর্ত্রা) নিয়তং (নিত্যতয়া বিহিতং) সঙ্গরহিতম্ (অভিনিবেশশূন্যম্) অরাগদ্বেষতঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ॥২৩॥

নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিত্যরূপে বিহিত, আসক্তিশূন্য প্রীতি বা দ্বেষ বশতঃ কৃত নয় এমন যে কর্ম্ম * তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥২৩॥

---

* সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থায় সাধক যে সকল কর্ম্ম করেন তৎসমুদায় সাত্ত্বিক কর্ম্ম। ১৪শ অধ্যায় ১১শ ও ১৮শ শ্লোকের টীকা।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥২৫

পুনঃ (কিন্তু) কামেপ্সুনা (ফলাভিলাষিণা) সাহঙ্কারেণ বা বহুলায়াসং যৎ তু কর্ম্ম ক্রিয়তে তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥২৪॥

ফলাকাঙ্ক্ষী বা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতিশয় আয়াসযুক্ত যে কর্ম্ম করা হয় তাহা রাজস * বলিয়া কথিত ॥২৪॥

অনুবন্ধং (পশ্চাদ্ভাবি বন্ধনং) ক্ষয়ং (নাশং) হিংসাং (পরপীড়াং) পৌরুষং (সামর্থ্যং) চ অনপেক্ষ্য (অপর্য্যালোচ্য) মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥২৫॥

পরিণামে কর্ম্মবন্ধন, নাশ, পরহিংসা ও স্বকীয় সামর্থ্য এই সকল পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহ বশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস * বলিয়া কথিত হয় ॥২৫॥

দেখ। তখন তিনি কামনাশূন্য, সুতরাং তাঁহার কার্য্যসকলও এইরূপ হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক কর্ত্তা কাহাকে বলে তাহা পরবর্ত্তী ২৬শ শ্লোকে বলিতেছেন। ঐ শ্লোকের টীকা দেখ।

* ১৪শ অধ্যায় ১৮শ শ্লোকের টীকা দেখ।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭

মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী (অহম্ ইত্যভিমানশূন্যঃ) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে ॥২৬॥

আসক্তিশূন্য, অহং এই অভিমান শূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকারশূন্য কর্ত্তা সাত্ত্বিক * বলিয়া উক্ত হন ॥২৬॥

রাগী, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ, লুব্ধঃ, হিংসাত্মকঃ, অশুচিঃ, হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥

বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধ, হিংস্র, শৌচশূন্য, লাভালাভে আনন্দবিষাদযুক্ত কর্ত্তা রাজস † নামে খ্যাত ॥২৭॥

---

* ১৪শ অধ্যায় ১১শ শ্লোকের টীকা দেখ। সাধক যখন রজস্তমঃ অতিক্রম করিয়া কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থিত হন অর্থাৎ যখন তিনি আপন প্রাণকে কণ্ঠের উর্দ্ধে রাখিতে সমর্থ হন, তখন অবশ্যই তাঁহার এই রূপ ভাব হইয়া থাকে।

† ১৪শ অধ্যায় ১৮শ শ্লোকের টীকা দেখ।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০

অযুক্তঃ, প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্যঃ] স্তব্ধঃ (অনম্রঃ) শঠঃ, নৈষ্কৃতিকঃ (পরাপমানকারী) অলসঃ, বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে ।।২৮।।

অনবহিত, বিবেকহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয় ।।২৮।।

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ ভেদং গুণতঃ এব ত্রিবিধং, পৃথক্ত্বেন অশেষেণ প্রোচ্যমানং শৃণু ।।২৯।।

হে ধনঞ্জয়, গুণভেদে বুদ্ধি ও ধৃতির তিনপ্রকার ভেদ পৃথক্‌রূপে নিঃশেষে বলা হইতেছে, শ্রবণ কর ।।২৯।।

হে পার্থ, প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী ॥৩০।।

হে পার্থ, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অধর্ম্মে নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ, মোক্ষ যাহাতে বুঝা যায় সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥৩৩

হে পার্থ যয়া চ ধর্ম্মম্ অধর্ম্মঞ্চ, কার্য্যম্ অকার্য্যঞ্চ, অযথাবৎ প্রজানাতি সা বুদ্ধিঃ রাজসী ॥৩১॥

হে পার্থ, যাহা, দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য অকার্য্য যথাবৎ পরিজ্ঞাত হয় না সেই বুদ্ধি রাজসী ॥৩১॥

হে পার্থ, যা অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে, সর্ব্বার্থান্ চ বিপরীতান্ [মন্যতে], তমসা আবৃতা সা বুদ্ধিঃ তামসী ॥৩২॥

হে পার্থ, যে (বুদ্ধি) অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে, এবং সকল অর্থ বিপরীত মনে করে তমোগুণাচ্ছন্ন সেই বুদ্ধি তামসী ॥৩২॥

হে পার্থ, যোগেন (সদ্গুরূপদিষ্টেন) অব্যভিচারিণ্যা (বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা) যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে (নিযচ্ছতি) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥

হে পার্থ, সদ্গুরুর উপদেশে বিষয়ান্তর ধারণা ব্যতিরেকেও যে

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫

ধৃতি কর্ত্তৃক মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াসকল নিয়মিত * হয় সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ।।৩৩।।

হে পার্থ, হে অর্জ্জুন, যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী [ভবতি], সা ধৃতিঃ রাজসী ।। ৩৪।

হে পার্থ, হে অর্জ্জুন, যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম প্রধানরূপে ধারণা করে এবং প্রসঙ্গক্রমে ফলাকাঙ্ক্ষী হয় সেই ধৃতি রাজসী ।।৩৪।।

হে পার্থ দুর্ম্মেধাঃ (অবিবেকিনঃ) যয়া স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং, ক্রোধং বিষাদং মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি সা ধৃতিঃ তামসী ।।৩৫।।

---

* " মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনম্,
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনাবরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকননম্,
সা এব মুদ্রা কথিতা তু খেচরী ।।"

সদ্গুরুপদেশের দ্বারা সাধকের যখন এইরূপ অবস্থা হয় তখনই তাঁহার মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হইয়া সাত্ত্বিকী ধৃতি হয়।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ॥৩৬

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭

হে পার্থ, বিবেকবিহীন ব্যক্তি যাহার দ্বারা নিদ্রা ভয় ক্রোধ বিষাদ ও অহঙ্কারত্যাগ করে না সেই ধৃতি তামসী ॥৩৫॥

হে ভরতর্ষভ, ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু ॥৩৬॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৩৬॥

যত্র (যস্মিন্ সুখে) অভ্যাসাৎ (সদ্গুরূপদেশাভ্যাসাৎ) রমতে দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি, যৎ তৎ (অনির্ব্বর্ণ্যং) অগ্রে বিষমিব, পরিণামে অমৃতোপমম্. আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ ॥৩৭॥

যে সুখে (সদ্গুরুর উপদেশে) অভ্যাসবশতঃ পরমানন্দ লাভ হয় এবং দুঃখের অন্ত পাওয়া যায় এবং যাহা সেই অনির্ব্বচনীয়, প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য ও আত্মবুদ্ধির প্রসাদ-জনিত বোধ হয়, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয় ॥৩৭॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমৃতোপমং পরিণামে বিষম্ ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রথমে যাহা অমৃত তুল্য কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য সেই সুখ রাজস নামে অভিহিত ॥৩৮॥

নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং যচ্চ সুখম্ অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ (চিত্তস্য) মোহনং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥৩৯॥

নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত, অগ্রে ও পরিণামে চিত্তের মোহকর যে সুখ তাহা তামস নামে উক্ত হয় ॥৩৯॥

পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং (জীবঃ) ন অস্তি যৎ প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ ॥৪০॥

পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাগণের মধ্যে এমন জীব নাই যে প্রকৃতিসম্ভূত এই তিন গুণ হইতে মুক্ত * ॥৪০॥

---

* গুণ ছাড়া কেহ; নহে তবে কেহ গুণে থাকে আর কেহ বা গুণে থাকে না। ১৪শ অধ্যায় ২৩শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥৪১

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি স্বভাব-প্রভবৈঃ (পূর্ব্বজন্মসংস্কারজাতৈঃ গুণৈঃ) প্রবিভক্তানি ॥৪১॥

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল স্বভাবজ গুণ দ্বারা বিশেষ রূপে বিভক্ত * ॥৪১॥

---

* ৪র্থ অঃ ১৩শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ। যখন সত্ত্বাদি গুণানুসারে বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে তখন সকলেই সদ্গুরূপদিষ্ট মার্গে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে পারে। ৯ম অঃ ৩২শ শ্লোক দেখ। সুতরাং ব্রাহ্মণত্বলাভ করা গুণগত, বংশগত নহে। গৌতম সংহিতায় উক্ত আছে—

"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥

যদি কেহ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া বর্ণোচিত কার্য্য না করে তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণবংশে জাত এই মাত্র বলা যায়, ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আর যদি কেহ অতি নীচবংশে জন্মিয়া ক্রমশঃ উন্নতি মার্গে প্রথমে তমঃ পরে তমোরজঃ ও পরে রজঃসত্ত্ব অতিক্রম করিয়া কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে পারে তখন সেও ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেও সাধনদ্বারা ব্রাহ্মণত্বলাভ না করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যদি কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তবে পণ্ডিতের পুত্র পড়া শুনা না করিয়াও পণ্ডিত হইতে পারে। পরন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২

শমঃ দমঃ তপঃ শৌচং ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবং চ জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ এব স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম ॥৪২॥

শম দম তপস্যা শৌচ ক্ষমা আর্জ্জব জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥৪২॥

গ্রহণ করা অনেক সুকৃতিসাপেক্ষ। যেহেতু, ব্রাহ্মণপুত্রের সৎপথ ও সদ্গুরুলাভ আত সহজেই (ঘরে বসিয়াই) হয়। ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪১শ হইতে ৪৬শ শ্লোক দেখ। এই জন্যই ব্রাহ্মণ-বংশের এত গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই জন্যই ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা এবং সকলের পূজা ও শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু হায় কি দুঃখের বিষয়, সেই বংশীয় সন্তানগণ এখন কি ভ্রষ্টাচার ও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন!! এক সাধনাভাবে সত্ত্বগুণ হইতে চ্যুত হওয়ায় তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব লোপ হইয়াছে। সাধক যখন তমোরজঃ অতিক্রম করিয়া কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থান করেন, তখনই তিনি ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ যোগ্য। সাত্ত্বিক জ্ঞানে ও ব্রহ্ম-জ্ঞানে অতি নিকট সম্বন্ধ। ২০শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ। সাধনদ্বারা যিনি আপন প্রাণকে কণ্ঠের ঊর্দ্ধে রাখিতে পারেন তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান অতি সুলভ। কারণ, তিনি সদ্গুরুকৃপায় অতি সহজেই প্রাণকে ভ্রূর ঊর্দ্ধে রাখিতে সক্ষম হন।

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪

শৌর্য্যং তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপি অপলায়নং দানম্ ঈশ্বরভাবশ্চ স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম ॥৪৩॥

শৌর্য্য তেজঃ ধৃতি দাক্ষ্য (দক্ষতা) যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ঈশ্বরভাব এই সকল ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম * ॥৪৩॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম, পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম * শূদ্রদিগের স্বভাবজ ॥৪৪॥

লোকের পক্ষে শমদমতপঃশৌচ প্রভৃতি কর্ম্ম সকল স্বাভাবিক অর্থাৎ আপনা আপনি হইয়া থাকে। তখন তিনি আত্মভাবে অবস্থিত; সুতরাং এ সকল কর্ম্ম আর তাঁহাকে চেষ্টা বা ইচ্ছা করিয়া করিতে হয় না। শম দম তপঃ শৌচ ইত্যাদি সেই অবস্থাসূচক শব্দ। এ সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য সাধনদ্বারা নিজবোধরূপ।

* ৪র্থ অঃ ১৩শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ এবং ৪১শ শ্লোকের টীকা দেখ।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬

স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ (নিষ্ঠাবান্) নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে; স্বকর্ম্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি (লভতে) তৎশৃণু ॥৪৫॥

স্বস্বকর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। স্বকর্ম্মনিরত * ব্যক্তি যে রূপে সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুন ॥৪৫॥

যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) যেন ইদং সর্ব্বং ততম্ (ব্যাপ্তং) মানবঃ স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি ॥৪৬॥

যাহা হইতে মানবগণের প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা হয় এবং যিনি এই সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, মানবগণ স্বকর্ম্মদ্বারা † তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে ॥৪৬॥

---

* গুণভেদে যে ব্যক্তি যে কার্য্যের অধিকারী সে সদ্‌গুরুর নিকট সেইরূপ উপদেশ পাইয়া তাহাতে ক্রমশঃ নিষ্ঠাবান্ হইলে সিদ্ধিলাভ করে; তাহার উপায় পরে বলিতেছেন।

† যে কর্ম্মে আত্মজ্ঞান হয় তাহাই স্বকর্ম্ম। ত্রিগুণাতীত হইবার উপায় সদ্‌গুরু দেখাইয়া দেন। উহাই আত্মকর্ম্ম; উহা অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন। সেই আত্মকর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক সাধক ক্রমশঃ উন্নতি ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭

বিগুণঃ [অপি] স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যগনুষ্ঠিতাদপি) পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্; স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি ॥৪৭॥

বিগুণ (সদোষ) স্বধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে স্বভাবজ কর্ম্ম করিয়া পাপ প্রাপ্ত হয় না * ॥৪৭॥

---

* স্বধর্ম্ম—যে ধর্ম্মদ্বারা আপনাকে জানা যায়। যিনি আপনাকে জানেন (আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন) তিনিই স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম প্রকৃত রূপে বুঝেন। জিতেন্দ্রিয় না হইলে আত্মজ্ঞান হয় না। সুতরাং যাবৎ চিত্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকে তাবৎ স্বধর্ম্ম জানা বা তাহাতে থাকা যায় না—কেবল পরধর্ম্মেই থাকা হয়। সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত সেই পরধর্ম্মাপেক্ষা দোষযুক্ত স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। দোষযুক্ত বলিবার মর্ম্ম এই যে, প্রাণায়ামাদি কার্য্য প্রথম আরম্ভমুখে কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না; অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ ঠিক হইয়া আইসে। এই কর্ম্মকে স্বভাবনিয়ত (স্বাভাবিক) বলিবার মর্ম্ম এই যে, ইহা সহজ অর্থাৎ জন্মের সহিত প্রাপ্ত। পরশ্লোকের টীকা দেখ। আমরা স্বভাব (আত্মভাব) হইতে চ্যুত হওয়ায় ইহাকে নূতন মনে করি এবং ইহা হইতে নানাবিধ অনিষ্টাশঙ্কা করি। বস্তুতঃ ইহা নূতনও নহে এবং ইহাতে কোন দৈহিক বা মানসিক অনিষ্টের আশঙ্কাও নাই। বরং ইহার স্বল্প মাত্রও মহা ভয় হইতে ত্রাণ করে। ২য় অঃ ৪০শ শ্লোক

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮

হে কৌন্তেয়, সদোষমপি সহজং (স্বভাববিহিতং) কর্ম্ম ন ত্যজেৎ; হি (যতঃ) সর্ব্বারম্ভাঃ (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি) [সহজাতেন] ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ ॥৪৮॥

হে কৌন্তেয়, দোষযুক্ত হইলেও সহজ * কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না, যেহেতু ধূমব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায়, সমুদায় কর্ম্মই দোষে আবৃত ॥৪৮॥

দেখ। অতএব জন্মিলে যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন স্বধর্ম্মে থাকিয়াই মরণ ভাল। কারণ, তাহা পরজন্মে জীবকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও উত্তরোত্তর উন্নত করিয়া থাকে। ৬ষ্ঠ অঃ ৪১শ হইতে ৪৭শ শ্লোক দেখ। পরধর্ম্মে ভোগের অবসান না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় বলিয়া ৩য় অঃ ৩৫শ শ্লোকে ভগবান্ তাহাকে ভয়াবহ বলিয়াছেন। সহজ কর্ম্ম করিলে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহা দ্বারা ক্রমশঃ শীতোষ্ণ সুখদুঃখ পাপপুণ্য ইত্যাদিরূপ দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া যায়।

* পূর্ব্ব শ্লোকের টীকা দেখ। সাধক রামপ্রসাদেরও এই মর্ম্মের একটী গান আছে।

"এই সংসার ধোঁকার টাটী।

* * * * * *

গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম মাটী;

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিহীনবুদ্ধিঃ) জিতাত্মা (নিরহঙ্কারঃ) বিগতস্পৃহঃ (নিস্পৃহঃ) সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, জিতাত্মা ও নিস্পৃহ ব্যক্তি আসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগ দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি * প্রাপ্ত হন ॥৪৯

ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী মায়ার বেড়ি কিসে কাটি ॥" ইত্যাদি প্রাণায়াম শব্দের অর্থ প্রাণের আয়াম অর্থাৎ বিস্তার। মনুষ্য মাত্রেই অহর্নিশ এই অজপা জপ করিতেছে। তবে প্রকৃত পথে করিতে জানে না। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই প্রকৃত পথ উলটিয়া যায়। সদ্‌গুরু সেই পথ দেখাইয়া দেন। কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাস বশতঃ উহা প্রথমে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা ঠিক হইয়া আইসে। এই জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন যে, সদোষ হইলেও সহজকর্ম্ম ত্যাগ করিবে না এবং আরম্ভের মুখে কোন কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না।

* ২য় শ্লোকের টীকা দেখ। ঐ সহজ কর্ম্ম দ্বারা যে অবস্থাপ্রাপ্তি হয় তাহাই এই শ্লোক হইতে ৫৬শ শ্লোকে বলিতেছেন।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২

হে কৌন্তেয়, যথা সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ তথা ব্রহ্ম আপ্নোতি, যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা, সমাসেন (সংক্ষেপেণ) এব মে নিবোধ (জানীহি) ॥৫০॥

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্তব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন এবং যাহা জ্ঞানের চরম, তাহা সংক্ষেপেই আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৫০॥

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ধৃত্যা আত্মানং (চিত্তং) নিয়ম্য চ (নিশ্চলং কৃত্বা) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌচ ব্যুদস্য (অপসার্য্য) বিবিক্তসেবী (নির্জ্জনদেশাবস্থায়ী) লঘ্বাশী (মিতভোজী) যতবাক্-কায়মানসঃ (সংযতবাগ্দেহচিত্তঃ) নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (ধ্যান-যোগে তৎপরঃ সন্) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য নির্ম্মমঃ (মম ইত্যভিমানশূন্যঃ) শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মাহম্ ইতি নৈশ্চল্যেন অবস্থানায়) কল্পতে (যোগ্যোভবতি) ॥৫১-৫৩॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতি দ্বারা মনকে স্থিরীকৃত করিয়া

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩

শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং রাগ দ্বেষ অপসারিত করিয়া, নির্জ্জনস্থানবাসী*, মিতভোজী, বাক্যশরীর ও মনঃসংযতকারী, সর্ব্বদা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া বৈরাগ্যকে † সম্যক্ রূপে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ এবং পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার অভিমানশূন্য হইয়া শান্ত (শমগুণপ্রাপ্ত) ব্যক্তি আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবার যোগ্য হন ॥৫১-৫৩॥

---

* ১৩শ অধ্যায় ১০ম শ্লোক ও তৎটীকা দেখ।

† বৈরাগ্য সাধনের ধন। সদ্গুরুপ্রদর্শিত সাধনদ্বারা নিত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হইলে মোহ অপসারিত ও জগতের অসারতা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। ঐ প্রত্যক্ষাবগমের পর ধ্যানাবস্থা। ১২শ. অধ্যায় ১২শ শ্লোকের টীকা দেখ। তাহার পর বৈরাগ্য। কারণ তখন নিত্যবস্তুর দর্শনে মন অন্যবিষয়ে রত হয় না; সর্ব্বদা তাহারই ধ্যানে থাকে। সেই জন্যই ভগবান্ এখানে "ধ্যানযোগপরো নিত্যং" অগ্রে বলিয়া তৎপরে "বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ" বলিয়াছেন। এই বৈরাগ্য হইতেই সন্ন্যাস ও ত্যাগ আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। নতুবা কষ্টহেতু বিষয়বিরাগকে বৈরাগ্য বলে না। উহা কষ্টবৈরাগ্য বা রাজসিক ত্যাগ। ৮ম শ্লোক দেখ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪

ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণি অবস্থিতঃ) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্তঃ) [নষ্টং] ন শোচতি [অপ্রাপ্তং] ন কাঙ্ক্ষতি ; সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ [সন্] পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥৫৪॥

ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্তব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না এবং অপ্রাপ্তবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্ব্বভূতে সমান হইয়া অতি শ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তি লাভ * করেন ॥৫৪॥

---

* ১২শ অধ্যায় ১৩শ ১৪শ শ্লোকের টীকা দেখ। যে অবস্থায় প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় এখানে সেই কথাই পুনরায় বলিতেছেন। সচরাচর আমরা যাহাকে ভক্তি বলি তাহার সহিত এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ভক্তির তুলনায় বুঝিতে পারাযায় যে, আমাদের ভক্তি ভক্তিই নহে ; কারণ, উহা কেবল স্বার্থ ও কামনা হইতে জাত। ভগবান আমাদের অতি নিকটে থাকিলেও রিপুর দাসত্ব নিবন্ধন আমরা তাঁহা হইতে যে কতদূরে আছি এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে কিরূপ নরক হইতে আমাদের উদ্ধার আবশ্যক ইহাও আমরা তখন বুঝিতে পারি। "আমি ব্রাহ্মণ" - "আমি ক্ষত্রিয়" "আমি পণ্ডিত" "আমি ধনী" ইত্যাদি বৃথা অভিমানমদে মত্ত থাকায় কেহ দেখাইলেও আমরা এমন কষ্টকর অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায় দেখি না। এই নরকযন্ত্রণা যাহার অসহ্য হয় সেই ব্যক্তিই ইহা হইতে পরি-

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫

অহং যাবান্ (সর্ব্বব্যাপী) যশ্চ (অবাঙ্মনসগোচরঃ) অস্মি [ইতি] মাং ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজানাতি ; ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং মাং বিশতে ॥৫৫॥

আমি যেরূপ (সর্ব্বব্যাপী) এবং যাহা (বাক্য ও মনের অগোচর), পরম ভক্তি দ্বারা তাহা তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হন ; অনন্তর * আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া পরে আমাতে প্রবেশ করেন ॥৫৫॥

ত্রাণের উপায় অনুসন্ধান করে এবং ভগবৎকৃপায় সদ্গুরুর দর্শনও পায়। এই জন্যই আর্ত্ত ব্যক্তিকে ভগবান্ সুকৃতিশালী বলিয়াছেন। ৭ম অধ্যায় ১৬শ শ্লোক দেখ। সুতরাং সংসারে যে সকল আপদ বিপদ হইয়া থাকে তজ্জন্য ভগবানে দোষারোপ করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য। ঐ রূপ যন্ত্রণা ব্যতীত আমাদের ন্যায় ঘোর নারকীদিগকে কিসে শত শত দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারিত করা যায়? দুঃখ শোকে জর্জ্জরিত না হইলে আমাদের ন্যায় পাষণ্ডদল কি সহজে তাঁহার শরণ লইতে ইচ্ছা করে?

* এখানে পুনরায় স্পষ্টই বলা হইল ঐরূপ ভক্তি ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। পূর্ব্বেও ভগবান্ এ কথা অনেকবার বলিয়াছেন। বারংবার এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাতে তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হয় এমন উপায়ের জন্য সদ্গুরুর অনুসন্ধান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা পরিত্রাণ নাই।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭

সদা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (মৎপরায়ণঃ) [সন্] মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদং প্রাপ্নোতি ॥৫৬॥

সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম করিয়াও মৎপরায়ণ * ব্যক্তি আমার প্রসাদে অনাদি ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হন ॥৫৬॥

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (সমর্প্য) মৎপরঃ [সন্] বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ ভব ॥৫৭॥

তুমি সকল কর্ম্ম চিত্তদ্বারা আমাতে অর্পণ † করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা মচ্চিত্ত ‡ হও ॥৫৭॥

---

* সাধকের ঐরূপ ভক্তির অবস্থা হইলে তবে তিনি ভগবৎপরায়ণ হন এবং তৎপরে তাঁহার প্রসাদে তিনি অনাদি ও নিত্যপদ পান ।

† ১২শ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক ও তৎটীকা দেখ ।

‡ ১০ম অধ্যায় ৯ম শ্লোক ও তৎটীকা দেখ ।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯

মচ্চিত্তঃ ত্বং সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি; অথচেৎ অহঙ্কারাৎ ত্বং ন শ্রোষ্যসি [তর্হি] বিনংক্ষ্যসি (বিনষ্টো ভবিষ্যসি) ॥৫৮॥

মচ্চিত্ত * হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদায় দুস্তর সাংসারিক দুঃখ উত্তীর্ণ হইবে ; কিন্তু যদি অহঙ্কার বশতঃ তুমি (আমার বাক্য) না শুন তবে বিনষ্ট হইবে ॥৫৮॥

অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য [অহং] ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা এব, [যতঃ] প্রকৃতিঃ ত্বাং [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯॥

অহঙ্কার অবলম্বন করিয়া, "আমি যুদ্ধ করিব না" এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার এই সংকল্প নিশ্চয়ই মিথ্যা ; (কারণ) প্রকৃতি তোমারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবেই ॥৫৯॥

---

* ১০ম অধ্যায় ৯ম শ্লোক ও তৎটীকা দেখ।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা ।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১

হে কৌন্তেয়, মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন (পূর্ব্বসংস্কারজাতেন) স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ [সন্] অবশঃ তৎ অপি করিষ্যসি ॥৬০॥

হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা কর না, পূর্ব্ব সংস্কার জাত স্বীয় কর্ম্মে নিবদ্ধ তুমি অবশ হইয়াও তাহা করিবে ॥৬০॥

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বরঃ মায়য়া (নিজশক্ত্যা) যন্ত্রারূঢ়ানি (যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়াণি) সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (তৎতৎ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্) সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি ॥৬১॥

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর মায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূত সকলকে (সূত্রধারের ন্যায়) তত্তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন * ।৬১॥

---

* সদ্‌গুরূপদেশে সাধন দ্বারা নিজ বোধরূপ ।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥৬৩

হে ভারত, সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বাত্মনা) তমেব শরণং গচ্ছ, তৎ-প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং চ প্রাপ্স্যসি॥৬২॥

হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই শরণ লও, * তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে॥৬২॥

ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং ময়া তে (তুভ্যং) আখ্যাতম্ অশেষেণ এতৎ বিমৃশ্য (পর্য্যালোচ্য) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু॥৬৩॥

এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমারে বলিলাম; ইহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন ইচ্ছা কর সেইরূপ করিও †॥৬৩॥

---

* তাঁহাকেই প্রাণ ঢালিয়া দাও। ১০ম অঃ ৯ম শ্লোক ও ১২ অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক ও তৎটীকা দেখ।

† পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার কথা বলিতেছিলেন, এখানে একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, অর্জ্জুন সাধন দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার মন আর অন্য কিছুতেই আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহার পতনেরও

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫

সর্ব্বগুহ্যতমং মে পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু, [ত্বং] মে দৃঢ়ম্ (অত্যন্তম্) ইষ্টঃ (প্রিয়ঃ) অসি, ততঃ [হেতোঃ] তে হিতং বক্ষ্যামি ॥৬৪॥

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর; তুমি আমার অতি প্রিয়, এজন্য তোমার হিত কহিতেছি ॥৬৪॥

ত্বং মন্মনাঃ (মচ্চিত্তঃ) মদ্‌ভক্তঃ (মদ্‌ভজনশীলঃ) মদ্‌যাজী (মদ্‌যজনশীলঃ) ভব; মাং নমস্কুরু; মাম্ এব এষ্যসি, অহং তে প্রতিজানে, [যতঃ] [ত্বং] মে প্রিয়ঃ অসি ॥৬৫॥

তুমি মচ্চিত্ত, মদ্‌ভক্ত ও আমারই উপাসক হও, আমারেই নমস্কার কর, (তাহা হইলে) আমারেই পাইবে *; তোমারে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; যেহেতু তুমি আমার প্রিয় ॥৬৫॥

আর আশঙ্কা নাই। সুতরাং এমত অবস্থায় তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন।

* এই টুকুই সার ও চরম অবস্থার কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সাধনপ্রণালী উক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারাই এই অবস্থা হয় এবং তাহা হইতে অবশ্যই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। ৯ম অঃ ৩৪শ শ্লোক দেখ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ; অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ ॥৬৬॥

সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ * করিয়া একমাত্র আমারে আশ্রয় লও, আমি তোমায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তকরিব; শোক করিও না ॥৬৬॥

ইদং (গীতার্থতত্ত্বং) তে (ত্বয়া) অতপস্কায় (ধর্ম্মহীনায়) ন বাচ্যং; নচ অভক্তায় কদাচন, নচ অশুশ্রূষবে (গুরুসেবাহীনায়), নচ মাং যঃ অভ্যসূয়তি (নিন্দতি) [তস্মৈ] [বাচ্যম্] ॥৬৭॥

এই গীতার্থতত্ত্ব তুমি ধর্ম্মহীন, ভক্তিহীন, গুরুসেবাহীন এবং আমার অসূয়াকারীকে কদাচ বলিও না ॥৬৭॥

---

* অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মার শরণাপন্ন হও। তাহার উপায় সদ্‌গুরূপদেশগম্য। পরধর্ম্মে (ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্মে) থাকায় লৌকিক উপাসনা প্রণালী ও আচার ব্যবহার ভেদে ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। এই কারণেই পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে পঞ্চ উপাসকের দলেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেরই স্বধর্ম্ম এক; তবে ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকায় লোকে তাহা বুঝিতে অক্ষম। ১৩শ অধ্যায় ২৩শ ২৪শ শ্লোকের টীকা দেখ।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥৭০

ইদং পরমং গুহ্যং মদভক্তেষু যঃ অভিধাস্যতি (বক্ষ্যতি) সঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ (সংশয়শূন্যঃ) [সন্] মাম্ এব এষ্যতি॥৬৮॥

এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তসকলকে যিনি বলিবেন (বুঝাইয়া দিবেন) তিনি আমাতে পরমা ভক্তি করায় সংশয়শূন্য হইয়া আমারেই পাইবেন॥৬৮॥

মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমশ্চ ন [অস্তি]; তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ চ ভুবি ন ভবিতা॥৬৯॥

মনুষ্যমধ্যে তাহা অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয়কারী নাই এবং কোন কালে তাহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় পৃথিবীতে আর কেহ হইবেও না॥৬৯॥

যশ্চ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ (ভবেয়ম্) ইতি মে মতিঃ॥৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২

আর যিনি আমাদের এই ধর্ম্ম্য সংবাদ পাঠ করেন, তিনি জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করেন; আমার এইরূপ মত॥৭০

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ (অসূয়াহীনশ্চ) যঃ নরঃ শৃণুয়াৎ অপি সঃ অপি মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥৭১॥

শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকারিগণের পবিত্র লোক সকল প্রাপ্ত হন ॥৭১॥

হে পার্থ, ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ? হে ধনঞ্জয়, তে অজ্ঞানসংমোহঃ (অজ্ঞানজো মোহঃ) প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ? ॥৭২॥

হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ ত? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ প্রণষ্ট হইল ত? ॥৭২॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৪

অর্জ্জুনঃ উবাচ, হে অচ্যুত, মোহঃ নষ্টঃ, ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা ; স্থিতঃ অস্মি ; গতসন্দেহঃ [অহং] তব বচনং করিষ্যে ॥৭৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতি লাভ করিলাম ; আমি তোমার শাসনে স্থিত হইলাম, সংশয়শূন্য হইয়াছি। এখন আমি তোমার আদেশ পালন করিব ॥৭৩॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ, ইতি অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমং লোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রৌষম্ ॥৭৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা বাসুদেবের এবং পার্থের এই লোমহর্ষণ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি ॥৭৪॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥৭৭

ব্যাসপ্রসাদাৎ অহম্ ইমং পরং গুহ্যং যোগং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্ ॥৭৫॥

ব্যাসের প্রসাদে আমি এই পরম গুহ্য যোগ সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ হইতে শ্রবণ করিয়াছি ॥৭৫॥

হে রাজন্ কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যম্ অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি ॥৭৬॥

হে রাজন্, কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহুঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥৭৬॥

হে রাজন্ হরেঃ তৎ অদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময়ঃ চ [ভবতি] [অহং] পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি ॥৭৭॥

হে রাজন, হরির সেই অদ্ভুত রূপ বারংবার স্মরণ করিয়া আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিতেছে এবং আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥৭৭॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে মোক্ষযোগঃ।

সমাপ্তেয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র ধনুর্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ, বিজয়ঃ, ভূতিঃ, ধ্রুবা নীতিঃ [ইতি] মম মতিঃ ॥৭৮॥

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেই খানেই শ্রী, বিজয়, অচলা সম্পৎ এবং স্থিরা নীতি আছে এই আমার ধারণা ॥৭৮॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ পঞ্চম প্রপাঠক।

যে চেমে অরণ্যে, শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি। অর্চ্চিষোঽহঃ। অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্। আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্। সংবৎসরাদাদিত্যম্। আদিত্যাচ্চন্দ্রমসম্। চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্। তৎ পুরুষো অমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি। এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।

যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাবান্ ও তপস্বী হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করে তাহারা মরণান্তে প্রথমতঃ অর্চ্চিরধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। অনন্তর উত্তরোত্তর অহরভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা, সংবৎসর দেবতা, সূর্য্য, চন্দ্রমা এবং বিদ্যুদধিষ্ঠাত্রীদেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে কোন এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে উপাগত হইয়া মৃতজীবকে ব্রহ্মলোক প্রাপণ করে।

অর্চিরাদি দেবতা হইতে দেবতান্তর সন্নিধানে গমন জীবের স্বয়ং সাধ্য নহে; একারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবতারা উত্তরোত্তর দেবতা সন্নিধানে বহন করিয়া লইয়া যান। ইহাই শারীরক মীমাংসা গ্রন্থে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই নিমিত্তই তত্তদভিমানিনী দেবতাকে আতিবাহিকী বলে। বিদ্যুদভিমানিনী দেবতা ব্রহ্মলোক প্রাপণ করিতে পারে না; একারণ ব্রহ্মলোক হইতে এক জন অমানব পুরুষ আসিয়া তদ্গত জীবকে ব্রহ্মলোক প্রাপণ করে। এই পন্থা দেবযান অর্থাৎ এই পথে দেবতা সাহায্যেই গমন হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোক গমনের এই দেবযান পথ নির্দ্দিষ্ট আছে।

অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি। ধূমাদ্রাত্রিম্। রাত্রেরপরপক্ষম্। অপরপক্ষাৎ যান্ ষড় দক্ষিণাদিত্য এতি মাসাংস্তান্। নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্। পিতৃলোকাদাকাশম্। আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। ইতি।

যাহারা গ্রামে গৃহস্থভাবে থাকিয়া ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ জলাশয়মার্গাদি ও দানাদি কর্ম্ম করে, তাহারা মরণান্তে প্রথমতঃ ধূমাভিমানিনী দেবতা প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে উত্তরোত্তর রাত্রি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ-দেবতা এবং পরিশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।

এস্থলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবতা দ্বারা উত্তরোত্তর দেবতা সন্নিধানে উপনীত হয় ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যে দেবযান কীর্ত্তনান্তে লিখিত হইয়াছে যে, "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে।" এই পথে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গত হইয়া এই মানব-আবর্ত্তে পুনরাবৃত্তি হয় না।

এবং ধূমাদি মার্গ দ্বারা প্রাপ্তি প্রতিপাদন করিয়া লিখিত হইয়াছে যে, "তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমধ্বানং পুন র্নিবর্ত্তন্তে।"

চন্দ্রলোক প্রাপ্ত জীবগণ কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া অনন্তর পুনর্ব্বার ঐ পথে নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

এইরূপে ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত্যুপযোগী অর্চ্চিরাদিরূপ পথ ও কর্ম্মিদিগের চন্দ্রলোক প্রাপ্ত্যুপযোগী ধূমাদিরূপ পথ বেদে উপদেশ করিয়াছেন। এবং তাহার মধ্যে প্রাগুক্ত পথে প্রযাতজীবগণের অপুনরাবৃত্তি ও দ্বিতীয় পথে প্রযাতজীবের পুনরাবৃত্তিও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে ভগবান্ এই শ্রুতিমূলক মার্গদ্বয় বলিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন; যথা—

যত্র কালেত্বনাবৃত্তি মাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

ব্রহ্মোপাসক ও কর্ম্মিগণ মরণান্তে যে যে কালে অর্থাৎ কালরূপ পথে প্রয়াত হইয়া অপুনরাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় সেই সেই কাল বলিতেছেন। যদিও উত্তর শ্লোক দ্বয়ে

যে যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে সমস্তগুলি কালরূপ নহে; অগ্নি জ্যোতিঃ ও ধূমেরও তন্মধ্যে উপাদান আছে। তথাপি "অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তি" এই ন্যায়ানুসারে কালেরই আধিক্য নিবন্ধন কালশব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং কালশব্দে তত্তদভিমানিনী দেবতা বলিতেও হইবে।

এক্ষণে ব্রহ্মোপাসকদিগের গম্য যে পথে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন; যথা—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

ব্রহ্মোপাসক যোগিগণ মরণান্তে অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লপক্ষ, ও উত্তরায়ণ ষণ্মাস ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমীপে উপাগত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করে।

এই শ্লোকে যে উত্তরায়ণ ষণ্মাস পর্য্যন্তের উল্লেখ করিলেন তাহা উপলক্ষণ। উত্তরায়ণের পরে সংবৎসরাদি বিদ্যুৎ পর্য্যন্তের গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে তাহারও নির্দ্দেশ আছে।

অধুনা পুনরাবৃত্তি মর্গের নির্দ্দেশ করিতেছেন; যথা—

ধূমোরাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

কর্ম্মযোগিগণ মরণান্তে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন ষণ্মাস ইহাদিগের অভিমানিনী দেবতা সমীপে উত্তরোত্তর

উপাগত হইয়া ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় এবং ভোগাবসানে তথা হইতে নিবৃত্ত হয়।

এই শ্লোকেও দক্ষিণায়ন পর্য্যন্তের উল্লেখ উপলক্ষণ; শ্রুত্যুক্ত পিতৃলোক ও আকাশের ও পরিগ্রহ করিতে হইবে।

ইদানীং পূর্ব্বোক্ত পদবীদ্বয় উপসংহার করিতেছেন; যথা—

শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ॥২৬॥

শুক্ল অর্থাৎ প্রকাশময় অর্চ্চিরাদি পদবী, কৃষ্ণ অর্থাৎ তমোময় ধূমাদি পদবী, এই উভয়বিধ পদবীই জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণের পক্ষে নিত্য; সংসারের অনাদিত্ব বশতঃ ইহা আবহমান কাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অর্চ্চিরাদি পদবী দ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তজীবগণ পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় না; ধূমাদি পদবী দ্বারা চন্দ্রলোক হইয়া পুনরাবৃত্ত হয়।

এই শ্লোকচতুষ্টয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব সদ্‌গুরূপদেশগম্য।

গীতামাহাত্ম্যম্।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ঋষিরুবাচ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥১

ঋষি কহিলেন। হে সূত, পূর্ব্বকালে নারায়ণ-ক্ষেত্রে * মহামুনি ব্যাস কর্ত্তৃক কথিত গীতামাহাত্ম্য তুমি যথাবৎ বর্ণন কর ॥১॥

---

*গঙ্গা প্রবাহ হইতে চারিহস্ত পরিমিত তীরভূমি।

সূত উবাচ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥২

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥৩

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥৪

সূত কহিলেন। ভগবান্ আমাকে উত্তম জিজ্ঞাসা করিলেন : যাহা পরম গুপ্ততম সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ? ॥২॥

কেবল শ্রীকৃষ্ণই উহার ফল সম্যক্ জানেন, কুন্তীপুত্র (অর্জ্জুন) ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র (শুকদেব) যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈথিল (মৈথিলা-রাজ জনক)—ইঁহারা কিঞ্চিৎ অবগত আছেন ॥৩॥

আর আর সকলে (অপরের নিকট) কর্ণে শুনিয়া কেবল তাহার লেশ মাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকে ; অতএব আমি ব্যাস-মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা এস্থলে কিয়ৎপরিমাণে বলিতেছি ॥৪॥

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৫

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্‌ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥৬

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥৭

উপনিষৎ সকল গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন (শ্রীকৃষ্ণ) দোহন কর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস, সুধীগণ ভোক্তা এবং মহৎ গীতারূপ অমৃত দুগ্ধ স্বরূপ ॥৫॥

যিনি লোকত্রয়ের উপকারার্থ অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে করিতে প্রথমে গীতামৃত দান করিয়াছিলেন সেই পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥৬॥

যিনি ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করেন তিনি গীতারূপ নৌকা প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে পার পাইতে পারেন ॥৭॥

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥৮
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥৯
গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্ ॥১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশো চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মণি ॥১১

যে মূঢ়াত্মা সর্ব্বদা অভ্যাস যোগে গীতাজ্ঞান শ্রবণ (লাভ) করে নাই অথচ মোক্ষ অভিলাষ করে সে বালকগণেরও উপহাস প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

যাঁহারা অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন এবং পাঠকরেন তাঁহারা মানুষ নহেন—দেবস্বরূপ; ইহাতে সংশয় নাই ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতাজ্ঞান দ্বারা সম্যক জ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে সগুণ এবং নির্গুণ পরম ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥১০॥

এই প্রকার ভক্তি ও মুক্তিতে সম্যকরূপে উন্নতিপ্রাপ্ত, অষ্টাদশ সোপান দ্বারা (অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীতাদ্বারা) প্রেমভক্তি প্রভৃতি কর্ম্মে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ॥১১॥

সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥১৩
তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥১৪
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥১৫

গীতারূপ জলে সাধুর স্নান, সংসারমলের নাশক হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির তাদৃশ কার্য্য হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথা ॥১২॥

যে ব্যক্তি গীতার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা না জানে, সে মনুষ্য লোকে বৃথা কর্ম্মকারী হইয়া থাকে ॥১৩॥

অতএব যে গীতা জানেনা তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই; ধিক্ তাহার মানব দেহ, ধিক্ তাহার বিজ্ঞান এবং ধিক্ তাহার কুলশীলতা ॥১৪॥

যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই; তাহার শরীরে ধিক্, তাহার সচ্চরিত্রে ধিক্, তাহার বিভবে ধিক্, তাহার গৃহাশ্রমে ধিক্ ॥১৫॥

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ প্রালব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্ত্বনম্॥১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠা তপো যশঃ॥১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্॥১৮
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা॥১৯

যে গীতার উপদেশ পরিজ্ঞাত নহে তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই; তাহার অদৃষ্ট খ্যাতি পূজা মান ও মহত্ত্বে ধিক্॥১৬॥

যাহার গীতা শাস্ত্রে মতি নাই তাহার সকলই নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা এবং যশকে ধিক্॥১৭॥

যাহার গীতার্থ জ্ঞান এবং গীতা পাঠ হয় নাই তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই; গীতায় যে জ্ঞানের কথা বলা হয় নাই তাহা আসুর জানিবে॥১৮॥

তাহা (সেই জ্ঞান) ব্যর্থ, ধর্ম্মরহিত এবং বেদবেদান্ত গর্হিত, অতএব ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনী॥১৯॥

সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে।
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলং স্তিষ্ঠন্ শত্রুভি র্ন স হীয়তে ॥২০

শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥২১

দৈবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈ র্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥২২

সর্ব্ব শাস্ত্রের সার বিশুদ্ধা সেই গীতা প্রশংসাযোগ্যা ; যিনি বিষ্ণুপর্ব্বাহে, শ্রীহরিবাসরে, কি স্বপ্নাবস্থায়, কি জাগ্রদবস্থায়, কি চলিতে চলিতে, কি বসিতে বসিতে, (যে কোন অবস্থায়) গীতাপাঠ করেন তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হন না ॥২০॥

শালগ্রামশিলাসমীপে, দেবগৃহে, শিবমন্দিরে, তীর্থে, নদীতে যিনি গীতা পাঠ করেন তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করেন ॥২১॥

দৈবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতা পাঠে যেমন তুষ্ট হন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞ তীর্থ ব্রতাদিতে তেমন তুষ্ট হন না ॥২২॥

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥২৩

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ॥২৪

গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥২৫

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥২৬

যিনি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহার সমুদায় বেদশাস্ত্র ও সমুদায় পুরাণ অধ্যয়ন করা হইয়াছে ॥২৩॥

যিনি যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শালগ্রামশিলাসমীপে, সাধুগণের সভায়, যজ্ঞে ও বিষ্ণুভক্ত সমীপে গীতাপাঠ করেন তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন ॥২৪॥

যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ ও শ্রবণ করেন তাঁহার দক্ষিণাসহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সকল সম্পন্ন করা হয় ॥২৫॥

যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন এবং যিনি অন্যের নিকট কীর্ত্তন করেন এবং গীতার পরম অর্থ শ্রবণ করান তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥২৬॥

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥২৭
যশঃ সৌভাগ্য মারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখ মশ্নুতে ॥২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥২৯
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥৩০

যিনি আদর সহকারে গীতার বিশুদ্ধ পুস্তক ভক্তিভাবে বিধি পূর্ব্বক দান করেন তাঁহার ভার্য্যা প্রীতিদায়িনী হয় ॥২৭॥

তিনি যশঃ সৌভাগ্য এবং আরোগ্য লাভ করেন ইহাতে সংশয় নাই। তিনি স্ত্রীগণের প্রিয় হইয়া পরম সুখ ভোগ করেন ॥২৮॥

যে গৃহে গীতার অর্চ্চনা হয়, অভিচারজাত দুঃখ অথবা বরশাপ হইতে উপস্থিত যে কিছু দুঃখ সে দিকেও যাইতে পারেনা ॥২৯॥

তথায় ত্রিতাপজ পীড়া বা ব্যাধিভয় কখনও হয় না; শাপ পাপ দুর্গতি এবং নরকও হয় না ॥৩০॥

বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যাং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্॥৩১

জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতোবাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ॥৩২

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা॥৩৩

দেহে কদাচ বিস্ফোটকাদি পীড়া দেয় না; কৃষ্ণপদে ঐকান্তিকী দাস্যা ভক্তি লাভ করেন॥৩১॥

প্রারব্ধভোগকারী হইলেও, যিনি গীতাভ্যাসে রত তাঁহার সর্ব্বজীবগণের সহিত সর্ব্বদা সখ্য জন্মে।৩২॥

গীতাধ্যয়নকারী যদি মহাপাপ কিংবা অতি পাপ করেন তথাপি তিনি ইহলোকে পাপমুক্ত এবং সুখী হন, কোন কর্ম্মে লিপ্ত হন না। (অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না)। পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় কোন কর্ম্মই তাঁহারে স্পর্শ করিতে পারে না॥৩৩॥

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥৩৭

অনাচারজনিত পাপ, অবাচ্য বাক্য প্রয়োগ জনিত যাহা কিছু পাপ, অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত এবং অস্পৃশ্যস্পর্শ জনিত দোষ, প্রাত্যহিক জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত ইন্দ্রিয় জনিত যাহা কিছু (পাপ) সে সমুদায়ই গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৩৪॥৩৫॥

সর্ব্বস্থানে ভোজন করিয়া এবং সর্ব্ব প্রকার লোকের নিকট প্রতিগ্রহ করিয়াও গীতাপাঠকারী কদাচ পাপে লিপ্ত হন না ॥৩৬॥

অন্যায়রূপে রত্নপূর্ণা সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়াও একবার মাত্র গীতা পাঠে (লোকে) শুভ্র স্ফটিকবৎ নির্ম্মল থাকেন ॥৩৭॥

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥৩৮

দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥৩৯

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥৪০

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥৪১

যাঁহার অন্তঃকরণ নিত্য সর্ব্বদা গীতায় প্রীতিযুক্ত তিনিই সাগ্নিক, তিনিই সদা জপকারী, তিনিই ক্রিয়াবান্ এবং তিনিই যথার্থ পণ্ডিত ।৩৮॥

তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনবান্, তিনিই যোগী এবং তিনিই জ্ঞানবান্; তিনিই যাজ্ঞিক, যাজী এবং সকল বেদার্থের দর্শনকারী ।।৩৯।।

যেখানে গীতার পুস্তক থাকে এবং নিত্য পাঠ হয় ভূতলে সেই স্থানেই প্রয়াগাদি সমুদায় তীর্থ বর্ত্তমান থাকে ।।৪০।।

দেহ রক্ষক সমুদায় দেবগণ ঋষিগণ এবং যোগিগণ সর্ব্বদা (গীতাপাঠকারীর) দেহে—দেহ শেষ হইলেও (দেহ শেষ পর্য্যন্ত) সর্ব্বদা বাস করেন ।।৪১॥

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্শ্বদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥৪২
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ ॥৪৩

শ্রীকৃষ্ণো ভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমোগুরুঃ ॥৪৫

যেখানে গীতা পাঠ হইয়া থাকে, নারদ ধ্রুব এবং সহচরগণ সহ বালকৃষ্ণ গোপাল সহায় হইয়া থাকেন ॥৪২॥

যেখানে গীতা বিচার, গীতাপাঠ এবং গীতাপাঠনা হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ সেখানে আমোদিত থাকেন ॥৪৩॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন। হে পার্থ গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার উত্তম সারভাগ, গীতা আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতা আমার অক্ষয় জ্ঞান। ৪৪॥

গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু ॥৪৫॥

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥৪৮
গঙ্গা গীতাচ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥৪৯

আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি, গীতাই আমার পরম গৃহ; আমি গীতা জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই ত্রিলোক পালন করিতেছি ॥৪৬॥

ব্রহ্মরূপা গীতা আমার পরমা বিদ্যা ইহাতে সংশয় নাই। গীতা আমার নিত্য অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা এবং অনির্ব্বচনীয়া ॥৪৭॥

হে পাণ্ডব, আমি তোমাকে অতি গুহ্য গীতার নাম সকল কহিব শ্রবণ কর; ঐ নাম কীর্ত্তন করিলে সমুদায় পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥৪৮॥

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী ॥৪৯॥

অর্দ্ধমাত্রাচিতা নন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥৫০

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥৫১

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধপাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥৫২

ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥৫৩

অর্দ্ধমাত্রা চিতা, নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০॥

যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে এই সকল নাম প্রত্যহ জপ করেন তিনি নিত্য জ্ঞানসিদ্ধি এবং অন্তে পরম পদ লাভ করেন ॥৫১॥

সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধ ভাগ পাঠ করিবেন; তাহা হইলে গোদানজনিত পুণ্য লাভ করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥৫২॥

তিন ভাগ পাঠকারী ব্যক্তি সোমযাগফল লাভ করেন এবং ষষ্ঠাংশ পাঠকারী ব্যক্তি গঙ্গাস্নান ফল লাভ করেন ॥৫৩॥

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎধ্রুবম্ ॥৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদংবা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্বোকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ॥
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতন্তথা ॥৫৭

যিনি নিত্য অবাধে দুই অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি ইন্দ্র লোক লাভ করেন এবং তথায় এক কল্পকাল বাস করেন ॥৫৪॥

যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন তিনি রুদ্র লোক প্রাপ্ত হন এবং সেখানে গণ হইয়া সুদীর্ঘ কাল বাস করেন ॥৫৫॥

যিনি এক অধ্যায়ের অর্দ্ধ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন তিনি শত মন্বন্তর ব্যাপিয়া রবিলোকে বাস করেন ॥৫৬॥

গীতার শ্লোক দশটী, সাতটী, পাঁচটী, চারিটী, তিনটী, দুইটী, একটী, বা আধটী যিনি পাঠ করেন, তিনি অযুত বৎসর চন্দ্রলোকে বাস করেন ॥৫৭॥

গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥৫৮
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥৬১

গীতার্থের এক চরণ, এক শ্লোক বা এক অধ্যায় স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥৫৮॥

অন্তকালে গীতার্থ অথবা গীতাপাঠ শ্রবণ করিয়া মহাপাতক যুক্ত ব্যক্তিও মুক্তি ভাগী হইয়া থাকেন ॥৫৯॥

যিনি গীতা পুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া লোকান্তর গমন করেন তিনি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে অবস্থান করেন ॥৬০॥

গীতার একটী অধ্যায়মাত্র যুক্ত হইয়া মরিলে মানবজন্ম লাভ করে এবং পুনরায় গীতাভ্যাস করিয়া উত্তমা মুক্তি লাভ করে ॥৬১॥

গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্যৎ কর্ম্মচ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্মচ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬২
পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্যান্তি স্বর্গতিম্ ॥৬৩
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশার্ব্বাদতৎপরাঃ ॥৬৪
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৫

"গীতা" এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে মরিলে পরম গতি লাভ করেন; গীতা পাঠ করিতে করিতে যে যে কর্ম্ম করা যায় সেই সেই কর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৬২॥

পিতৃলোক উদ্দেশ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গীতা পাঠ করেন তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া নরক হইতে স্বর্গ প্রাপ্ত হন ॥৬৩॥

গীতাপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধতৃপ্ত পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন।।৬৪।।

ধেনুপুচ্ছ সমন্বিত (চামর বিশিষ্ট) গীতাপুস্তক দান করিয়া সেই দিনে (শ্রাদ্ধবাসরে) মনুষ্য সম্যক রূপে কৃতার্থ হইয়া থাকে ॥৬৫ ॥

পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবং ॥৬৬
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম ॥৬৭
গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬৮
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥৬৯

স্বর্ণ সংযুক্ত গীতাপুস্তক পণ্ডিত বিপ্রকে দান করিয়া লোকে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না ॥৬৬॥

গীতার পুস্তক একশত খণ্ড যিনি দান করেন তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করেন ; সেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না ॥৬৭॥

গীতাদান প্রভাবে দেহাবসানে সপ্তকল্পপরিমিত বৎসর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে অবস্থান করেন ॥৬৮॥

যিনি গীতার্থ সম্যক রূপে শ্রবণ করিয়া পুস্তক প্রদান করেন, ভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে মনোভীষ্ট প্রদান করেন ॥৬৯॥

দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥৭০
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥৭১
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭২
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥৭৩

হে ভারত চাতুর্ব্বর্ণে মানুষদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ করেনা বা পাঠ করেনা সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত হইতে ফেলিয়া দিয়া বিষ ভোজন করে ।৭০।।

সংসার দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি গীতা জ্ঞান লাভ করিবে এবং গীতারূপ অমৃত পান করিয়া ইহলোকে ভক্তিলাভ করিয়া সুখী হইবে ॥৭১॥

জনকাদি অনেক নরপতি গীতা অবলম্বন করিয়া ইহলোকে নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৭২॥

গীতা বিষয়ে কি উচ্চ ... হীন ... সর্ব্বপ্রকার

যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥৭৪
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥৭৫
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনি মনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥৭৭

লোকের পার্থক্য নাই। গীতা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের পক্ষেই তুল্য-রূপ। গীতা ব্রহ্মস্বরূপা ॥৭৩॥

যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্ব্ব বশতঃ গীতার নিন্দা করে সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরক প্রাপ্ত হয়॥৭৪॥

যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কার বশে গীতার্থ না মানে সে [illegible]ক্ষয় পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরে॥৭৫॥

কথ্যমান গীতার্থ যে ব্যক্তি সমীপে থাকিয়াও নাশুনে সে অনেক শূকর যোনি প্রাপ্ত হয়॥৭৬॥

যে ব্যক্তি গীতার পুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহার কিছুই সুফল হয় না। তাহার পাঠও বৃথা হয় ॥৭৭॥

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥৭৮
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥৭৯
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥৮০

সূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥৮১

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করিয়া প্রকৃতরূপে আহ্লাদিত না হয় ইহলোকে তাহার কোন ফল হয় না, প্রমত্ত লোকের ন্যায় তাহার পরিশ্রম বৃথা ॥৭৮॥

গীতা শুনিয়া স্বর্ণ, ভোজ্যদ্রব্য, পট্টবস্ত্র পরমাত্মার প্রীতির নিমিত্ত নিবেদন করিবে ॥৭৯॥

বক্তাকে নানাদ্রব্য বস্ত্রাদি ও বিবিধ উপায়ন দ্বারা নানাপ্রকারে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে; ভগবান্ হরি প্রীতি পূর্ব্বক তুষ্ট হইবেন ॥৮০॥

সূত কহিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক কথিত পুরাতন এই গীতামাহাত্ম্য যিনি গীতান্তে পাঠ করেন তিনিই যথোক্তফলভাগী হন। ॥৮১॥